উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৫৯৬.৬৩ (+৪১০.১৯)
নিফটি : ২৪,৮১৩.৪৫ (+১২৯.৫৫)

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা ›› ৩

ইডি'র দাবি
ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২২°	২৩°	২৪°	২২°

উত্তরবঙ্গেও সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির ›› ৭

শিলিগুড়ি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 22 May 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 4

লাগাতার চাপে ইস্তফা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২১ মে : শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অমান্য করে বেআইনি পদ্ধতিতে তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে সায় দেননি তিনি। অভিযোগ, সেকারণেই নানা পদ্ধতিতে তাঁর উপর লাগাতার চাপ সৃষ্টি করছিলেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতারা। কারণে-অকারণে দপ্তরে ঢুকে অপমানজনক কটূক্তি করা, অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল। এসবের মধ্যেই মঙ্গলবার দাবি আদায়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঘেরাও করে রাখেন শিক্ষাবন্ধু সমিতি সহ অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের অন্য একটি সংগঠন। সেখানে ফের কটূক্তি করা হয় বলেই অভিযোগ। তাই অপমানে ইস্তফা দিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নূপুর দাস। বুধবার সকালেই ই-মেল মারফত শিক্ষা দপ্তরের বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ দেখভালের দায়িত্বে থাকা বিশেষ সচিব চন্দ্রাণী টুডুর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন নূপুর।

এক বছরের বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়। নেই স্থায়ী রেজিস্ট্রার, অর্থ আধিকারিক, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক। প্রধান চার আধিকারিকের পদ দীর্ঘদিন থেকে ফাঁকা থাকায়

অভিযুক্ত তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতারা

এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ধুঁকছে। শিকেয় উঠেছে পড়াশোনা, গবেষণার কাজ। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইস্তফা দেওয়ায় এবার প্রশাসন কার্যত অচল হয়ে পড়ল। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের শাসকদলের শিক্ষাকর্মী সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সব মহলেই। নূপুরের কথা, 'যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারব না। কোনও অন্যায় কাজকেও সমর্থন করব না। তাই ইস্তফা দিয়েছি।'

নূপুর রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতো সমহারে ডিএ এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি। এপ্রিল মাসে দফায় দফায় রেজিস্ট্রারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার কর্মসমিতির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। শিক্ষা দপ্তর চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের অনুমোদন ছাড়া ওই ধরনের কোনও বৈঠকের আইনি বৈধতা নেই। মঙ্গলবার সকালে যখন রেজিস্ট্রারের দপ্তরে ওই চিঠি পৌঁছায় ততক্ষণে বৈঠকের জন্য সব সদস্যরা উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত বৈঠক হয়নি। অভিযোগ, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশের তোয়াক্কা না করেই তাদের দাবি মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বৈঠকে ঢুকে চিৎকার শুরু করেন শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা। তারপর দরজা বন্ধ করে আধিকারিকদের সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়।

এরপর দশের পাতায়

জঙ্গি ঢুকছে না তো?

বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে চা শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার। ছবি : খোকন সাহা

পুলিশের ভূমিকায় রুষ্ট মমতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের ঘাড়ের কাছে পাকিস্তান নেই তো কী হয়েছে! বাংলাদেশ তো আছে। ফলে নিশ্চিন্ত থাকার যে জো নেই, তা স্পষ্ট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরের আট জেলায় তাই সতর্ক থাকার জন্য একইসঙ্গে নির্দেশ দিলেন পুলিশ ও নিজের দলকে। গ্রামে গ্রামে পুলিশি টহল বাড়াতে পরামর্শ দিলেন। চোপড়ার তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চোপড়া, ইসলামপুরের সীমান্ত দিয়ে লোক ঢুকছে না তো?

শেখ হাসিনা যতই কড়া থাকুন না কেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী তৎপরতা ছিল। ২০১৪ সালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ প্রমাণিত হয়েছিল। গত এপ্রিলে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা পরিস্থিতির পিছনেও বাংলাদেশ-যোগের অভিযোগ উঠেছিল। উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে ছয় জেলাতেই বাংলাদেশ সীমান্ত থাকায় তাই এত উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় বুধবার প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি তাই অনুপ্রবেশ ও জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি জোর দেন। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের তিনি বলেন, 'পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলছি, কোনও জঙ্গি যেন আশ্রয় নিতে না পারে।' টহলদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন টহলদারি কম হচ্ছে। নজরদারি ভ্যান ঘুরলে মানুষ বুঝতে পারবে পুলিশ সক্রিয় আছে।'

শুধু বিএসএফের ওপর নির্ভরতার মানসিকতা ছাড়তে পুলিশের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'বিএসএফ আছে বলে নিজেরা বসে থাকবেন না। এই তো

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

ক'দিন আগে শীতলকুচি থেকে একজনকে তুলে নিয়ে গেল। পাড়ার ক্লাবগুলোকে হাতে রাখুন।' বাইরে থেকে এসে লোকে এলাকার তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে জানিয়ে মমতা সাধারণ মানুষকেও পরামর্শ দেন, 'অথরাইজড লোক ছাড়া কাউকে নিজের নথিপত্রের বিস্তারিত দেবেন না। অন্য রাজ্য থেকে লোকজন আমাদের রাজ্যে ঢুকে সাধারণ মানুষ, এমনকি আমাদের সমর্থকদের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, মোবাইল নম্বর, জীবিকার বিস্তারিত নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

মালদার জেলা শাসককে তিনি বলেন, 'মালদাতেই দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন।' সার্বিকভাবে পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কোথাও যেন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না হয়। আইবি-কে সক্রিয় হতে হবে। ভিলেজ পুলিশ এজন্যই তৈরি করা হয়েছিল।' পুলিশের ভূমিকাতে অনেকবারই অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিই পুলিশমন্ত্রী।

কিন্তু কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ রায় বসুনিয়া ভারী যানবাহন চলাচলে গ্রামের রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করায় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকেই কার্যত তাঁর ধমক খেতে হয়েছে। তিনি কড়া ভাষায় বলেছেন, 'বলতে বলতে আমার জিভ ক্ষয়ে গেল, আর কতবার বলব। কেন্দ্র টাকা দেয় না। তবুও আমরা গ্রামে রাস্তা বানাচ্ছি। আর ভারী ট্রাক ঢুকে সেই রাস্তা খারাপ করে দেবে! পুলিশ কী করছে? আর কবে ব্যবস্থা নেবে?'

অস্বস্তিতে পড়ে রাজীব কুমার 'আমি এটা দেখছি ম্যাম' বললেও তাঁর রাগ পড়েনি। ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম নিয়েও সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ভোটার তালিকা নিয়ে কাজ করা সবাই খারাপ নয়, কিন্তু কম্পিউটারে যাঁরা নাম তুলছেন তাঁদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজন। সর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে।'

প্রশাসনিক বৈঠকে তাঁর আরেকটি কড়া বার্তা ছিল ভেজাল ওষুধ নিয়ে। তিনি বলেন, 'গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, সেটা দেখতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

মমতা উবাচ

দাঙ্গা নয়
দাঙ্গা হচ্ছে কেন? অপারেশন দাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকুন, কেউ করলেই আমাকেও করতে হবে?

পুলিশেও গ্রুপবাজি!
তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাও, তা হলে কী হবে? সে কাজ করতে চায়, তবু কাজ করতে দেবে না, এ আবার কী?

গ্রামের রাস্তায় ট্রাক কেন?
রাজীব, আমি কতবার বলব এক কথা? হাউ মেনি টাইমস? এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তায় ট্রাক ঢোকাবে, সেটা চলবে না। আইসি-রা কী করছে?

ঢুকছে ভেজাল ওষুধ
গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেজাল ওষুধ এসেছে। সেগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, তা দেখতে হবে।

ওরা কারা?
বাইরে থেকে ঢুকে অনেকে ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের তথ্য নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দলের অনেকের সঙ্গেও এটা হয়েছে। কেউ চট করে কাউকে কোনও ডিটেলস দেবেন না।

সাবধান থাকুন
সাবধান থাকতে হবে। বাইরে থেকে এসে কোনও জঙ্গি যেন শেলটার নিতে না পারে।

আরও বিপাকে চাকরিহারারা। একই দিনে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশে বিপাকে পড়লেন তাঁরা। একদিকে যেমন আন্দোলন নিয়ে কড়া কথা শুনিয়েছে হাইকোর্ট, তেমনই 'অযোগ্য'-দের ফের পরীক্ষায় বসতে দিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট।

র‍্যাংক জাম্পে পরীক্ষার সুযোগ নয়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২১ মে : একে তো অনিশ্চিত চাকরি। তার ওপর একদিনে জোড়া বিড়ম্বনা নামল আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের ওপর। দুটি বিড়ম্বনাই আদালতের নির্দেশে। প্রথম নির্দেশটি সুপ্রিম কোর্টের। যাতে র‍্যাংক জাম্প করে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কার্যত থমকে গেল। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বুধবার স্পষ্ট জানিয়ে দিল, র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্ত শিক্ষকরা আর নতুন নিয়োগ পরীক্ষা হলেও তাতে অংশ নিতে পারবেন না। তাঁদের আর কোনও সুযোগই দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত কলকাতা হাইকোর্টের আরেক নির্দেশ বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষকদের আরেক অস্বস্তির কারণ হয়ে গেল। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বুধবার চাকরিহারাদের কার্যত সতর্ক করে বলেন, 'আপনারা শিক্ষক। শিক্ষকসুলভ আচরণ করুন। আদালত আপনাদের যন্ত্রণা অনুভব করছে। তবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত।'

ধর্না নিয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাতে বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না। ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে। একদিনে এই দুই ধাক্কা চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চয়তায় ফেলে দিল।

র‍্যাংক জাম্প করে নিযুক্তরা যদি আর পরীক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে তাঁদের আর শিক্ষকের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের কারণে প্রকৃত মেধাবীদের নিয়োগও বাতিল হয়ে গিয়েছিল শীর্ষ আদালতে। বুধবারের নির্দেশে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিকাশ ভবনের সামনে ধর্নারত যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'ওরা তো অযোগ্যই। অযোগ্যদের চাকরি যাওয়াই তো স্বাভাবিক। তবে যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে ভাবতে অনুরোধ করব।'

এরপর দশের পাতায়

আদালতের নির্দেশ

- বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত 'অযোগ্য'। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই
- বুধবার থেকেই আর একসঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ জনের বেশি ধর্নায় বসতে পারবেন না
- ধর্নাও বিকাশ ভবনের একদম সামনে থেকে সরাতে হবে
- সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও ভাঙচুর, পুলিশের ওপর আক্রমণ, সরকারি আধিকারিকদের কাজে বাধা ইত্যাদি মেনে নেবে না আদালত

অল্পের জন্য রক্ষা পেল দিল্লি-শ্রীনগর বিমান। খারাপ আবহাওয়ার জেরে বিমানের অবতরণে সমস্যা তৈরি হয়। যদিও পাইলটের দূরদর্শিতায় নির্বিঘ্নেই সেটি রানওয়ে ছোঁয়। বিমানটিতে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন সহ তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল। ›› খবর দশের পাতায়

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা প্রতিবেশীর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ মে : নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। পাশের ঘরে থাকা ঠাকুমা টের পেতেই চিৎকার শুরু করেন। অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যায় প্রতিবেশীদের হাতে। চলে উত্তমমধ্যম।

খবর পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায়। রাত একটার পর ঘটনাস্থলে এসে উত্তেজিত জনতার থেকে ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় আনে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। বুধবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এক পুলিশ আধিকারিক জানালেন, পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এনজেপি থানা এলাকায় বাড়ি নাবালিকার। বাবা পেশায় গাড়িচালক। কর্মসূত্রে থাকেন সিকিমে। তার মা কয়েকদিন আগে বিহারে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছেন। ঘটনার সময় নাবালিকা ও তার ঠাকুমা ছিলেন বাড়িতে। পাশাপাশি দুই ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। অভিযুক্ত দরজা ঠেলে ঢোকে ভেতরে।

জেল হেপাজত

- বাবা থাকেন সিকিমে, মা গিয়েছেন আত্মীয়ের বাড়ি
- বাড়িতে ছিল নাবালিকা ও তার ঠাকুমা
- রাতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ
- ঠাকুমার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা আসেন
- অভিযুক্তকে ধরে গণধোলাই, পরে গ্রেপ্তার

প্রতিবেশীদের দাবি, ছোট থেকে মেয়েটির কথায় জড়তা। শ্রবণশক্তি দুর্বল। সেই সুযোগে নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত। এদিন সকালে এনজেপি থানায় দাঁড়িয়ে নির্যাতিতার ঠাকুমা বললেন, 'আমি পাশের ঘর থেকে নাতনির আর্তনাদ শুনতে পেয়ে চিৎকার শুরু করি।' প্রতিবেশী এক ব্যক্তির কথায়, 'আমরা চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, নাবালিকার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ওর গলায়, গালে স্পষ্ট ছিল কামড়ের দাগ। অভিযুক্তের কঠিন শাস্তি চাই।' একই দাবি বাকি স্থানীয়দের।

ঘটনা জেনে এদিন বিহার থেকে বাড়ি ফেরেন নাবালিকার মা। মেয়েকে কাছে টেনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ক্ষোভ ঝরে পড়ছিল তাঁর গলায়, 'ওই প্রতিবেশী তরুণকে আমার মেয়ে দাদা বলে ডাকত। সে যে তার এমন সর্বনাশ করার ফন্দি এঁটেছিল, তা কোনওদিন ভাবতে পারিনি।'

অভিযুক্তের সংসারে স্ত্রী ছাড়াও দুই সন্তান রয়েছে। দিনকয়েক আগে পরিবারের সবাইকে সে বিহারে আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে একাই ছিল অভিযুক্ত। এদিন ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থানায় যান দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার। নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'মাঝেমধ্যে এ ধরনের ঘৃণ্য ঘটনা সামনে আসছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যেন আর কেউ সাহস না পায়।'

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২১ মে : ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শীর্ষ সিপিআই (মাওবাদী) নেতা নাম্বালা কেশবরাও ওরফে বাসবরাজু রয়েছেন। তাঁর মাথার দাম ছিল দেড় কোটি টাকা। সূত্র অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে আরও রয়েছেন দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির নেতা মধুও।

হত বাসবরাজু

গত ৫০ ঘণ্টা ধরে নারায়ণপুর ও বিজাপুর জেলার সীমানাবর্তী আবুজমাড় অঞ্চলে মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া, বিজাপুর ও কন্দাগাঁও জেলার রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) জওয়ানরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান শুরু করেন। অভিযানে লক্ষ্য ছিল মাওবাদীদের মাড় ডিভিশনের শীর্ষনেতারা।

বাসবরাজু আগে মাওবাদী সংগঠনের সেন্ট্রাল মিলিটারি

এরপর দশের পাতায়

রুদ্ধ নালা, জল বইছে রাস্তায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ মে : কোথাও জল আটকে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরিয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার জল জমে মশার লার্ভা কিলবিল করছে। একাধিক এলাকায় নিকাশিনালা কী জিনিস সেটা বোঝা দায়। বর্ষার আগে শহরের সমস্ত নিকাশিনালা 'বিশেষ অভিযান' করে বাড়তি লোক নিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে বলে দাবি করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু কাগজে-কলমে সব পরিষ্কার হলেও বাস্তব ছবি বলছে অন্য কথা।

একদিকে বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার জন্য মাটি খোঁড়ার জেরে চলতি বর্ষায় শহরবাসীর ভোগান্তির আশঙ্কা বাড়ছে। যা স্পষ্ট হয়েছে বুধবার রাতের মুষলধারার বৃষ্টিতে। রাতেই শহরের অশোকনগর, হাকিমপাড়া, হায়দরপাড়া সহ একাধিক জায়গায় ভেসে যায় রাস্তা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের খোঁচা, 'পুরনিগম শুধু মুখে বড় বড় কথা বলছে। আদতে কাজে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বোর্ড মিটিংয়ে আমরা বলেছিলাম ওই নিকাশিনালা পরিষ্কার করাতে। নেটিং যাতে না করা হয় সেটা বলা হয়েছিল। ওঁরা শোনেননি।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'পাড়ায় পাড়ায় নিকাশিনালাতে আবর্জনা ফেলার প্রবণতা কমেছে। কিন্তু বড় বড় ড্রেনে এখনও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। ব্যবসায়ীরাই আবর্জনা ফেলছেন। আমি জেসিবি দিয়ে একাধিক সময় আবর্জনার বস্তা তুলেছি।'

ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজের জন্য শহরজুড়ে রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। যে কারণে কোথাও রাস্তার মাঝে গর্ত রয়েছে তো কোথাও উঁচু মাটির ঢিপি হয়ে রয়েছে। বৃষ্টি হলেই ওই এলাকাগুলিতে কাদা হচ্ছে। কেবল পাতার পর ঠিকমতো মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে কিছু কিছু এলাকায় ভারী গাড়ির চাকার চাপে গর্ত তৈরি হচ্ছে। ওই গর্তগুলি থেকে গেলে বর্ষায় বড় বিপদ।

হায়দরপাড়ায় রাস্তা যেন পুকুর। বুধবার রাতে। ছবি : সাহানা চক্রবর্তী

এদিকে, শহরের যে নিকাশিনালা দিয়ে সমস্ত জল মহানন্দায় গিয়ে পড়ে সেগুলির হালও বেহাল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর মোড় এলাকায় বড় ড্রেনের অবস্থা বেহাল। নিকাশিনালায় থাকা পলিথিন কিংবা আবর্জনা যাতে নদীতে না পড়ে তার জন্যে নিকাশিনালাগুলিতে নেটিং করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু এই নেটিংই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাধিক নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার হচ্ছে না। যে কারণে আবর্জনায় নিকাশিনালার মুখ আটকে জলও যাচ্ছে না।

এরপর দশের পাতায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-Tender Notice NIT SL No.-23 & Tender Reference No : AGRI/MLD/e-NIT-13/2025-26 Date-21/05/2025 for Civil Works. Tender ID :- 2025_DOA_850161. Bid submission date starts from 21.05.2025 at 10.00 A.M. onwards & Bid submission closing date 09.06.2025 at 6.00 P.M. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11 A.M. and 4 P.M. or visit e-tender portal of Govt. of West Bengal.
Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda

পূর্ব রেলওয়ে
চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন., পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর জুন, ২০২৫ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী। নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ: ২০.০৫.২০২৫

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিশন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশন	০৪.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও শিয়ালদহ ডিভিশন	০৫.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	২৭.০৬.২০২৫
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	১৩.০৬.২০২৫	২৪.০৬.২০২৫
৪	হাওড়া ডিভিশন	হাওড়া ডিভিশন	১১.০৬.২০২৫	১৮.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫
৫	আসানসোল ডিভিশন	আসানসোল ডিভিশন	০৩.০৬.২০২৫	১৭.০৬.২০২৫	২৬.০৬.২০২৫
৬	শিয়ালদহ ডিভিশন	শিয়ালদহ ডিভিশন	১২.০৬.২০২৫	২৫.০৬.২০২৫	-
৭	মালদা টাউন ডিভিশন	মালদা টাউন ডিভিশন	০৬.০৬.২০২৫	২৩.০৬.২০২৫	-

STORES-12/2025-26 চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/অ্যাডমিন.
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর (বিজিপি), সুজনিপাড়া (এসপিএলই), নিমতিতা (এনআইএলই) ও নাথনগর (এনএটি) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পার্কিং-০৬-২৫
ক্রমিক নং, লট নং, স্টেশন ঃ (১) পার্কিং-এমএলডিটি-বিজিপি-টিডব্লু-৭১-২৫-১, ভাগলপুর, (২) পার্কিং-এমএলডিটি-এসপিএলই-এমএক্স-৫৩-২৩-১, সুজনিপাড়া, (৩) পার্কিং-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমএক্স-৫৪-২৩-১, নিমতিতা, (৪) পার্কিং-এমএলডিটি-এনএটি-এমএক্স-২১-২২-২, নাথনগর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে (প্রত্যেকটির জন্য)। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-66/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নুন-হলুদে ঘুমের ওষুধ চোরেদের

পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ মে : কথায় বলে, সর্ষের মধ্যে ভূত। তা বলে নুন আর হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ! এই কীর্তিই করে আসছিল এক আন্তঃজেলা দুষ্কৃতীচক্র। খাবারের মধ্যে রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়ার পর সেই খাবার খেয়ে বাড়ির লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখনই চুরি করত তারা। তবে শেষরক্ষা হল না। নাগরাকাটা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সেই চক্রের ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, সেই চক্রে মেখলিগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, মালবাজার, নাগরাকাটা এলাকার কয়েকজন রয়েছে।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা, মেটেলি, ক্রান্তি থানার বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় একাধিক বড় মাপের চুরির ঘটনা ঘটে। তদন্তে নেমে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের নেতৃত্বে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিশ বলছে, এই অপকর্মের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত। আত্মগোপনকারী ওই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।'

পুলিশ বলছে, ধৃত দুষ্কৃতীরা চুরির একটি অভিনব কৌশল নিয়েছিল। চুরির আগের দিন সুযোগ বুঝে টার্গেট করা বাড়ির রান্নাঘরে রাখা নুন বা হলুদের মধ্যে ঘুমের ওষুধ বা মাদক জাতীয় কিছু মিশিয়ে দিত। তা দিয়ে রান্নাবান্নার পর নৈশভোজ শেষে বিছানায় যাওয়ার আগেই ঘুমে ঢলে পড়তেন পরিবারের সকলে। তাঁদের গভীর ঘুমের সুযোগে গভীর রাতে সেরে ফেলা হত অপারেশন। কার্যত বিনা প্রতিরোধে চুরি করে চম্পট দিত দুষ্কৃতীরা। তন্দ্রাচ্ছন্ন করে রাখার ওই ওষুধ বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। যে বাড়িগুলি দুষ্কৃতীদের চুরি করার তালিকায় থাকত সেখানে রীতিমতো রেইকি করে কাজটি করা হচ্ছিল।

তদন্তে নেমে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ দেখতে পায়, চুরি যাওয়া পরিবারগুলির বাড়িঘর যথেষ্ট ভালো। তবে রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে। কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন। আর সবকয়টি ক্ষেত্রেই রান্নাঘরগুলি মূল বাড়ির বাইরে। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছিল চক্রটি। চক্রের মূল চাঁইদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে স্থানীয় এজেন্টও কাজ করত। তারাই খোঁজখবর দিত।

পুলিশ জানাচ্ছে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির ঘটনাগুলির পরপরই প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকার যে সমস্ত বাড়ির রান্নাঘরগুলির পরিকাঠামো ভালো নয় সেখানে সচেতনতা শুরু হয়। গৃহস্থরা নুন, হলুদ সহ রান্নার সামগ্রী সরিয়ে রাখতে শুরু করে।

ছবি : এআই

চুরির নিশানা
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির রান্নাঘর একেবারেই নড়বড়ে
- কোথাও জানলা থাকলে, দরজা ভাঙা বা জীর্ণ
- আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি সঙ্গিন
- সবকটি ক্ষেত্রেই রান্নাঘর মূল বাড়ির বাইরে

"চক্রটিকে চিহ্নিত করা ও গ্রেপ্তারের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রীর কিছুটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা লেগে রয়েছি।"
খান্ডবাহালে উমেশ গণপত
পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি

ঠিকাদারদের বিশেষ সুযোগ
পেভার ব্লক রোডের সরকারি ঠিকাদারি কাজে 50% Partnership চুক্তিতে টাকা লগ্নি করতে ইচ্ছুক। T & C appl. BGPL 9434054095. (C/116527)

NOTICE
Notice is hereby given to Public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring in total 3.23 Acres, in the Plot No. 286 & 287 (R.S.) & (L.R.), recorded in Khatian No. 2814 (R.S.) 2311, 2313, 2317, 2318, 2829 & 2836 (L.R.), Land situated at Nauwapara, Near Canal Road, in Mouza-Binnaguri, Sheet No.09 (R.S.) & (L.R.) J.L. No. 03, P.S. New Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., from **Sri Lalit Marda & Sri Sushil Marda** S/o Mr. Jiwan Ram Marda of Naya Bazar, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar- 734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Rahul Agarwal** S/o Sri Mahesh Kr. Agarwal of Sevoke Road, Siliguri, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Kallol Roy** S/o Late Khitish Chandra Roy of Mother Terisa Sarani, P.O. & P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Sri Subhankar Saha** S/o Sri Ratan Saha Nibedita Road, P.O. & P.S. Pradhan Nagar, Dist. Darjeeling, W.B., **Sri Anil Kumar Agarwal** S/o Sri Chhaju Ram Agarwal of Punjabi Para, P.O. Sevoke Road-734001, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, W.B., **Smt. Kabita Mondal Malakar** W/o Biswajit Malakar of APC Sarani, Deshbandupara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B., **Smt. Bhaswati Majumdar** W/o Sri Nihar Majumdar of Sri Pally, Kathaltola, Road No. 01, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Jalpaiguri, Dist. Jalpaiguri, W.B., The said Sale shall be confirmed by the legal heirs of **Late Radha Kishan Kanu @ Gupta** S/o Late Nathuni Ram Kanu of M.R. Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, W.B. If any person/persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned address within 15 (Fifteen) days of these notice.
Yours Faithfully,
(RAJESH KUMAR AGARWAL)
ADVOCATE
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling,
Cell-9832093380, 9434093380

কর্মখালি
অলরাউন্ডার ম্যানেজার ও কুক (হোটেল), মল-এর জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। Gangtok. 94341-17292. (C/113357)
•
শিলিগুড়ি ফুলবাড়ি পাইস হোটেলের জন্য কর্মঠ যুবক চাই। থাকা, খাওয়া সহ মাহিনা 10,000. ফোন -7908742879. (C/110987)

আচার্য/আচার্যা নিয়োগ
রায়গঞ্জ, সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য আচার্য-আচার্যা নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আগামী ৩১/০৫/২০২৫, শনিবার। সময়- সকাল ১০.৩০ মিঃ। যোগ্যতা- B.Sc বা তদুর্ধ্ব (D.El. Ed/ B.Ed -প্রশিক্ষণ আবশ্যিক)। (C/116529)

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোক করাই। (M) 79086-31473. (C/113357)

বিক্রয়
3 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে 1056 sq.ft. (সম্পূর্ণ সজ্জিত) 2nd floor front side গ্যারাজ সহ। শিলিগুড়ি অরবিন্দপল্লি বরদাকান্ত হাইস্কুলের নিকট। লিফট নেই। (M) 82501-58252. (C/116357)

অ্যাফিডেভিট
D.L. No - WB6920050000365-এ ভুল নাম থাকায় ১৫/০৫/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Haripada Madak, থেকে Haripada Modak হলাম। Haripada Madak এবং Haripada Modak হলাম একই ব্যক্তি। (C/115573)

বাধ না মানা শৈশবের আনন্দে।। কোচবিহারের তোর্ষা নদীর পাড়ে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

রক্তদান ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং

বাগডোগরা, ২১ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, উত্তরবঙ্গ দার্শনিক পরিষদ, শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় ও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং কর্মশালা। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে হওয়া ওই আয়োজনে জলপাইগুড়ি মহারাজা অগ্রসেন লায়ন্স ম্যাগনাম ব্লাড সেবাও সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে এদিন বিভাগে একটি কেরিয়ার কাউন্সেলিং শিবিরও আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত হওয়ার নানান দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। এদিন রাইস এডুকেশন, ফ্রাঙ্কফিন, জিডি গোয়েঙ্কা হেলথকেয়ার অ্যাকাডেমি ও বন্ধন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শাখা) প্রভৃতি সংগঠন উপস্থিত ছিল।

এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কান্তিলাল দাস বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ 'ন্যাক' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়াও 'রক্তদান জীবনদান' এই বার্তা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি পালিত হল।' বিভাগের এক অধ্যাপিকা দীপা ভট্টাচার্য মণ্ডল জানান, এই উদ্যোগে ভালো সাড়া মিলেছে।

NARCOTICS CONTROL BUREAU
SILIGURI ZONAL UNIT
E-mail: slgzu-ncb@gov.in
Appointment of Public Prosecutor for Narcotics Control Bureau on contract basis (at NCB Siliguri Zonal Unit)
Applications are hereby invited from eligible Advocates for appointment as Public Prosecutor (PP) in Narcotics Control Bureau, at Siliguri Zonal Unit on contract basis. The eligibility criteria and other details are available on website of Narcotics Control Bureau, www.narcoticsindia.nic.in. The eligible advocates may apply in the requisite Proforma by 25.06.2025, by email at slgzu-ncb@gov.in.
Zonal Director

উত্তর পূর্ব রেলওয়েতে ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ
ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনৌ ডিভিসনে জফরাবাদ-অযোধ্যা ক্যান্ট. শাখায় জাফরগঞ্জ ও আকবরপুর স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ২৪.০৫.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ২৩ দিন (সপ্তাহে ৪ দিন অর্থাৎ, শনিবার, রবিবার, সোমবার ও বুধবার) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে (সকাল ১১.৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত) ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমতো পথিমধ্যে নিয়ন্ত্রিত হবে : নিয়ন্ত্রণ : • ১৫৭৪৩ বালুরঘাট-ভাটিন্ডা জংশন ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। • ১৩০০৯ হাওড়া-যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০৫, ২৪.০৫, ২৫.০৫, ২৭.০৫, ৩০.০৫, ৩১.০৫.২০২৫, ০১.০৬, ০৩.০৬, ০৬.০৬, ০৭.০৬, ০৮.০৬, ১০.০৬, ১৩.০৬, ১৪.০৬, ১৫.০৬, ১৭.০৬, ২০.০৬, ২১.০৬, ২২.০৬, ২৪.০৬, ২৭.০৬ ও ২৯.০৬.২০২৫) পথিমধ্যে ২ ঘণ্টার জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

প্ল্যানেট আর্থ : টু সন্ধে ৭.১৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দাদাঠাকুর, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ কে তুমি নন্দিনী, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ গোলেমালে পিরিত কোরো না
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বিয়ের লগ্ন, বিকেল ৪.২০ হার জিত, সন্ধে ৭.৩০ দেবা, রাত ১০.২০ জোর
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.০০ মেজবউ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ বৌমার বনবাস, ১.১০ হারানো প্রাপ্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আপন পর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সপ্তমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩১ ভীমা, দুপুর ২.২১ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.৩০ আচার্য্য, সন্ধে ৭.৫৫ অখণ্ড, রাত ১১.০৮ চেন্নাই ভার্সেস চায়না
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১২.০০ চান্স পে ডান্স, ২.১৫ এক্সকিউজ মি, বিকেল ৪.৪৫ খিচড়ি-দ্য মুভি, সন্ধে ৬.৪৫ টিউবলাইট, রাত ৯.০০ সনম রে, ১১.০০ নকশা-আনলক দ্য মিস্ট্রি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১১ স্টেজ অফ সিজ-টেম্পল অ্যাটাক, বিকেল ৪.২০ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, সন্ধে ৭.০৬ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, রাত ৯.০০ সত্যপ্রেম কি কথা, ১১.২৮ বদলাপুর
মুভিজ নাউ এইচডি : দুপুর ১২.০০ টুম্ব রেইডার, ১.৫৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, বিকেল ৩.২৫ আই রোবট, ৫.১৫ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ আইস এজ : কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ১০.১০ ফাইনাল স্কোর, ১১.০৫ ট্রেসার্স

মেগ-টু : দ্য ট্রেঞ্চ রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ এইচডি**

বোঝেনা সে বোঝেনা রাত ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

রেড অ্যাপল ডেজার্ট এবং **চিহাল কাবাব** তৈরি শেখাবেন গীতা দেবনাথ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

ক্যারাটের বাংলা দলে আলিপুরদুয়ারের তিন

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ মে : ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ারের তিন স্কুল পড়ুয়া। শুভাঙ্গি রায়, শ্রীপর্ণা পাল ও অমিত সাহা নামে ওই তিন খেলোয়াড় সম্প্রতি কলকাতায় ন্যাশনাল খেলার বাছাই পর্বে নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১১ থেকে ১৫ জুন উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে তারা ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদান করবে। মঙ্গলবারই তারা কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ারে ফিরেছে। খেলায় বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনজনেই উচ্ছ্বসিত। তবে এখন তাদের মূল লক্ষ্য ন্যাশনালে ভালো খেলা। তাদের এই সাফল্যে অন্যান্য ক্যারাটে শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষক সহ পরিবার সকলেই বেশ খুশি।

তিনজনের মধ্যে শুভাঙ্গি এই নিয়ে পঞ্চমবার ন্যাশনাল খেলার সুযোগ পেল। প্রথম সুযোগ আসে ২০১৯-এ। ২০২৩-এর দিল্লি ও দেরাদুনে ন্যাশনালে সে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। আলিপুরদুয়ারের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা শুভাঙ্গি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। তবে তার ধ্যানজ্ঞান হল ক্যারাটে। চার বছর বয়সে শ্যাডো ফাইটিং থেকে তার শেখার শুরু। শুভাঙ্গি জানাল, প্রতিদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা করে সে অনুশীলন করে।

২০১৫ ও ২০১৮ সালে ডুয়ার্স কাপে কাতা ও কুমি বিভাগে সে সোনা জেতে। পাশাপাশি ২০১৯-এ কলকাতায় পঞ্চম ইন্টারন্যাশনাল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপেও কাতা ও কুমি বিভাগে সোনা পেয়েছে। শুভাঙ্গি ২০১৭ সালে ব্ল্যাকবেল্টের প্রথম ডিগ্রি এবং ২০২১-এ দ্বিতীয় ডিগ্রি পেয়েছে। শুভাঙ্গির কথায়, 'এবার নির্বাচিত হওয়ার আগেই খুব উৎসাহিত ছিলাম। তবে একটু ভয়ও ছিল। যখন সোনা পেলাম তখন বাবার কথা মনে পড়ছিল। এই সুযোগে আমার প্রশিক্ষকের গুরুত্বও অপরিসীম। শুভাঙ্গির মা চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ও চান মেয়ে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করুক। তবে ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বেস্ট প্লেয়ার ও অলিম্পিকে সোনা জেতার স্বপ্ন দেখে সে।

অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা এলাকার বাসিন্দা শ্রীপর্ণা পাল এই প্রথম ন্যাশনাল খেলবে। সুযোগ পেয়ে সে উচ্ছ্বসিত। শ্রীপর্ণা বলে, 'প্রথমে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বাড়ি থেকে ক্যারাটেতে ভর্তি করিয়েছিল। তারপর এটা ভালো লেগে যায়। আমি পাঁচ বছর ধরে ক্যারাটে শিখছি।' ২০২২-এ ইস্ট জোন ক্যারাটেতে এবং বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে দু'বার শ্রীপর্ণা সোনা জিতেছে। তার বাবা সুরঞ্জিত পাল ও মা সুতপা পাল মেয়ের সাফল্যে খুশি।

এছাড়া তার কোচ চন্দন দেবনাথও উচ্ছ্বসিত। বড় হয়ে আইএএস হতে চায় ওই পড়ুয়া।

আরেক প্রতিযোগী অমিত সাহা এনিয়ে দ্বিতীয়বার ন্যাশনাল খেলতে যাবে। আগেরবার সে তৃতীয় রাউন্ডে উঠে আর এগোতে পারেনি। এবার সে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। শোভাগঞ্জের বাসিন্দা অমিত তিন বছর ধরে ক্যারাটে শিখছে। সে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করে। অমিত এর আগে সিকিম ও ডুয়ার্স কাপে সোনা পেয়েছে। অমিত বলে, 'আমি নিজের সেরাটা দেব। ভবিষ্যতে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমি দেশের সেবা করতে চাই।' মা অণিমা সাহাও এবার ছেলের সাফল্য নিয়ে আশাবাদী। সুভাঙ্গি ও অমিতের কোচ সুমন্ত দাসও চান, তাঁর দুই খেলোয়াড় আরও এগিয়ে যাক।

শ্রীপর্ণা পাল, অমিত সাহা ও শুভাঙ্গি রায়।

মূর্তি বসাবে পঞ্চায়েত

পতিরাম, ২১ মে : ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত। জেলা পরিষদ মার্কেটের সামনেই বসানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি। সম্পূর্ণ উদ্যোগটি পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে বাস্তবায়িত হবে।

এছাড়া রানিবাজার মার্কেট এলাকার নেতাজির মূর্তিটিও সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'সবকিছু এখনও পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি কী কী করা সম্ভব'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। বন্ধুর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। **বৃষ :** উচ্চশিক্ষার্থীদের আশানুরূপ সাফল্য মিলবে। লটারি সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মিথুন :** স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। **কর্কট :** কর্মপ্রার্থীরা খুব ভালো সুযোগ পেতে পারেন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সুফল পাবেন। **সিংহ :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে। অসতর্কতায় ছোটখাটো আঘাত লাগতে পারে। **কন্যা :** সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুফল লাভের সম্ভাবনা কম। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। **তুলা :** কোনও নিকট আত্মীয়ের দ্বারা চাকরি নিয়ে প্রতারিত হতে পারেন। রক্তচাপ সমস্যায় ভোগান্তি। **বৃশ্চিক :** পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসার সম্ভাবনা। **ধনু :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। লটারি বা ফাটকায় প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মকর :** দীর্ঘমেয়াদি কোনও মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। **কুম্ভ :** ব্যবসায়িক কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **মীন :** পারিবারিক কোনও সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২, ভাঃ ১ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে, ২০২৫, ৭ জেঠ, সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।১১। বৃহস্পতিবার, দশমী রাত্রি ৮।৩৫। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ১।৪০। বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধ্যা ৬।২০। বণিজকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৩৫ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৪০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ২।৫৩ গতে ৬।১১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৪ গতে ১২।৫৫ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৯।৩৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৯।৩৪ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর ত্রকোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব দিবস(২২ মে)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৪৮ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।১০ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪০ গতে ৬।১১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।৩০ গতে ৪।৫৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নেতা-পুলিশকে দাওয়াই মমতার

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভায় বুধবার একদিকে যেমন পুলিশকে ধমকালেন, পাশাপাশি কোন্দল ভুলে দলীয় নেতাদেরও মিলেমিশে কাজের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এদিন সরব হন পুলিশের গ্রুপবাজি নিয়ে। পাশাপাশি অসন্তোষ প্রকাশ করেন একাংশ নেতার কাজকর্ম নিয়েও।

মুখ্যসচিবকে দিল্লি যাওয়ার নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির সময় রাজ্যকে যে টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল, তা দেয়নি কেন্দ্র। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া দার্জিলিং চা, ইকো সেনসিটিভ জোন সহ বেশকিছু বিষয়ে তিনি দ্রুত মুখ্যসচিবকে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন। বুধবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং চায়ের প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বলেন, 'নেপালের খারাপ চা সস্তায় এপারে চলে আসছে। কেননা ওদের চা রপ্তানিতে কোনও কর দিতে হয় না। তাহলে আমরা কেন রপ্তানির সময় ৪০ শতাংশ কর দেব? নেপালের খারাপ চা দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ক্ষতি করছে। নেপালের চা দার্জিলিং চা হিসাবে ব্র্যান্ডিং করে বিক্রি করছে। শ্রম দপ্তরও বিষয়টা দেখছে।' মুখ্যসচিবকে মমতা বলেন, 'এটা নিয়ে কড়াভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন।'

মমতা বলেন, 'মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকা ইকো সেনসিটিভ জোনে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা নিয়ে অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অবিলম্বে দিল্লিতে গিয়ে এ নিয়ে কথা বলুন।' মমতার বক্তব্য, 'ফরাক্কায় বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জলবণ্টন চুক্তির সময় রাজ্যকে ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা হয়েছিল। তখন জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেই টাকাও রাজ্য পায়নি।' এ বিষয়েও মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে গিয়ে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ২১ মে : খড়িবাড়ির জোড়পাকুড়িজোত এলাকায় বুধবার দুপুরে তাপস বর্মন (৩২) নামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের জেরে ওই তরুণ আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হবে। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চা দিবস

চোপড়া, ২১ মে : চোপড়ার দাসপাড়ায় বুধবার স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক চা দিবস পালন করা হয়। পাশাপাশি চা চাষিদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। এফএসএসএআই-এর আধিকারিক বিনয়কুমার কোনাই, ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহেফুজ আহমেদ প্রমুখ ছিলেন।

রক্তদান

বাগডোগরা, ২১ মে : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বাগডোগরা থানার তরফে বুধবার থানায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। থানার ওসি পার্থসারথি দাস জানিয়েছেন, এদিন ৫৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পার্থসারথি আরও বলেন, 'এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কলকাতা ফেরার জন্য পুলিশকর্মীদের ডিউটি ছিল। তার মধ্যেও অনেকেই রক্ত দিয়েছেন।'

তিরঙ্গা যাত্রা

বাগডোগরা, ২১ মে : অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য ভারতীয় সামরিক বিভাগকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুধবার বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটির তরফ থেকে তিরঙ্গা যাত্রা করা হয়। বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ বলেন, 'এদিন হালের মাথা থেকে যাত্রা শুরু হয়ে চড়ক

> উনি (চন্দন দাস) হেডকোয়ার্টার দেখেন। অথচ তুমি (দ্যুতিমান ভট্টাচার্য) তাঁকে কোনও কাজ দাও না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নিচ্ছ। *-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

গ্রুপবাজি করায় এসপি-কে ধমক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ মে : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পাশাপাশি তিনি পুলিশমন্ত্রীও। কিন্তু সেই পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে তিনি যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কোথাও 'গ্রুপবাজি' আবার কোথাও 'টাকা খাওয়া' নিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন। বুধবার শিলিগুড়িতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার জেলা পুলিশকে কার্যত হুঁশিয়ারি দেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তুলেছেন। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের দিকে তাঁর অভিযোগের তির। অন্যদিকে, বড় লরি যাতায়াতের জন্য গ্রামীণ এলাকার রাস্তা ভেঙেচুরে যাচ্ছে বলে এদিনের বৈঠকে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বারবার বলেছি গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে লোডেড ট্রাক যাবে না। কেন পুলিশ এটা করছে না? এক কথা কতবার বলব? এটা পুলিশের দায়িত্ব। কেউ টাকা খেয়ে গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ট্রাক ঢোকাবেন না।'

গত ২ জানুয়ারি প্রশাসনিক বৈঠকে কোচবিহার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। বুধবারও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। একাধিক ইস্যুতে তিনি পুলিশের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন। সভামঞ্চেই পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তবে ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) সেখানে ছিলেন না। কেন তাঁকে বৈঠকে আনা হয়নি বলে মমতা প্রশ্ন তোলেন। এরপর তিনি পুলিশ সুপারের উদ্দেশে বলেন, 'উনি (চন্দন দাস) হেডকোয়ার্টার দেখেন। অথচ তুমি (দ্যুতিমান ভট্টাচার্য) তাঁকে কোনও কাজ দাও না। তোমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নিচ্ছ।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ওনাকে কাজে লাগাবে। শীতলকুচি, দিনহাটা, বর্ডার এরিয়ায় কাজে লাগাও। উনি কাজ করতে চান, তুমি করতে দাও না। পুলিশ কি নিজেদের মধ্যে গ্রুপ করে নাকি? আমরা পলিটিক্যাল লোকেরা বেশি গ্রুপ করি। এতদিন তাই জেনে এসেছি।'

চন্দন দাস ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (ট্রাফিক) দায়িত্ব সামলেছিলেন। এরপর তিনি অন্যত্র বদলি হয়ে যান। পরবর্তীতে ২০২২ সালের এপ্রিলে ফের কোচবিহারে ডেপুটি পুলিশ সুপারের (সদর) দায়িত্ব নিয়ে কাজে যোগ দেন। কিন্তু পুলিশের অন্দরে 'লবি' তৈরি করে তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেভাবে কাজ করতে দেওয়া হত না। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁকে 'বসিয়ে রাখা' হত। যদিও এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে চন্দন সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ফোন তোলেননি।

কোথায় ক্ষোভ

- পুলিশের কাজকর্ম নিয়ে তিনি যে মোটেও সন্তুষ্ট নন তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন
- কোথাও 'গ্রুপবাজি' আবার কোথাও 'টাকা খাওয়া' নিয়ে তিনি পুলিশের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দেন
- ডেপুটি পুলিশ সুপার (সদর) চন্দন দাসকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

রেষারেষি ভুলে হাত মেলানোর বার্তা

ভোটের প্রস্তুতিতে নেতাদের নির্দেশ মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গের প্রতিটা জেলায় জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে চোরাস্রোতের মতো বইছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কোনও জেলায় বিধায়ক-প্রাক্তন বিধায়ক, কোথাও একই দপ্তরের বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী। এমনকি শহর-গ্রামীণ নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক 'সু' নয় একেবারে। অতীতে একাধিক নির্বাচনে দলের হারের নেপথ্যে রেষারেষি অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। পরিস্থিতি অজানা নয় দলনেত্রীর। বছর ঘুরলে বিধানসভা ভোট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে উত্তরের আটটি জেলার ৫৪টি আসনের গুরুত্ব বিলক্ষণ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই জনপ্রতিনিধিদের হাত মিলিয়ে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

বুধবার কলকাতায় ফেরার আগে উত্তরকন্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে চায়ের টেবিলে এই পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আগামী কয়েকমাস সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো, অজানা-অচেনা লোককে এলাকায় দেখলে স্থানীয় থানাকে জানানো এবং চোখ-কান খোলা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কে আসছেন, কতদিন থাকছেন ইত্যাদি নজরে রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনদিনের সফরের শেষদিনে দুপুরে উত্তরবঙ্গের আট জেলাকে নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা সরাসরি উত্তরকন্যায় উপস্থিত ছিলেন। তারপর দলের জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, সভাধিপতি, শিলিগুড়ির মেয়র, বিভিন্ন পুরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের আলাদাভাবে ঘরে ডেকে নেন নেত্রী। সেখানে তিনি সকলের সঙ্গে বসে চা পান করেন, প্রত্যেকের শারীরিক খোঁজখবরও নিয়েছেন।

> শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি- সর্বত্র দলের কোন্দল নিয়ে চিন্তিত তৃণমূল। প্রতিটি জেলায় তিন-চারটে করে গোষ্ঠী সক্রিয়। তারা নিজেদের মতো করে দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে বলে অভিযোগ। এতে অতীতেও ভোটবাক্সে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, আবারও পড়ার আশঙ্কায় শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই এদিন সবাইকে একসঙ্গে ভোটের প্রস্তুতিতে নামার নির্দেশ দিলেন মমতা।

'চায়ে পে চর্চা'-তে মমতা সীমান্ত নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। বলেন, 'শুধু প্রশাসন সব করবে, তা হয় না। আপনাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সবাই ভোটার তালিকা নিয়ে ভালোভাবে কাজ করুন। বাইরের কেউ এসে এখানে ভোটার তালিকায় নাম তুলছেন কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।' মমতা এ-ও বলেন, 'অনেক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে একবার ভোট দেন, আবার অন্য রাজ্যেও দিচ্ছেন। এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সূত্রের খবর, ভোট প্রক্রিয়ায় জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ওপর কিছুক্ষেত্রে নজরদারি প্রয়োজন, মমতা তেমনটাই এদিন বলেছেন জনপ্রতিনিধিদের। তাঁর বক্তব্য, 'সবাই নয়, দু'একজন ভোটার তালিকায় কিছু করলেও করতে পারে। কোথাও কোনও অভিযোগ পেলে পুলিশ-প্রশাসনকে জানাতে হবে।'

রব্বানির 'কাজে' রুষ্ট

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২১ মে : মন্ত্রী গোলাম রব্বানি যে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুডবুকে নেই বুধবার কার্যত তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। খোদ মমতা উত্তরকন্যা থেকে ভার্চুয়ালি রব্বানিকে কড়া সুরে 'ভাষণ বেশি না দিয়ে জেলা ভালো করে দেখার' নিদান দিয়েছেন। পাশাপাশি এদিনকার সভা থেকে চোপড়ার বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা চেয়ারপার্সন হামিদুল রহমানকে সীমান্ত লাগোয়া এলাকা সহ গোটা জেলা ভালো করে দেখার পরামর্শও দিয়েছেন।

তাহলে কি হামিদুলকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন মমতা? বিষয়টি নিয়ে জেলার রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সদ্য দলের সাংগঠনিক রদবদলে জেলায় চেয়ারপার্সনের নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন হামিদুল। দায়িত্ব পাওয়ার সাতদিন কাটতে না কাটতেই উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মমতা যে সুরে এদিন কথা বলেছেন, তাতে তিনি যে রব্বানির ওপর অসন্তুষ্ট তা প্রকট হয়েছে। সঙ্গে মমতার হামিদুলে ভরসা নিয়ে খোদ দলের অন্দরেই গুঞ্জন চরমে। এই মর্মে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে রব্বানিকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। অন্যদিকে, হামিদুলকে বেশ আপ্লুত মনে হয়েছে। রব্বানিকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের প্রশ্নে হামিদুল কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তাঁর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আস্থার প্রসঙ্গে হামিদুলের প্রতিক্রিয়া, 'আমি দিদির সৈনিক। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি যা দায়িত্ব দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাব।'

এদিনের প্রশাসনিক সভা থেকে মমতার প্রশ্ন, 'ইসলামপুর ও চোপড়া বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে কোনও লোক ঢুকছে না তো? অনেকটা খালি আছে। ওখানে কী কোনও সিস্টেম কাজ করছে?' এই সূত্র ধরে মমতা ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী ভার্চুয়াল মিটিংয়ে আছেন কি না, তা জানতে চান। কিন্তু করিম অসুস্থতার কারণে মিটিংয়ে অনুপস্থিত বলে তাঁকে জানানো হয়। এরপরেই মমতা বলে ওঠেন, 'ওখানে হামিদুল আছে?' হামিদুল আছেন জানার পর মমতার সাফ নির্দেশ, 'হামিদুল, ইসলামপুরে একটি জায়গা আছে। যেখান দিয়ে আগেও লোক ঢোকবার চেষ্টা করেছিল। যা আটকানো হয়েছে। ওই এলাকাটা তুমি দেখে রেখো।'

এরপরেই মমতার রোষের মুখে পড়েন রব্বানি। মমতা রাখঢাক না রেখে বলে ওঠেন, 'রব্বানি বেশি ভাষণ না দিয়ে তুমি জেলাটা ভালো করে দেখে রাখো। করিমদা অসুস্থ ফলে ওঁকে বিরক্ত করবে না। হামিদুল আছে। তোমরা সবাই মিলে জেলাটা ভালো করে দেখে নাও।'

গত লোকসভা ভোটে রব্বানির বিধানসভা কেন্দ্র গোয়ালপোখরে তৃণমূলের ফল ভালো হয়নি। লোকসভা ভোটের আগেই সংখ্যালঘু দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী পদ থেকে রব্বানিকে সরিয়েছিলেন মমতা। বর্তমানে রব্বানি অচিরাচরিত শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী।

জোড়াফুল শিবিরের অন্দরেই চর্চা চলছে যে, দপ্তরের নিরিখে রব্বানির গুরুত্ব কমেছে। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন যে সুরে তাঁকে ভাষণ কম, কাজ বেশির দাওয়াই দিয়েছেন তাতে রব্বানি শিবিরের রক্তচাপ যে রীতিমতো বাড়ল, তা নিয়ে সংশয় নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল সভায় রব্বানি সহ প্রশাসনের কর্তারা। বুধবার।

তিন মাস চিকিৎসার পর বুধবার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল 'ঢংগি বাবা'। নেপাল সীমান্তে বাঁ পায়ে গুলি লেগেছিল মাকনাটির। নেপালের ঝাপা জেলার বাহুন্ডাঙ্গিতে হাতিটির চিকিৎসা চলছিল।

দু'পক্ষের সংঘর্ষ

চোপড়া, ২১ মে : চোপড়া অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বুধবার জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে দু'পক্ষের হাতাহাতিতে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় মহম্মদ ফুলবর নামে একজন জখম হয়েছেন। তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এবিষয়ে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনওরকম লিখিত অভিযোগ আসেনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, চোপড়ার বকসিভিটা গ্রামের বাসিন্দাদের দু'পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই একটি জমি কেনাবেচা ঘিরে ঝামেলা ছিল। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান অবশ্য এই ঘটনাকে পারিবারিক সমস্যা বলে দাবি করেছেন।

বসবে নতুন ট্র্যাক, সাজবে পাহাড়ি স্টেশন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ মে : স্টেশনগুলিকে নতুন লুক দেওয়া থেকে স্বল্প দূরত্বের চার্টার্ড টয়ট্রেন, আগামীর পথ চলতে নতুন ট্র্যাকে চলতে চাইছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল (ডিএইচআর)। এই চলার পথে প্রশাসন, পর্যটন ব্যবসায়ী এবং স্থানীয়দের সঙ্গে নিতে চাইছে ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া ডিএইচআর। বুধবার কার্সিয়াংয়ে সদর কার্যালয়ে ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরিতে এমনই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সমস্ত সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হবে দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের জন্য।

ঐতিহ্য ধরে রেখে আধুনিকতার পথে চলতে হবে, অনেক আগেই ডিএইচআর-কে বার্তা দিয়েছে ইউনেসকো। পর্যটনকে সঙ্গী না করলে যে টয়ট্রেনের যাত্রা মসৃণ হবে না, তাও বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে। এবার নতুন পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল ডিএইচআর। বুধবারের বৈঠকে এমনই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিএইচআরের সদর কার্যালয় কার্সিয়াংয়ের এলিসা প্যালেস হলেও টয়ট্রেন প্রসঙ্গে সামনে চলে আসে দার্জিলিংয়ের নাম। এতদিন দার্জিলিংকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সাজিয়েছে ডিএইচআর। আগামীতে দার্জিলিংকে উপেক্ষা না করলেও অবজ্ঞা করা হবে না কার্সিয়াংকে। এলিজা প্যালেসকে সাজিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সুকনা, রংটং, তিনধারিয়ার মতো স্টেশনগুলিকে নতুন লুক দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কী হবে এই স্টেশনগুলিতে? ডিএইচআরের ইতিহাস তুলে ধরতে স্টেশনগুলিতে ফোটো গ্যালারি (সুকনায় ফোটো গ্যালারি রয়েছে), ডিসপ্লে বোর্ড, বাগান তৈরিতে জোর দেওয়া হচ্ছে। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলছেন, 'হেরিটেজ এবং কালচারাল, দুটি বিষয়কে একসঙ্গে রেখে টয়ট্রেনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে রাতারাতি সমস্ত কিছুর পরিবর্তন সম্ভব না হওয়ায় পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে। পর্যটন ব্যবসায়ী, স্থানীয় প্রশাসন ও এখানকার মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলতে চাইছি।'

ভাড়ার কারণে অনেক সংস্থা সমতল থেকে পাহাড় পর্যন্ত চার্টার্ড টয়ট্রেন ভাড়া করতে পারে না। যে কারণে ডিএইচআরের পরিকল্পনায় রয়েছে, কার্সিয়াং-মহানদী, সুকনা-রংটং, রংটং-তিনধারিয়ার মতো স্বল্প দূরত্বের রুটে চার্টার্ড টয়ট্রেন চালানোর। কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ডেইলি প্যাসেঞ্জার চালানোর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে ডিএইচআর। এখন এমন ট্রেন চলে শুধু নিউ জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে। এদিনের বৈঠকে সমস্ত ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পর্যটন ব্যবসায়ীদের তরফে বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। তিনি বলছেন, 'স্থানীয় মানুষ ও পর্যটনকে বাইরে রেখে টয়ট্রেনের প্রসার ও উন্নতি সম্ভব নয়। সেকথাই বৈঠকে জানিয়েছি এবং কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। সমস্ত ক্ষেত্রেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গিয়েছে।'

> হেরিটেজ এবং কালচারাল, দুটি বিষয়কে একসঙ্গে রেখে টয়ট্রেনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে রাতারাতি সমস্ত কিছুর পরিবর্তন সম্ভব না হওয়ায় পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে।
>
> **ঋষভ চৌধুরী,** ডিরেক্টর, ডিএইচআর

রংটংয়ের কাছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বৃষ্টিভেজা বিকেলে।। গজলডোবা সেতুর ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দপাড়ার অরুণিমা চক্রবর্তী।

বিল মেটায়নি স্বাস্থ্য দপ্তর

বকেয়া বেতন, বিক্ষোভ মেডিকেলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ মে : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে আর কতদিন ঠিকঠাক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ, সেখানে কর্মরত ২০০ জনেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক কর্মী চলতি মাসে এখনও অবধি মাইনে পাননি। এঁরা নিরাপত্তা, সাফাই ও হাউস কিপিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

যে বেসরকারি সংস্থাটি সুপারস্পেশালিটি ব্লকে পরিষেবা দেয়, তাদের অধীনে রয়েছেন ওই চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা। সংস্থার তরফে বিল তৈরি করে স্বাস্থ্য ভবনে জমা দেওয়া হলেও ছয় মাস যাবৎ টাকা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরাম ফের মেডিকেলে বিক্ষোভ দেখাল। এর আগে ১৫ মে ফোরামের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। সে সময় বেসরকারি সংস্থাটি বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ হয়নি।

ফোরামের সেক্রেটারি প্রতিমা চক্রবর্তী এদিন বললেন, 'সংস্থার আধিকারিকরা যা বলছেন, তাতে আগামীতে আদৌ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে কি না- জানি না। সংস্থার কর্তাদের কথায় স্বাস্থ্য দপ্তরে অনেক টাকা বকেয়া রয়েছে। কর্মীরা তো সামান্য বেতন পান। সেটার ওপর অনেকের সংসার পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাইনে না পেলে কতজন আর কাজ চালিয়ে যাবেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

> সংস্থার আধিকারিকরা যা বলছেন, তাতে আগামীতে আদৌ সুপারস্পেশালিটি ব্লকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে কি না- জানি না। সংস্থার কর্তাদের কথায় স্বাস্থ্য দপ্তরে অনেক টাকা বকেয়া রয়েছে। কর্মীরা সামান্য বেতন পান।
>
> **-প্রতিমা চক্রবর্তী**
> *সম্পাদক, কনট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরাম*

এদিন চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা প্রথমে ওই সংস্থার ফেসিলিটি ম্যানেজারকে ঘেরাও করেন। পরে তাঁরা মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের দ্বারস্থ হন। তখন সুপার ওই সংস্থাকে চুক্তির কাগজ, বকেয়ার হিসাব সহ প্রয়োজনীয় তথ্য বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁর কাছে জমা দিতে বলেন। পুরো বিষয়টি জানিয়ে একটি চিঠি দিতে বলেন। পাশাপাশি জানিয়ে দেওয়া হয়, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাইনে নিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কোনও ভূমিকা থাকে না। সঞ্জয় আশ্বাস দেন, তিনি এই ইস্যুতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন।

এদিকে সংস্থাটির ফেসিলিটি ম্যানেজার মিঠু সাহার দাবি, 'স্বাস্থ্য ভবন থেকে গত ছয় মাস ধরে বিল বাবদ টাকা দেওয়া হয়নি। বকেয়ার পরিমাণ ১ কোটি টাকারও বেশি। আমাদের সংস্থা আর্থিক সংকটের মুখে। টাকা না পেলে আগামীদিনে কাজ চালিয়ে যেতে সমস্যা হবে। তবে দ্রুত এ মাসের মাইনে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ নির্যাতিতার

শিলিগুড়ি, ২১ মে : আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার এক বধূকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যদিও ওই ঘটনায় বর্তমানে অভিযুক্তের থেকে পুলিশের বিরুদ্ধেই বেশি ক্ষোভ জমে রয়েছে নির্যাতিতার মনে। তবে ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। গোটা ঘটনায় আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির এক পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এছাড়াও এলাকার একটি প্রভাবশালী চক্র বিষয়টি মিটমাট করে নিতে নির্যাতিতার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

নির্যাতিতার বক্তব্য, 'ঘটনার কয়েকদিন পর এক রাতে ওই পুলিশ আধিকারিক আমায় ফাঁড়িতে ডাকেন। আমি রাতে যেতে অস্বীকার করলে তিনি একবার আমায় দেখতে চান বলে অশালীন ইঙ্গিত করেন।' এছাড়াও পুলিশের একাংশ টাকা-পয়সা নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও নির্যাতিতা অভিযোগ তুলেছেন।

অভিযোগ অস্বীকার করে ওই আধিকারিক বলেন, 'আমি কোনওদিনই ওই মহিলাকে ফোন করিনি। টাকা-পয়সার লেনদেনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'আইন মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরাধের ক্ষেত্রে কাউকেই রেয়াত করার বিষয় নেই। নির্যাতিতা যদি কোনওরকম ভয়ে থেকে থাকেন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিতাকে অশালীন মন্তব্য করতেন। গত ১৫ মে বাড়িতে স্বামীর অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত নির্যাতিতার ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা চিৎকার শুরু করতেই দেওয়াল টপকে অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। এরপর লোকজনকে জানানোর অপরাধে অভিযুক্ত গভীর রাতে দলবল নিয়ে এসে নির্যাতিতা ও তাঁর স্বামীকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরদিন ১৬ মে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ প্রথমে সেটা নিতে অস্বীকার করে। এরপর ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং বিধায়ককে জানান নির্যাতিতা। পরে বিজেপি নেত্রীর হস্তক্ষেপে অভিযোগ দায়ের হলেও শুরু থেকেই পুলিশ তদন্তে গাফিলতি করছে বলে অভিযোগ। প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও।

ফের গ্রামে হাতির পাল

লালজিজোতে ধানজমিতে আটকে হাতির দল।

ভয়ে সিঁটিয়ে নকশালবাড়ির চাষিরা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ মে : বোরো ধানের খেতে হাতির হানায় আতঙ্কে নকশালবাড়ির কৃষকরা। ভয়ে আধাপাকা ধানই কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা। বনাঞ্চলে ফেরত পাঠানোর সময় হাতিরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে, নষ্ট করছে খেত। বুধবার নেপাল সীমান্তের লালজিজোত এলাকায় মেচি নদীর প্রান্তে ১২টি হাতি দিনভর দাঁড়িয়ে থাকে। কার্সিয়াং বন বিভাগের টুকরিয়াঝাড় এবং কলাবাড়ি বনাঞ্চলের কর্মীরা সারাদিন হাতিগুলিকে নজরবন্দি করে রাখেন।

এই মরশুমে প্রথমবার মঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ির নেহালজোত, বড় মণিরাম, কেটুগাবুর, কিলারাম, ছোট মণিরাম, ঢাকনাজোত এলাকায় হাতির পাল হানা দেয়। অন্তত ১২০টি হাতি এদিন কলাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের দিকে চলে যায়। মাঝপথে ধানের খেত, ভুট্টাখেতের অনেকাংশ নষ্ট করে হাতিগুলি। রাতে খবর পেয়েই টুকরিয়াঝাড় বনকর্মীরা বেঙ্গাইজোত, ঢাকনাজোতের পথে হাতির পালকে আটকে পুনরায় কলাবাড়ি জঙ্গলের দিকে ফেরত পাঠানোর সময় ফের ঢাকনাজোত, কোটিয়াজোতের বহু ধানখেত নষ্ট হয়। আর এতেই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কৃষকরা। এদিন ঢাকনাজোত এলাকায় আধপাকা ধান কাটতে দেখা যায় কৃষকদের। স্থানীয় কৃষক রাজু সরকার বলেন, 'এই মরশুমে এই প্রথমবার হাতি এলাকায় হানা দিয়েছে। এরপর প্রতি রাতেই লোকালয়ে ঢুকবে। তাই আমরা ঝুঁকি নিতে চাইছি না। যতটুকু ফলন হয়েছে, ততটুকুই বাড়িতে তুলে নিলে বাঁচি।' এদিন ভোরবেলাতেও টুকরিয়াঝাড় বনকর্মীদের স্পেশাল ড্রাইভে নেপাল সীমান্তের সামাজিক বনসৃজন এলাকায় ১২টি হাতি আটকে পড়ে। মাঠে ধান কাটতে কাটতেই ভীত অণিমা সিংহ বলেন, 'এক রাতেই প্রায় তিন বিঘা জমির ধান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এখন প্রতিদিন রাতেই হাতির পাল ধানখেতে ঘুরপাক খাবে। অন্যের জমি বন্ধক নিয়ে ধান লাগিয়েছি। ক্ষতি হলেও কোনও পয়সা পাওয়া যাবে না।' এলাকায় ওয়াচটাওয়ার বসানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা।

টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া জানান, এদিন কলাবাড়ি থেকে হাতির পাল টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের দিকে আসার চেষ্টা করলে তাঁরা তাদের আটকে পুনরায় কলাবাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছেন। হাতির মোকাবিলা করতে কলাবাড়ি ও টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলে দুটি টহলদারি ভ্যান রাখা হয়েছে। কলাবাড়ি বিটের পানিঘাটা রেঞ্জের তরফেও সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

> **ফসল নষ্ট**
> - মঙ্গলবার রাতে ১২টি হাতি কলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের দিকে চলে আসে
> - মাঝপথে ধানের খেত, ভুট্টাখেতের অনেকাংশ নষ্ট করে হাতিগুলি
> - বুধবারও নেপাল সীমান্তের লালজিজোত এলাকায় মেচি নদীর প্রান্তে ১২টি হাতি দিনভর দাঁড়িয়ে থাকে

শুঁড়ে তুলে মাটিতে আছাড়

নকশালবাড়ি, ২১ মে : গোরু আনতে গিয়েছিলেন বছর তেইশের প্রহ্লাদ রাজওয়ার। হাতির হানায় জ্ঞান হারান তিনি। রাতভর অজ্ঞান হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে বনকর্মীরা থাকলেও টের পাননি। সকালে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন এই তরুণ।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেরিভিউ চা বাগানের লোহাসিং এলাকায়। এই বাগানের বাসিন্দা প্রহ্লাদ ১২ নম্বর সেকশনে জঙ্গলের পাশে গোরু আনতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হাতির দলের সামনে পড়ে প্রহ্লাদ। দলের মধ্যে থেকে এক হাতি প্রহ্লাদকে শুঁড়ে তুলে ফের মাটিতে আছড়ে ফেলে। তারপরেই জ্ঞান হারান প্রহ্লাদ।

সারারাত অজ্ঞান, সকালে উদ্ধার

এদিকে, রাত হয়ে গেলেও প্রহ্লাদ বাড়িতে না ফেরায় তাঁর খোঁজ শুরু করেন বাসিন্দারা। কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে বাগানের চৌকিদার কাজের তদারকি করতে গিয়ে প্রহ্লাদকে দেখতে পান। তাঁকে দ্রুত সেখান থেকে উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে প্রহ্লাদ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

যদিও বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে বন দপ্তর। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'রাতে আমাদের কর্মীরা ওই এলাকায় ডিউটিতে ছিলেন। হাতির হানায় কিছু অঘটন ঘটে থাকলে গ্রামবাসীরা কেউ আমাদের খবর দেননি কেন।'

তাঁর সংযোজন, 'বুধবার দুপুরে আমরা ঘটনাটা শুনেছি। সকালবেলাও কেউ খবর দেননি। তদন্ত করে দেখা হবে। তবে ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দেওয়া হবে। আমরা রক্তের বন্দোবস্ত করেছি।' প্রহ্লাদের সুস্থ হয়ে ফিরে আসার আশায় রয়েছে গোটা পরিবার।

দোষীদের শাস্তি চেয়ে মিছিল

শিলিগুড়ি, ২১ মে : দলীয় নেতার ওপর হামলায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বুধবার মিছিল করল ডিওয়াইএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা কমিটি। এদিন অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এয়ারভিউ মোড় হয়ে ফের পার্টি অফিসের সামনে শেষ হয়।

সংগঠনটির অভিযোগ, তাদের ২০তম রাজ্য সম্মেলনের প্রচারে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্রে করে সোমবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন সংগঠনের মুর্শিদাবাদের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হাসমোত শেখ। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, '২১ থেকে ২৩ জুন বহরমপুরে আমাদের সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। সেই প্রচার করতে গিয়ে দলের এক কর্মীকে আক্রান্ত হতে হয়েছে। দুষ্কৃতীরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায়, সেই দাবিতে আমাদের এই মিছিল।'

পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতল শিক্ষা সেলের তরফে বুধবার শিলিগুড়ি থানায় মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লেক্স-পোস্টার ও দলীয় পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বিরুদ্ধেও লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি সুপ্রকাশ রায়ের বক্তব্য, 'রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়ে কারা এভাবে ফ্লেক্স-পোস্টার ছিঁড়ছে, সেটা অবশ্যই পুলিশ তদন্ত করে দেখবে।' তিনি আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে শিলিগুড়ির বিধায়ক যে শব্দ চয়ন করেছেন, আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজনীতিতে বিরোধিতা থাকতেই পারে, তবে তা বলে শব্দ চয়ন কী করা প্রয়োজন, সেটা ভোলা কাঙ্ক্ষিত নয়।'

ধৃত বাংলাদেশি

কালিম্পং, ২১ মে : কালিম্পংয়ের দুরপিন সংলগ্ন এলাকা থেকে বুধবার এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করল কালিম্পং থানার পুলিশ। আবুল সাত্তার মিলন নামে ওই ব্যক্তি রংপুরের বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, আবুল অবৈধভাবে কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে। তবে ঠিক কী কারণে সে এদেশে এসেছে, সেটা এখনও জানা যায়নি।

টুকরো খবর

মাটিগাড়ায় মুখ্যসচিব

বাগডোগরা, ২১ মে : আচমকা উত্তরকন্যায় এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এরপর মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সরকারি বিভিন্ন পরিষেবার কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের জলপ্রকল্পের কাজ দেখেন মনোজ। এরপর পেলকুজোতে আইসিডিএস সেন্টারে যান। আবাস যোজনার কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। বাসিন্দারা ঠিকমতো র‍্যাশন পাচ্ছেন কি না তা জানতে চান মুখ্যসচিব। এরপর কাওয়াখালির সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখেন।

পুলিশ হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২১ মে : বাড়িতে ব্রাউন সুগারের কারখানা চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হল। ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। মঙ্গলবার বানিয়াখালির একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ওয়াহিদুর শেখ ও সোনম শা-কে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার তৈরির জন্য কালিয়াচক থেকে আফিম জাতীয় আঠালো পদার্থ নিয়ে আসা আব্দুল রউফ মোমিনকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : চা পর্যটনের নামে চা বাগানের জমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের বিরোধিতা করে বুধবার দাগাপুর চা বাগানে দার্জিলিং জেলা চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন ও সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু বিক্ষোভ কর্মসূচি করে। বাগানের প্রবেশদ্বারের সামনে এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত সমন পাঠক দাবি না মানা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শিলিগুড়ির আইনজীবীদের চেপে ধরার ছক

বিরোধের পারদ চড়ছে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ মে : মামলা হস্তান্তর নিয়ে জলপাইগুড়ি কোর্টে কাজ করা শিলিগুড়ির আইনজীবীদের অবস্থান জানতে চায় জলপাইগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত থেকে শিলিগুড়িতে মামলা হস্তান্তরের বিরোধিতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তদারকি কমিটি গঠন করেছে তারা। এদিন বারের বৈঠকে ঠিক হয়েছে যে, জলপাইগুড়ি বারের সদস্য শিলিগুড়ির ৬৫ জন আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হবে, যে তাঁরা মামলা হস্তান্তরের পক্ষে না বিপক্ষে। উত্তর পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশন।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত এসটিএফ অর্থাৎ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের সমস্ত মামলা শিলিগুড়ি এসিজেএম এবং অতিরিক্ত জজ কোর্ট (২)-এ করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এসটিএফ মামলা উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলা আদালতগুলিতেই করার দাবিতে উত্তরবঙ্গের সমস্ত বার অ্যাসোসিয়েশনকে সংগঠিত করে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ি বারের বৈঠকে।

বুধবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে বৈঠক।

শিলিগুড়ি বারের ৬৫ জন আইনজীবী জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে মামলা লড়েন বলে তাঁরা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ নিয়েছেন অনেক আগেই। এদিনের বৈঠকে শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের কাছে জানতে চাওয়া হবে, তাঁরা জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে মামলা হস্তান্তরের পক্ষে না বিপক্ষে। মামলা হস্তান্তরের বিরোধিতা করে লেখা রেজোলিউশনে শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের স্বাক্ষর করার আবেদন করা হবে। তাহলেই বোঝা যাবে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শিলিগুড়ির সেই আইনজীবীদের কে কে মামলা হস্তান্তরের পক্ষে আর কে কে বিপক্ষে। এদিনের আলোচনায় অনেক আইনজীবীকে বলতে শোনা গিয়েছে,

এদিন শিলিগুড়ির কিছু আইনজীবীর জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি দুই বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থাকা নিয়েও চর্চা হয় বৈঠকে। শিলিগুড়ির আইনজীবীরা আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে থাকা জলপাইগুড়ি জেলার অংশের মামলাগুলি জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালত থেকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরের দাবি জানিয়েছিলেন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদল শিলিগুড়িতে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

নিমাইজোতে ছড়াচ্ছে দূষণ

বাগডোগরা, ২১ মে : মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমাইজোত মৌজায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। বাসিন্দারা বুধবার ওই প্রকল্পের সামনে বিক্ষোভ দেখান। পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্গন্ধে তাঁরা টিকতে পারছেন না। মশামাছির উপদ্রব বেড়েছে। অনেকে মশাবাহিত রোগের প্রকোপে পড়ছেন।

পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ শাহিদ অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'যেখানে প্রকল্প গড়ে উঠেছে তার ধারেকাছে কোনও বাড়িঘর নেই। পাশাপাশি ওই প্রকল্পে আবর্জনা জমা করা হয় না। সেগুলিকে রিসাইকেল করা হয়। ফলে ওই প্রকল্প থেকে দূষণ ছড়ানোর অভিযোগ ঠিক নয়।' মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বললেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মাটিগাড়া ব্লক বছরখানেক আগে এই প্রকল্প তৈরি করে। মহকুমার ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এটাই ভালোভাবে চলছে। এতদিন কেউ অভিযোগ করেননি। আজ হঠাৎ কেন অভিযোগ করা হচ্ছে।' তবে প্রশাসন যাই বলুক না কেন, বাসিন্দারা নিজেদের দাবিতে অনড়। এলাকার বাসিন্দা শবনম ঠাকুর বলেন, 'এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নয়, জলপ্রকল্প করা হবে বলা হয়েছিল। তাই আমরা আপত্তি করিনি। এখন আমরা দূষণে জর্জরিত।'

হতাশ সরকার পোষিত দুই স্কুল

পড়ুয়া নেই এআই, ডেটা সায়েন্সে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ মে : ২০২৪ সালে শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পর তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় এবং শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং ডেটা সায়েন্সের কোর্স চালু করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো ও শিক্ষা দপ্তরের প্রচারের অভাবে এই দুই বিষয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা এখনও হাতেগোনা। যথেষ্ট সংখ্যক পড়ুয়া দুটি কোর্সে ভর্তি না হওয়ায় দুই স্কুল কর্তৃপক্ষই হতাশ।

কর্মমুখী বিষয়ের ভিতর এআই এবং ডেটা সায়েন্স অন্যতম। পড়ুয়ারা যাতে আধুনিক বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে সেজন্য শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল বলে সংশ্লিষ্ট দুই স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে। তবে দুটি স্কুল কর্তৃপক্ষেরই অভিযোগ, এআই কিংবা ডেটা সায়েন্স নিয়ে পঠনপাঠনের জন্য পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দিতে শিক্ষা দপ্তর এখনও কোনও বন্দোবস্ত করেনি। পড়ুয়াদের সফট কপি কিংবা ফোটোকপি দেখে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। এছাড়া বাজারে এআই কিংবা ডেটা সায়েন্স সম্পর্কিত কোর্সের বাংলা বই না থাকাটাও সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ বললেন, 'এসব কারণে এআই কিংবা ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়তে পড়ুয়ারা আগ্রহী নয়। চলতি বছরে এআই নিয়ে পঠনপাঠনের জন্যে একজনও পড়ুয়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি।' অনেক বেসরকারি স্কুল অষ্টম শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীদের এআই এবং ডেটা সায়েন্স পড়াচ্ছে। এবিষয়ে সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের আগ্রহ নেই কেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে পড়ুয়াদের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা নেই। ওদের মনে আগ্রহ তৈরি করতে এআই তথা ডেটা সায়েন্সের কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে দুজন পড়ুয়া একাদশ শ্রেণিতে এ বিষয়ে ভর্তি হয়েছে।'

সুকনার সেনা পার্কে দেদার ব্লগিং, প্রশ্ন সুরক্ষায়

তমালিকা দে

সুকনা, ২১ মে : ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা গ্রেপ্তারে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশে। হরিয়ানার মেয়েটি কী কী তথ্য পাচার করেছে পাকিস্তানে, দেশের কোথায় কোথায় গিয়েছিল সে, সবই আতশকাচের নীচে।

সুকনা আর্মি ক্যাম্পের ভেতরে থাকা উমাং অ্যাডভেঞ্চার পার্ক ও মধুবন পার্ক এখন ট্রাভেল ব্লগারদের অন্যতম ডেস্টিনেশন। গেটে পরিচয়পত্র দেখিয়ে পার্কের ভেতরে ঢুকে সেখানে চলছে মোবাইলে ব্লগিং। পার্কের ভেতরে থাকা বিভিন্নরকমের খেলনার পাশাপাশি কোথায় সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কোথায় আবাসন, সমস্ত তথ্যই তুলে ধরা হচ্ছে ভিডিওর মাধ্যমে।

ট্রাভেল ব্লগিংয়ের আড়ালে কীভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে গুপ্তচরের কাজ করেছে জ্যোতি, তা দেখে অবাক হচ্ছেন সেনার উচ্চপদস্থ কর্তারাও। ফলে সুকনা আর্মি ক্যাম্পের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় ব্লগারদের এত মুক্ত বিচরণে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। উমাং পার্কে ঘুরতে এসে ব্লগ করতে দেখে শিবমন্দিরের বাসিন্দা আথেয়া প্রধানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, '৩০ টাকার টিকিট কেটে এই অ্যাডভেঞ্চার পার্কে ঢুকেছি। কিন্তু ব্লগ করার জন্য কোথাও কোনও অনুমতি নিতে হয়নি। এমনকি আমি নিজেও ব্লগ দেখেই এখানে ঘুরতে এসেছি।'

পরিবারের সঙ্গে ছুটির দিনে সময় কাটানোর জন্য সুকনা আর্মি ক্যাম্পের ভেতরে থাকা উমাং পার্কটি জনপ্রিয়। গো কার্টিং করার জন্য অনেকেই এখানে আসছেন।

সুকনা আর্মি ক্যাম্প। - সংবাদচিত্র

জায়গাটির জনপ্রিয়তা দেখে কোথায় কী কী রয়েছে, তা ভিডিও করে ইউটিউবে আপলোড করছেন ঘুরতে আসা ইউটিউবাররা। যা বর্তমান প্রেক্ষিতে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। উমাং পার্ক থেকে প্রায় পাঁচশো মিটারের দূরত্বে রয়েছে মধুবন পার্ক। সেটাও দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে সেনা। এখানে ১০ টাকার টিকিট কেটে মধুবন পার্কে ঘুরে ব্লগ করা রিয়া রায় জানান, শিলিগুড়ি ও তাঁর আশপাশের মানুষ যাতে এখানে ঘুরতে আসতে পারে, সে জন্য তিনিও ব্লগ করছেন। এভাবে অবাধে ব্লগ করা কতটা নিরাপদ, প্রশ্ন করা হলে সেনাবহিনীর জনসংযোগ আধিকারিক (কলকাতা) হিমাংশু তিওয়ারি বলেন, 'সেনার অনুমতি ছাড়া পার্কের ভেতরে ব্লগিং নিষিদ্ধ রয়েছে। সেখানে যাতে অবাধে এভাবে কেউ ভিডিও, ছবি তুলতে না পারে, তা দেখা হবে।'

সুকনার এই আর্মি ক্যাম্পের ভেতরে রয়েছে ত্রিশক্তি হেডকোয়ার্টার, সেনাদের প্রশিক্ষণ সেন্টার। ফলে স্পর্শকাতর এই জায়গাটিতে এভাবে ভিডিও করে তা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করলে যে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, তা স্বীকার করেছেন ডিরেক্টরেট অফ পাবলিক রিলেশন (ডিফেন্স) মনোজ রুরকিওয়াল। তিনি বলেন, 'আর্মি ক্যাম্পের ভেতরে এভাবে ছবি, ভিডিও করা দ্রুত বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ, এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।'

সেনাবাহিনীর গোপনীয়তা বজায় রাখতে যে আর্মি ক্যাম্প এলাকায় ব্লগিং বন্ধ করা দ্রুত দরকার, তা জানাচ্ছেন প্রাক্তন সেনাকর্মীরাও।

বিকশিত ভারতের অমৃত স্টেশন

দেশ ব্যাপী

পুনর্বিকশিত ১০৩ টি অমৃত স্টেশন

উদ্বোধন

যার মধ্যে রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গের ৩ টি অমৃত স্টেশন

কল্যাণী ঘোষপাড়া

পানাগড়

জয়চণ্ডী পাহাড়

সুবিধা

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মত করে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে রুফ প্লাজা, বিশ্রামঘর, প্রশস্ত সার্কুলেটিং এলাকা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা
- ভিরাসত ভি বিকাশ ভি - ভবনের নকশা স্থানীয় স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত
- আলাদা প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার, উন্নততর পার্কিং, লিফট, এস্কালেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, ট্র্যাভেলেটর এবং দিব্যাঙ্গজন-বান্ধব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে এই স্টেশনগুলি এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে
- পরিবেশগত প্রভাব কমাতে স্টেশনগুলিতে জ্বালানি সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা ও সবুজায়ন

প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদী

দ্বারা

(ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে)

বৃহস্পতিবার, ২২ মে, ২০২৫ | সকাল ১০.৩০ মিনিট

গৌরবময় উপস্থিতি

ডাঃ সি. ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), আইন ও বিচার এবং সংসদীয় বিষয়ক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ

ভারতীয় রেল

DD NEWS ডিডি নিউজে ইভেন্টটি লাইভ দেখুন

www.indianrailways.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

অসুস্থ পরিবেশ

শাসক ও বিরোধীর মধ্যে যুক্তিযুক্ত আলোচনা, সমালোচনা না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। তার ওপর সরকার যদি বিরোধীদের সমালোচনাকে দেশ বিরোধিতার নামান্তর ধরে নেয় তাহলে আরও বিপজ্জনক। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুরকে সর্বতোভাবে সমর্থন করেছে বিজেপি বিরোধী সব দল। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের জিরো টলারেন্স নীতিতে সায় দিয়েছে প্রত্যেকে।

অপারেশন সিঁদুরের জবাবে পাকিস্তানি সেনার সীমান্তবর্তী এলাকায় গোলাবর্ষণে যুদ্ধ পরিস্থিতি পেকে উঠেছিল। তার মোকাবিলায় ভারতের প্রত্যাঘাতকেও কুর্নিশ জানিয়েছে সব বিরোধী দল। সেই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকগুলিতে বিরোধীরা সবাই শামিল হয়ে সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছিল। যদিও ওই বৈঠকগুলির একটিতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে হাজির ছিলেন না। বিরোধীরা তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেও অহেতুক হল্লা পাকায়নি।

দু'পক্ষের এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা দেখে খানিকটা সময়ের জন্য মনে হয়েছিল, প্রয়োজনে উভয় শিবির পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই ভাবনার কাচের ঘরে এবার ঢিল পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পাকিস্তানকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া এবং মার্কিন চাপে ভারত পিছু হটল কি না, জানতে চেয়ে কেন্দ্রকে চেপে ধরেছে বিরোধীরা।

সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রত্যাঘাতের খবর আগাম পাকিস্তানকে জানানো সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের একটি মন্তব্য। এ নিয়ে সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ক্ষুব্ধ বিজেপি পালটা রাহুল পাকিস্তানের ভাষায় কথা বলছেন বলে বিষোদ্গার করেছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে রাহুলের ছবি মিশিয়ে প্রচারের সুর সপ্তমে তুলেছে। তাঁকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দেওয়া উচিত বলে কটাক্ষও করছে।

পালটা মুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছবি মিশিয়ে পালটা প্রচার শুরু করেছে হাত শিবির। তাদের বক্তব্য, কংগ্রেস কখনও ভারতীয় সেনার শৌর্যকে অসম্মান করেনি। বরং ভারতীয় সেনার বীরত্বে বাকি দেশবাসীর মতো কংগ্রেসও গর্বিত। শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে, প্রশ্ন তুলেছে তারা। দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে বলে কংগ্রেসের দাবি।

সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা, বিরোধিতার অধিকার শুধু বিরোধী দলের নয়, সব নাগরিকের আছে। জনতার ভোটে নির্বাচিত সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। বরং সরকারের উচিত, নিজেদের অবস্থান দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করা। অপারেশন সিঁদুর এবং পাকিস্তানের আক্রমণ ভেস্তে দিয়ে প্রত্যাঘাত নিয়ে সেনাবাহিনী আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগগুলির উত্তর এখনও দিতে পারেননি সরকারের মুখপাত্রেরা।

সন্ত্রাসবাদের আঁতুড় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতকে একই বন্ধনীতে ফেলে দেওয়ার যে দুঃসাহস মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখিয়েছেন, তা নিন্দনীয়। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তুলনা হতে পারে না। স্বাধীনতার গত সাত দশকের বেশি ভারত দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিগুলির একটিতে আসতে সক্ষম হয়েছে। এহেন একটি দেশের সঙ্গে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের সামনে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের তুলনা টানা যায় না। অথচ সেটিই করেছেন ট্রাম্প।

মোদি সরকার কিন্তু এই ন্যারেটিভকে খারিজ করেনি। আন্তর্জাতিক দরবারে পাকিস্তানের যাবতীয় কাঁদুনির কঠোর কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত করাও জরুরি ছিল কেন্দ্রের তরফে। তা করার বদলে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করাই যেন শাসক শিবিরের মুখ্য কাজ হয়ে উঠেছে। শাসক-বিরোধীদের রাজনৈতিক লড়াই, চাপানউতোরে দু'পক্ষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে পাকিস্তানের দোসর বলে কলতলার ঝগড়ার মতো অসুস্থ পরিবেশ তৈরি করলে দেশের ভাবমূর্তিই কলুষিত হবে।

অমৃতধারা

পুণ্যকাজ হচ্ছে সেইটা যা আমাদের উন্নতি ঘটায়, আর পাপ হচ্ছে- যা আমাদের অবনতি ঘটায়। মানুষের মধ্যে তিনরকম সত্তা থাকে- পাশবিক, মানবিক এবং দৈবী। যা তোমার মধ্যে দৈবীভাব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তা-ই হচ্ছে পুণ্য। আর যা তোমার মধ্যে পশুভাব বাড়িয়ে তোলে- তা পাপ। তোমাকে ধ্বংস করতেই হবে পশুসত্তাকে, হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত 'মানুষ' প্রেমময় এবং দয়াশীল। তারপর তা-ও অতিক্রম করে যেতে হবে। হয়ে উঠতে হবে শুদ্ধ আনন্দ- সচ্চিদানন্দ ; যেন এমন এক আগুন যা দহন করবে না কখনও, অপূর্ব ভালোবাসায় পূর্ণ - যে ভালোবাসায় মানুষের ভালোবাসার দুর্বলতা নেই, নেই কোনও দুঃখবোধ।

-স্বামী বিবেকানন্দ

হিমন্তর ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে অসমে

অসমে পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা বিধ্বস্ত। তৃণমূলের দশা আরও খারাপ। বিধানসভা নির্বাচনের সুরটা যেন বাঁধা হয়ে গেল।

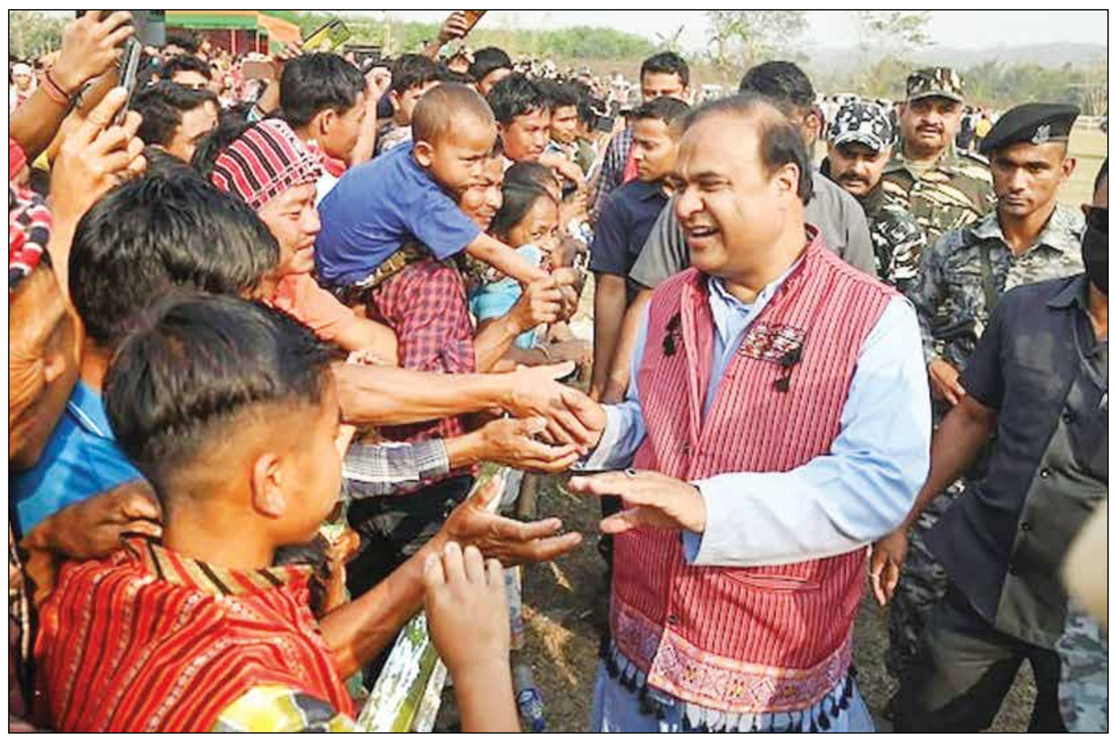

দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

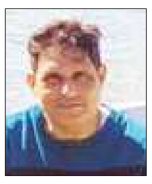

দেখতে দেখতে অনেকদিন বাংলা ছেড়ে অসমে। তবে এই গুয়াহাটি-বাসে এখনও পর্যন্ত সেভাবে চোখে পড়ল না রাজনৈতিক আন্দোলন, কোনও ব্যস্ত জনজীবন এবং বিরোধীদের আছড়ে পড়া প্রতিবাদ। পঞ্চায়েত নির্বাচন কোথা দিয়ে এল এবং চলেও গেল। তার কোনও প্রভাব সেভাবে চোখেই পড়েনি।

অসম রাজ্যে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে সেটা একমাত্র বোধ হল ১১ মে। যেদিন নির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছিল। আর দিন গড়াতেই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, গ্রাম্য জনজীবনও সেই পদ্মফুল এবং তার সঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলির ওপরেই ভরসা রাখছে।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আধিপত্য থাকা জোরহাটে বিজয়কেতন উড়িয়েছিল। মোটের ওপর হিমন্ত-ঝড়ের সামনে কংগ্রেসের ফল ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেই জোরহাটে পর্যুদস্ত কংগ্রেস। ২০১৪ সাল থেকেই জোরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রেখেছে বিজেপি। মূলত মফসসল এলাকা হিসাবে পরিচিত এই আসনটিতে বিজেপি আধিপত্য তৈরি করেছিল হিন্দুত্বের জিগির তুলে।

সেই জোরহাটে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের গৌরব গগৈ-এর জয় বলতে গেলে বিরোধীদের পালে খানিকটা ভরসা জোগায়। কারণ, জোরহাটে কংগ্রেসের ভোট শেয়ার ছিল প্রায় ৫৫ শতাংশ। সেই জোরহাটে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস গোহারা হেরেছে। জোরহাটে ১৬টি জেলা পরিষদের সবক'টিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি জোট। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে জোরহাটে মোট আসন ৮৬, এর মধ্যে বিজেপির জয় ৮৩টি আসনে। বাকি ৩টি আসন গিয়েছে কংগ্রেসের দখলে।

অসমের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালে। কিন্তু শ্রীভূমির নির্বাচন ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস নিয়ে হাইকোর্টে মামলা এবং ২০২৫-এ অসম বোর্ডের ১০ ও ১২ ক্লাসের পরীক্ষা থাকায় এবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। অসমের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ভোটদাতা ছিলেন ১ কোটি ৮০ লক্ষ ১৪ হাজার ৯১৩। এবারই প্রথম গাঁও পঞ্চায়েতে কোনও রাজনৈতিক দলের সিম্বল ব্যবহার হয়নি। কারণ, অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী অ্যাক্ট ২০২৩ অনুযায়ী গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক সিম্বলের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

সর্বশেষ যে ফল সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জেলা পরিষদের ৩০১ আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কংগ্রেসের দখলে ৭২টি জেলা পরিষদ আসন। বদরউদ্দিন আজমলের এআইইউডিএফ পেয়েছে ৮টি জেলা পরিষদ আসন। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী। নির্দল প্রার্থীরা ১৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছে। অখিল গগৈ-এর রাইজোর দল প্রথমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করতে নেমে ১৭টি আসনে জয়লাভ করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস? অসমে প্রথমবার পঞ্চায়েতে নির্বাচনে লড়াই করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি রমেন বরঠাকুরের নেতৃত্বে ৪ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে। অসম জাতীয় পরিষদে জয়ী হয়েছে ৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি জয়ী হয়েছে ১টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে। নির্দল প্রার্থীরা ১৭৩টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছে।

এই ফল বলে দিচ্ছে যে, অসমের গ্রাম্য স্তরে এবং ব্লক স্তরে বিজেপি কতটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। কারণ, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদে বিজেপির আসন শেয়ার ছিল ৫০.৪৮ শতাংশ। ২০২৫-এ বিজেপির সেই আসন ৬৮.৫১ শতাংশ। ২০১৮ সালে আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বিজেপির আসন ছিল ৪৬.৬৬ শতাংশ, ২০২৫-এ সেই আসন ৫৭.৭০ শতাংশ। বিজেপি এবং তার দুই সঙ্গী অসম গণ পরিষদ, গণশক্তি এবং রাভা হাসোং যৌথ মঞ্চ যেভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের উড়িয়ে দিয়েছে, ২০২৬-এর নির্বাচনে অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গিয়েছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মারা।

অসমের বুকে বিজেপির এই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার জন্য কতগুলি উন্নয়ন প্রকল্পকে তুলে ধরছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই প্রকল্পগুলোর ফায়দা হাতেনাতে পাচ্ছেন সমাজের নীচুতলার মানুষ। যেমন- অরুণোদয় যোজনা, নিজুত ময়না, মহিলা উদয়মিতা প্রকল্প। এছাড়াও হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন এনডিএ অসম সরকার যেভাবে সরকারি স্তরে গ্রেড-থ্রি ও গ্রেড-ফোর'এর নিয়োগে একটা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, তা-ও একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এর ফলে সমাজের নীচুতলার শিক্ষিত তরুণরা সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

একদিকে সরকারের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ফায়দা, তার সঙ্গে শাসকদলের প্রচার। অন্যদিকে, বিরোধী কংগ্রেস বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কোনও সুস্পষ্ট বিরোধিতার হাওয়া তৈরি করতে ব্যর্থ। যার ফল ভোটব্যাংকে গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। না হলে যে জোরহাটে মাত্র কয়েক মাস আগে লোকসভায় জয় পাওয়া গৌরব গগৈ, পঞ্চায়েত নির্বাচনে একটিও জেলা পরিষদ আসন জয় করতে পারেননি।

সম্প্রতি অহোম রাজনীতির মঞ্চে অহোমিয়া অস্মিতাকে সামনে রেখে উত্থান হয়েছে অখিল গগৈ-এর। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অখিলের দল রাইজোর প্রথমবার লড়াই করতে নেমেছিল। তাদের নির্বাচনি ফল ভরসাযোগ্য নয়। এমনকি, যে শিবসাগর এলাকা রাইজোরের ঘরের মাঠ বলে পরিচিত, সেখানে ১২টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ১১টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি, বাকি একটি আসনে জয়ী বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ।

অথচ, ২০২১ সালে এই শিবসাগর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অখিল গগৈ। তাদের আরও এক ঘরের মাঠ ডিমাও বিধানসভা ক্ষেত্রে ৮২টি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে মাত্র ১টি আসনে জয় এসেছে। দেখা যাচ্ছে, অখিলরা যে ৩টি জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলি বরাবর বিজেপি-বিরোধীদের জায়গা বলেই পরিচিত।

এমনকি, অখিলরা যে আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আসনে জয়ী হয়েছেন সেগুলো ধুবড়ি, বরপেটা এবং মরিগাঁও জেলায়। আর এই এলাকাগুলি মূলত কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বলে পরিচিত।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপি হিন্দুত্ব লাইনের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস ও বাকি বিরোধী দলগুলি। কিন্তু, এর পরিবর্তিত আউটলাইনটা কী হতে পারে তার কোনও সন্ধানই এরা দিতে পারছে না। এমনকি, এই বিরোধীরা এমন এমন সব বিষয়ে কথা বলছেন, গুরুগম্ভীর ইস্যু খাড়া করছেন যে, তা সমাজের নীচুতলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে না।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সেভাবে প্রচারই করেনি বিজেপি। অথচ, ভোটবাক্সে তাদের বিপুল জয়। এমনকি, বরাক উপত্যকায় যে এআইইউডিএফ-এর আধিপত্য ছিল তাকে এবার নস্যাৎ করে দিয়েছে বিজেপি। বলতে গেলে বরাক এখন গেরুয়াময়। এর অন্যতম কারণ হিসাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তুলে ধরেছেন বিজেপির সাধারণ মানুষের মনের কথা অনুযায়ী সরকার চালানোর প্রক্রিয়াকে। একদিকে উন্নয়নের প্রকল্পের ফায়দা তুলে দেওয়া নীচুতলার মানুষকে, অন্যদিকে, একাধিক উন্নয়ন পরিকাঠামোর মধ্যে দিয়ে রাজ্যের আর্থিক হালকে স্বাস্থ্যবর্ধক করার মতো কাজ- যার সুবিধা ভোগ করছেন শহরাঞ্চলের মানুষ থেকে বণিক মহল।

এই যে সকলের জন্য কাজ করার মতো একটা ভাবমূর্তি সরকারের তৈরি, তাতে অনেকটাই সফল হিমন্ত বিশ্বশর্মা, বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক থেকে শুরু করে প্রবীণ সাংবাদিকরাও। সেইসঙ্গে এঁদের মতে, এই মুহূর্তে বিরোধী শিবিরে তেমনভাবে কোনও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দেখা যাচ্ছে না, যিনি সঠিকভাবে বিজেপির এই উন্নয়নের লাইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তৃণমূল কংগ্রেস ঢাকঢোল পিটিয়ে কী করল? উত্তর খোঁজা খুব সোজা। ১) পার্টির কোনও সংগঠন নেই। ২) কোনও গ্রহণযোগ্য নেতা নেই। ৩) বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকাতেও পায়নি ভোট। ৪) অসমিয়ারা পার্টিকে নিজের ভাবেনইনি। ৫) সামান্য ভোট দিয়েছেন মুসলিমরা, খুব অল্প জায়গায়।

হিমন্তময় অসমে অসমের তৃণমূল নিয়ে কোনও আলোচনার মানেই হয় না।

(লেখক সাংবাদিক। গুয়াহাটির বাসিন্দা)

আজ

১৭৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়।

১৯৫০

অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্তের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

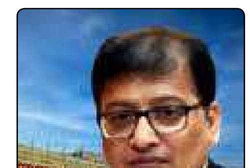

কেন ৫০০ জন বসে আছেন, আজ থেকে ৫০-১০০ জন বসতে পারবেন। আপনারা শিক্ষক, এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনাদের অবস্থানে কোর্ট বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু অন্যের সমস্যা যাতে না হয়, সেটা আপনাদের নিশ্চিত করতে হবে। বিশৃঙ্খলা করা যাবে না।

- বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ

ভাইরাল/১

একদল মেয়ের মারামারির ভিডিও ভাইরাল। ইন্দোরের বিজয়নগরে নাইট ক্লাব থেকে ফিরছিলেন নেহা ও তাঁর বন্ধু। পথে একদল ছেলেমেয়ে তাঁদের পিছু নেয়। দলের একটি ছেলে তাঁদের অশ্লীল মন্তব্য করে। প্রতিবাদ করায় শুরু হয় ঘুসি, লাথি, চুলোচুলি ও অকথ্য গালিগালাজ।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রামে বাড়ির টয়লেটের ট্যাংক পরিষ্কার করার সময় মালিক হঠাৎ দেখেন, ভেতরে কিলবিল করছে সাপ। কোনওটা ট্যাংকের গায়ে বা নীচে, কোনওটা ওপরে ঘুরছে। পরে ৭০টিরও বেশি সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তর।

জনমন জনমত

পুলিশ এত নিষ্ঠুর হয় কী করে!

২১ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ছেলেকে দিয়ে দেহ তোলাল পুলিশ' শীর্ষক খবরটি পড়ে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমার জীবনে এমন অনেক পুলিশ প্রশাসনে যুক্ত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি যাঁদের ব্যবহার সত্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত খবর পড়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী এতটা নিষ্ঠুর হলেন কী করে? হয় তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না, নয়তো তাঁর মধ্যে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান লোপ পেয়েছে। এই ধরনের পুলিশকর্মীকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা উচিত বলে মনে করছি। জানি না প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে আদৌ কোনও পদক্ষেপ করবে কি না।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

বিশেষ দিন নয়, গুরুত্ব পাক মানুষটি

আজকাল নানারকম দিবস বা ডে'র কথা শোনা যায়। মাদার্স ডে, ফাদার্স ডে, সিস্টার্স ডে -এমন আরও কত কী! প্রশ্ন হল, যে বিশেষ প্রিয় মানুষটিকে কেন্দ্র করে উৎসব, সেই মানুষটিকে কি আমরা সারাবছর ঠিক এভাবেই মনে রাখি? ক'দিন আগেই গেল মাদার্স ডে। এই উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কত ছবি, কত ভালো ভালো কথা! অথচ সারা বছর হয়তো সেই মানুষটিকে কারও মনেই পড়ে না। মানুষটির দিন কাটে চোখের জলে, সুদিনের অপেক্ষায়। শুধু মা বলেই নন, সবার ক্ষেত্রেই একই কথা। তাই যে প্রিয় মানুষটিকে ঘিরে বিশেষ দিনের আয়োজন, তাঁকে ভালোবাসুন জীবনভর। কেউ কোনও উপহার চায় না, সারা বছরের জন্য চায় শুধু সহানুভূতি আর একটু সম্মান।

গার্গী কর হালদার
ডিফেন্স কলোনি, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

এআই ছবিতে বিভ্রান্তি

বাস্তবতা আর বিশ্বস্ততার আরেক নাম সংবাদপত্র। সেখানে প্রকাশিত খবরের সঙ্গে থাকা ছবিটিকেও সমান মনোযোগ দিয়ে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইদানীংকালে দেখছি 'ছবি : এআই' নামক এক অপ্রয়োজনীয় চমক তৈরি করা হচ্ছে, যা আসলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বা মানকে কমিয়ে দিচ্ছে বলেই আমার মনে হয়। গোটা সমাজ যখন মুখ আর মুখোশের ছলনায় জর্জরিত, তখন মুদ্রিত গণমাধ্যম অন্তত সত্য খবরের সঙ্গে কাল্পনিক ছবি ছাপানো থেকে বিরত থাকবে, একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে এটুকু দাবি রাখি।

শুভশ্রী ব্যানার্জি
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জগদীশচন্দ্র-সত্যেন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরসূরি

আকাশে হারিয়ে গেলেন বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। প্রতিভার বর্ণচ্ছটায় রঙিন বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের রূপকার।

শুভংকর ঘোষ

প্রথম পরিচয়ে জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার চিরকালই থাকবেন বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ষাটের দশকে যখন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে মহাবিশ্ব সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণের তত্ত্বকে না মেনে স্থির স্থিতিশীলতার নতুন তত্ত্বের মধ্যে মহাকর্ষের নতুন ধারণা অবতারণা করেছিলেন, কেউ ভাবতে পারেনি তিনি ভারতেই ফিরে আসবেন। সত্তরের দশকের প্রথমে যোগ দিলেন মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে। ভারতীয় বিজ্ঞান পেল একজন প্রখ্যাত গবেষক, প্রশাসক, শিক্ষক-মেন্টর, বিজ্ঞান লেখক, কল্পবিজ্ঞানের সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সার্থক রূপকারকে।

সদ্যপ্রয়াত নারলিকারের বিজ্ঞানীসত্তায় ছিল প্রতিভার রামধনুর নানা বর্ণচ্ছটা। যেমন কল্পবিজ্ঞান কাহিনী ও সাধারণ বিজ্ঞানের গল্প লেখক হিসেবে যিনি নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে অসামান্য অবদান রেখে গেলেন। মারাঠা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাদের বার্ষিক সম্মেলনে এই প্রথম কোনও বিজ্ঞানীকে বরণ করে নিয়েছিলেন সভাপতি পদে। ভারতীয় বিজ্ঞানের পুরোধা জগদীশচন্দ্র বসু এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর যোগ্য উত্তরসূরি তিনি।

জগদীশ বসুর অব্যক্ত, পলাতক তুফানের মতো নারলিকারের 'বামন ফিরে এল' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও সমান আকর্ষণের রচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রবর্তনের মধ্যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে মহান চেষ্টা নিহিত ছিল তাই যেন বিংশ শতকের শেষে নারলিকারের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ কর্মসূচিতে আরও প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে গেল।

নারলিকার হয়ে উঠেছিলেন মানুষ গড়ার ব্যতিক্রমী কারিগর। বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে আছেন থানু পদ্মনাভন, সঞ্জীব ধুরন্ধর অজিত কেম্ভাবি, তরুণ সৌরদীপ। রমন অনুসন্ধান সংস্থানের বর্তমান নির্দেশক তরুণ সৌরদীপ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঘটনাটা। বিশ্বজুড়ে গবেষণা সংস্থাগুলোয় একটি প্রবণতা ভীষণ লক্ষ করা যায়। গবেষণায় সরাসরি কোনও অবদান না রেখে শুধু প্রোজেক্ট, বিভাগ এবং সংস্থার প্রধান থাকার কারণে কৃতিত্ব এবং সংশ্লিষ্ট মেধায় ভাগ বসাতে কুণ্ঠিত হন না বেশিরভাগ মানুষ।

এ ব্যাপারে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর এতই সুনাম যে তিনি সঠিকভাবে জানেন না যে কতগুলো এমন গবেষণাপত্রের অংশীদার তিনি। অথচ সৌরদীপ যখন তাঁর একটি গবেষণায় শিক্ষক মেন্টর নারলিকারের নাম দিতে চাইলেন, নারলিকার 'না' করে দিলেন। কারণ সৌরদীপের গবেষণার কৃতিত্ব পুরোপুরি তারই, অনৈতিকতার পথে তিনি পা দেবেন না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণের জন্য আধুনিক দূরবীক্ষণ টেলিস্কোপ বা দূরবিন অত্যন্ত দামি যন্ত্র। নারলিকার উদ্যোগ নিলেন যাতে দেশের সব শিক্ষার্থীরা এবং গবেষকরা একটি সহজলভ্য সংস্থানের মধ্যে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পায়। গড়ে তুললেন আইইউকা-ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। নিজের শিল্পসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়াকে ডেকে নিয়েছিলেন ক্যাম্পাসে বিজ্ঞানের নানা যুগান্তকারী ধারণায় রূপ দিতে। প্যারিস বা লন্ডনে যাওয়ার দরকার পড়বে না-বিখ্যাত ফুকো দোলকের দেখা মিলল এখানেই। বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে এই সংস্থানের নানা কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয়েছিল।

তাই মনে হয়, সবকিছু অবাক করে মিলিয়ে দিয়ে নারলিকার রেখে গেলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার।

(লেখক কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৬

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১।স্বার্থ, প্রয়োজন, যত্ন ৩। যে পোকার পা গুনে শেষ করা যায় না, বিছে, কেন্নো ৪। অবস্থা, দশা, হাল, উপায় ৫। কোনওরকমে, ঠিক ঠিক, কমও নয় বেশিও নয় ৭। মনসাগাছ ১০। শাঁখ কাটার অস্ত্র, শাঁখের করাত ১২। কিংবদন্তি, গুজব, জনপ্রবাদ ১৪। গন্ডার, অন্তরায়, একটি নদীর নাম ১৫। এদিক-ওদিক ১৬। সাহায্য, সহযোগিতা।

উপর-নীচ : ১। দীর্ঘসূত্রতা, আলসেমি ২। পৃথিবী, বিশ্ব, ভুবন, সমাজ ৩। শকট-দৈত্যের বধকারী শ্রীকৃষ্ণ ৬। তাজা, সতেজ, তরুণ ৮। জমি ৯। মনের ভাব, অভিপ্রায় ও চেষ্টা ১১। তৃপ্ত-এর কোমল রূপ ১৩। প্রকার, ধরন, রীতি, হাবভাব।

সমাধান ■ ৪১৪৫

পাশাপাশি : ২। মধুবনি ৫। জগতি ৬। বলভরসা ৮। নক্র ৯। ছন ১১। নাড়িনক্ষত্র ১৩। বাচিক ১৪। ময়দান।

উপর-নীচ : ১। গজরানি ২। মতি ৩। বখিল ৪। ভরসা ৬। বক্র ৭। ভজন ৮। নন্দন ৯। ছত্র ১০। শশিকর ১১। নাপাক ১২। ক্ষত্রিয় ১৩। বান।

বিন্দুবিসর্গ

সিট রিপোর্টের ভরসায় হিন্দু ভোট দখলে মাঠে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ মে : মুর্শিদাবাদ হিংসায় সিটের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে হিন্দু ভোট দলের ঝুলিতে টানতে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি। এদিন আদালত নির্দিষ্ট বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের রিপোর্ট হাতে নিয়ে মুর্শিদাবাদ ও পহলগামের হিংসাকে অভিন্ন হিন্দু নিধন বলে দাবি করেছে বিজেপি। মুর্শিদাবাদের হিংসায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির অভিযোগে সিটের সিলমোহর পড়ায় পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হামলায় বহিরাগত যোগ নিয়ে মিথ্যা বিবৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সিটের রিপোর্ট আদালতে পেশ হওয়ার পরেই দিল্লি থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু দ্বিবেদী বলেন, 'পহলগামে বেছে বেছে যেভাবে হিন্দু নিধন হয়েছে, মুর্শিদাবাদেও একইভাবে বেছে বেছে হিন্দু ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে।' দ্বিবেদীর সওয়াল, পাক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে ভারতের হামলার জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কী দরকার বলে সহানুভূতি দেখালেও, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতার আন্দোলনে সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে মরতে হবে কেন এই প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি তৃণমূলকে। হিন্দু নিধন কেন এই প্রশ্ন করেনি।

সামশেরগঞ্জের ঘটনায় তৃণমূলকে হিন্দু বিরোধী সরকার হিসেবে তুলে ধরে রাজ্যজুড়ে প্রচারে মুর্শিদাবাদকে মডেল করতে উদ্যোগী হয়েছে বিজেপি। জেলা সফরে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হিংসায় বহিরাগত যোগ দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ সহ বিজেপিশাসিত কিছু রাজ্যকে এই ব্যাপারে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। এদিন সিটের রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি কার্যত খারিজ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'হামলায় বহিরাগত যোগের মিথ্যা দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য মানুষের কাছে ওঁকে ক্ষমা চাইতে হবে।' তমলুকে তিরঙ্গা যাত্রার শেষে শুভেন্দু বলেন, 'লজ্জা থাকলে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মদতে হিন্দু নিধন হয়েছে।'

তিনদিনের বাস ধর্মঘট স্থগিত

কলকাতা, ২১ মে : বাস ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি। বুধবার পরিবহণ দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর তারা ঘোষণা করে, ২২, ২৩ ও ২৪ মে বাস ধর্মঘট স্থগিত করা হচ্ছে। এদিন বেসরকারি বাস মালিকদের সঙ্গে পরিবহণ সচিব, কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) সহ ট্রাফিক পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠক হয়। তাঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট তুলে নেয় তাঁরা। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের আহ্বায়ক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আপাতত ধর্মঘট স্থগিত রাখছি। সাধারণ মানুষের পরিষেবার কথাও মাথায় রয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে।' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ওঁদের দাবিদাওয়া খতিয়ে দেখে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

আইনের দ্বারস্থ বিকাশ ভবন

কলকাতা, ২১ মে : স্নাতকস্তরে ভর্তি নিয়ে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চরম দোলাচলে। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ মামলা বিচারাধীন থাকায় স্নাতকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। জটিলতা কাটাতে বিকাশ ভবনের তরফে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরও আইনি পরামর্শ নেওয়া শুরু করে দিয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অভিন্ন পোর্টালও তৈরি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ এলেই ভর্তির কাজ শুরু হয়ে যাবে। বুধবার থেকে এই পোর্টাল চালু হওয়ার কথা থাকলেও ওবিসি মামলার জটিলতায় পোর্টালের কাজ স্থগিত করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। জটিলতা কাটাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের দ্বারস্থ হয়েছে।

কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজও আছে। বুধবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মুর্শিদাবাদ : হাইকোর্টের কমিটির রিপোর্ট

প্রশাসন ও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বই দায়ী

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ মে : ওয়াকফ ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনার নেপথ্যে পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, প্রশাসনিক সহযোগিতার অভাব ও শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট গঠিত তিন সদস্যের কমিটির রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াকফ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় সম্প্রতি আদালতে রিপোর্ট পেশ করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। ওই রিপোর্টের পাঁচ নম্বর পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে ১১ এপ্রিল হামলা চালানো হয়। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা করা হয়েছে। বিধায়কের উপস্থিতিতে ভাঙচুর হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দেখে ঘটনাস্থল থেকে চলে গিয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে। আমিরুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তিনি গ্রামে এসে দেখেন হামলায় কোন কোন বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। পরে সেগুলিতে বেছে বেছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমিরুল ইসলাম স্থানীয় বিধায়ক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রেজিস্ট্রার (আইন) যোগিন্দর সিং, পশ্চিমবঙ্গ লিগাল সার্ভিস অথরিটির সদস্য সচিব সত্য অর্ণব ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ জুডিশিয়াল সার্ভিসের রেজিস্ট্রার সৌগত চক্রবর্তী

কী অভিযোগ

- ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা
- স্থানীয় কাউন্সিলার মেহবুব আলমের নেতৃত্বে হামলায় স্থানীয় বিধায়কও ঘটনাস্থলে ছিলেন
- আমিরুল ইসলামের নির্দেশে অগ্নিসংযোগ
- গয়না, সম্পত্তি, গোরু-বাছুর লুট, জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন

মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকাগুলি পরিদর্শন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলার পর এই রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শুধুমাত্র বেতবোনা গ্রামে ১১৩টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পুলিশ ৩০০ মিটার দূরে থানা, তবুও নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। শুক্রবার বিকেল ও শনিবার স্থানীয়রা পুলিশকে ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিডিও অফিস থেকে ত্রিপল, বাক্স ও টিনের শেড দেওয়া হয় যা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না। গয়না, সম্পত্তি, গোরু, বাছুর দেদার লুট করে জামাকাপড় ও গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি ওই সময় পারলালপুর হাইস্কুলে আশ্রিতদের জেলা প্রশাসন জোরপূর্বক ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য করে। বাড়ি, দোকানগুলি এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে যা পুনরায় তৈরি করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা বিএসএফ আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর দাবিও জানিয়েছেন। জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছিল, যাতে আগুন না নেভানো যায়। এই ঘটনায় বাবা ও ছেলে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে দরজা ভেঙে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিছন দিক থেকে কুঠার মারা হয়েছিল। যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয় একজন দুষ্কৃতী সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় একটি শপিংমলেও লুট করা হয়েছিল। ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বৃহত্তরভাবে পরিকল্পনামাফিক মুর্শিদাবাদের দৃশ্যপট তৈরি করা হয়েছে। হাইকোর্টে কমিটির রিপোর্ট পেশের পরে বিজেপির স্থানীয় নেতারা যে রাজনীতি করতে শুরু করেছেন তা নতুন নয়। মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিদ্বেষমূলক ও প্ররোচনামূলক অপপ্রচার করছে বিজেপি। এটি একটি বৃহত্তর চক্রান্ত।'

কলকাতার আকাশে রহস্যময় চার ড্রোন

কলকাতা, ২১ মে : সংঘর্ষ বিরতির পর আবার কলকাতার আকাশে উড়ল রহস্যময় ড্রোন! স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কলকাতা পুলিশের কপালে। গত সোমবার রাত পৌনে ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভবানীপুর, ময়দান ও রবীন্দ্র সদন সহ কলকাতার একাধিক এলাকায় এই ড্রোনের দেখা মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে আকাশে এই ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল।

এই ড্রোন কোথা থেকে এল, কারাই বা এই ড্রোন ওড়াল, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভিক্টোরিয়া থেকে ব্রিগেডের ওপর দিয়ে কমপক্ষে ৪টি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে এদিন। বেশিরভাগ ড্রোনই বিজয়দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম)-এর আশপাশে উড়েছে। এই 'রেড জোন'-এ কীভাবে ড্রোনের মতো নিষিদ্ধ জিনিস উড়ল,

সেই নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। রাস্তায় ডিউটিতে থাকা পুলিশ আধিকারিকরা ড্রোনগুলি দেখে ওই রাতে লালবাজারে খবর দেন। তৎক্ষণাৎ লালবাজার কন্ট্রোল রুম ওই অঞ্চলের সমস্ত থানায় ড্রোন সতর্কতা জারি করে।

সেনা, বায়ুসেনা ও কলকাতা পুলিশ মিলিতভাবে এই ড্রোন রহস্যের তদন্তে নেমেছে। তাদের প্রাথমিক অনুমান, মেটিয়াবুরুজ বা বজবজ এলাকা থেকে এই ড্রোনগুলি ওড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ড্রোন ওড়ানোর পিছনে ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে নাকি নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

কলকাতা, ২১ মে : কলকাতায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হলেন তিনজন। একজনকে আটক করা হয়েছে এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছে। বাকি দু-জনকে তপসিয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর আবহে এমন ঘটনায় দুশ্চিন্তায় পড়েছে কলকাতা পুলিশ।

ধৃতদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র এল কীভাবে, সেই নিয়ে তদন্ত চলছে। এজেসি বোস রোড উড়ালপুলের কাছ থেকে ধৃত তরুণের নাম সাদ্দাম হোসেন। আনন্দপুরের বাসিন্দা।

তপসিয়া রোড থেকে ধৃত দুই তরুণের নাম মহম্মদ ফাহিম এবং মহম্মদ ফাইয়াজ। দু-জনেই আনন্দপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি ৭ এমএম পিস্তল, ম্যাগাজিন এবং দুটি কার্তুজ উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে তপসিয়া থানার পুলিশ।

সোনিয়া-রাহুল পান ১৪২ কোটি টাকা

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতিতে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন বলে দাবি করল ইডি। বুধবার দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিশেষ বিচারক বিশাল গোগনের এজলাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, অবৈধভাবে ওই টাকা পেয়েছিলেন গান্ধিরা। বুধবার ইডির কৌঁসুলি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দাবি ইডি'র

এসভি রাজু বলেন, 'সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি ন্যাশনাল হেরাল্ড দুর্নীতির মাধ্যমে ১৪২ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। দু-বছর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৭৫১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আগে পর্যন্ত অভিযুক্তরা ওই টাকা ভোগ করেছিলেন। গান্ধিরা শুধু টাকা নয়ছয় করেননি, নিজেদের কাছে সেই টাকা ও সম্পত্তি রেখে অপরাধ চালিয়ে গিয়েছেন।'

ইডি জানিয়েছে, সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির পাশাপাশি স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে এবং অন্যরাও যে এই দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, প্রাথমিকভাবে তার প্রমাণ রয়েছে।

বালোচিস্তান

পাক অভিযোগ ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২১ মে : পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাক-যোগের অভিযোগ তুলে অপারেশন সিঁদুর চালিয়েছিল ভারত। ওই ঘটনাকে সামনে রেখে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের জবাবে এবার বালোচিস্তানের খুজদার শহরে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের ঘটনায় নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে সুর চড়িয়েছে ইসলামাবাদ। যদিও পাকিস্তানের ওই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে ভারত।

বুধবার সকালে বালোচিস্তানের খুজদারে একটি স্কুলবাসে আত্মঘাতী গাড়িবোমা হামলা চালায়। বিস্ফোরণে চারটি শিশুসহ মোট ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত ৩৮ জন। হামলার পরই ভারতের দিকে আঙুল তোলে পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং পাক সেনাবাহিনী। ভারতীয় জঙ্গিরা পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসবাদের বীজ বুনছে। আমজনতা ও নিষ্পাপ শিশুদের নিশানা করা হচ্ছে বলে দাবি করে পাক সেনা। জঙ্গি হামলায় শিশুদের নিহতের খবরে শোকপ্রকাশ করে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আজ সকালে খুজদারের ঘটনায় ভারতের যোগ থাকার যে ভিত্তিহীন অভিযোগ পাকিস্তান তুলেছে তা আমরা খারিজ করছি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উৎসকেন্দ্র হিসেবে যে বদনাম তারা কুড়িয়েছে তা থেকে নজর ঘোরাতে এবং নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে পাকিস্তান নিজেদের যাবতীয় অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য ভারতকে দোষারোপ করাটা পাকিস্তানের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।'

পাক মুখোশ খুলতে বিদেশে টিম মোদি

জাপান যাত্রা শুরু অভিষেকদের দলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ মে : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই এখন শুধু আর সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়, এবার বিশ্বের ৩৩টি দেশের রাজধানীতেও শুরু হল ভারতের কূটনৈতিক প্রত্যাঘাত পর্ব। বুধবার জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা-এর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলটি জাপানের উদ্দেশে রওনা দেয়। তাদের প্রধান কাজ হল, বিশ্বের কাছে ভারতের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরা এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী চেহারার মুখোশ খুলে দেওয়া। ওই দলেই রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাড়া ওই দলটির বাকি সদস্যরা হলেন বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গি, প্রধান বড়ুয়া, হেমাঙ্গ যোশি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা সলমন খুরসিদ, সিপিএমের জন ব্রিটাস এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মোহন কুমার।

মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর ফোনালাপের পর ওই প্রতিনিধিদলে দলীয় সাংসদ ইউসুফ পাঠানের পরিবর্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শামিল করা হয়। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় সরকার শামিল করায় অস্বস্তিতে রাজ্য বিজেপি। সেই অস্বস্তি কাটাতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'কাকে পাঠানো হবে সেটা কেন্দ্রের ব্যাপার। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা লজ্জিত। কারণ এমন একজন ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে

জাপান সফরের আগে নয়াদিল্লির বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদল।

যাচ্ছেন, যাঁর পাসপোর্ট ইডির কাছে জমা রাখতে হয়, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিয়ে বিদেশ যেতে হয়। এরকম একজন ব্যক্তি আর যাই হোক, ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।'

জাপান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরেও যাবে এই দল। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি সাতটি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। জাপান যাত্রার আগে সঞ্জয় ঝা বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি। এটাই সবথেকে বড় ইস্যু। আমাদের প্রতিনিধিদল সারাবিশ্বের সামনে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়।' অপরদিকে জন ব্রিটাস বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বকে যে একজোট হতেই হবে সেই বার্তাই দেবে ভারত। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের পাশে থাকার সময় এসে গিয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপির অপরাজিতা সারেঙ্গির কথায়, 'পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য, ওরা নিশ্চয়ই প্রচার চালাবে। আমাদের তাই উচিত, একজোট হয়ে, সমস্ত রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা। এখন সময় মিনতি নয়, বার্তা পাঠানোর। এক কণ্ঠে, দৃঢ় ভাষায়।'

প্রশ্ন উঠেছে এই ৩৩টি দেশকেই কেন বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি মঙ্গলবার প্রতিনিধিদলগুলিকে তার ব্যাখ্যায় জানান, এই ৩৩টি দেশ নির্বাচনের পিছনে রয়েছে সুস্পষ্ট কৌশল। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি জানান, এর মধ্যে অন্তত ১৫টি দেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য (স্থায়ী ও অস্থায়ী), ৫টি ভবিষ্যৎ সদস্য দেশ ছাড়াও অনান্য কিছু দেশ রয়েছে।

বুকার পেল কন্নড় ভাষার গল্পের বই

লন্ডন, ২১ মে : ইতিহাস গড়ল বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত হল ভারতের আঞ্চলিক একটি ভাষা। এই প্রথম বুকার পুরস্কার জয় করল কন্নড় ভাষায় লেখা গল্পের বই।

লন্ডনের টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারিতে বিচারকদের প্রধান ম্যাক্স পোর্টার যখন বললেন, 'এই বইটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, শোনার শিক্ষা দেয়, আর নীরব কণ্ঠগুলিকে ভাষা দেয়', তখনই যেন আঁচ করা গিয়েছিল, বিজয়ী বইটি বানু মুস্তাকের 'হার্ট ল্যাম্প' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

কন্নড় ভাষায় লেখা এই সাহসী ছোটগল্পগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন দীপা ভাস্তি। তিনিও এই পুরস্কারের অংশীদার। বইটিতে ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে লেখা মোট ১২টি গল্প রয়েছে। গল্পগুলিতে দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সমাজের সাধারণ মেয়েদের জীবনের টানাপোড়েন, পরিবার ও সমাজের টানাপোড়েন খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এর একটি বিখ্যাত গল্প 'কালো গোখরো' অবলম্বনে গিরীশ কাসারভল্লি নির্মাণ

করেছিলেন 'হাসিনা' ছবিটি।

পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত বানু মুস্তাক বললেন, 'এই মুহূর্তটা যেন এক আকাশে হাজার হাজার জোনাকি একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে।' তিনি আরও বললেন, 'আমার গল্প আসলে বিশ্বাসের এক প্রেমপত্র। আমি বিশ্বাস করি, কোনও গল্পই নিছক স্থানীয় নয়। আমার গ্রামের বটগাছের নীচে জন্ম নেওয়া গল্পও আজ রাতের এই মঞ্চে আলো ফেলতে পারে। আপনি আমার কন্নড় ভাষাকে একটি 'অংশীদার ভাষা' করে তুলেছেন – এই ভাষা সহনশীলতা আর সূক্ষ্মতার গান গায়।'

ওয়াকফ দানমাত্র

ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য অংশ নয় : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ মে : ওয়াকফ আসলে একটি দানের প্রক্রিয়া এবং এটি ইসলাম ধর্মের অপরিহার্য বা আবশ্যিক অংশ নয়। বুধবার শীর্ষ আদালতে এ কথাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের কাজ ধর্মীয় নয়, বরং সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। এতে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তিতে কোনও বাধা নেই।'

মঙ্গলবারের পর বুধবারই দীর্ঘক্ষণ ধরে ওয়াকফ মামলার শুনানি চলল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে। বুধবার মূলত কেন্দ্রের বক্তব্য শুনল সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষ। মামলাকারী পক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নতুন ওয়াকফ আইনে কী কী সুবিধা রয়েছে তা এদিন প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন মেহতা। কপিল সিবাল মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন, ওয়াকফ বোর্ড একটি ধর্মীয় বিষয়। সেই দাবিরও বিরোধিতা করেন মেহতা। মেহতা জানান, ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষই। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি ব্যবহার করলেই তার ওপর মৌলিক অধিকার জন্মায় না। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে ওয়াকফ কোনও আবশ্যিক অংশ নয় বলেও সুপ্রিম কোর্টে জানান সলিসিটর জেনারেল। আদালতে তিনি জানান, অনেক মুসলিমই আছেন, যাঁরা আর্থিকভাবে সচ্ছল নন। তাঁরা যদি ওয়াকফে সম্পত্তি দান না করেন, তবে কি তাঁরা মুসলিম নন? কোনও কিছু দান করা যে কোনও ধর্মের অঙ্গ, কিন্তু তা আবশ্যিক নয়। তিনি আশ্বস্ত করেন, নতুন ওয়াকফ আইন ইসলাম ধর্মের কোনও আবশ্যিক কর্তব্যের উপর হস্তক্ষেপ করে না। বৃহস্পতিবার ফের শুনানি।

আফগানিস্তানেও এবার সিপেক

বেজিং, ২১ মে : সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানকে সামরিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। এর জবাবে নয়াদিল্লির চাপ বাড়িয়ে এবার চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর বা সিপেকের গণ্ডি আফগানিস্তানেও ছড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ ও বেজিং। বুধবার পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইশহাক দার, চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং লিং এবং আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি একটি বৈঠক করেন। সেখানেই আফগানিস্তানকে

সিপেকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান, চিন এং আফগানিস্তান আঞ্চলিক শান্তি, স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে একজোট। তিন নেতার একটি ছবিও পোস্ট করেছেন দার। পাক বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিন বিদেশমন্ত্রী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে সহযোগীতা আরও গভীরে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আফগানিস্তানে সিপেক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে এর আগে পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে ভারতকে সমর্থন করেছিল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। সম্প্রতি মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে কথাও হয়েছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি।

ব্যারাকপুর থেকে বাগডোগরা, সন্দেহজনক গতিবিধি জ্যোতির

চণ্ডীগড় ও কলকাতা, ২১ মে : পাকিস্তানের চর সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছেন ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। খবর, জ্যোতি 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারতের ব্ল্যাকআউট সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্য পাকিস্তানে পাঠিয়েছিলেন। তদন্তে উঠে এসেছে, তিনি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক সদস্য 'দানিশ'-এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

জ্যোতির ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ও ডায়েরি খতিয়ে দেখে আরও তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দাদের অনুমান, বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরিই ছিল জ্যোতির।

জ্যোতির পশ্চিমবঙ্গ সফর নিয়েও এখন গভীর তদন্ত চলছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তিনি একাধিকবার বাংলায় এসেছিলেন শুধু তা-ই নয়, টো টো করে ঘুরেওছিলেন ব্যারাকপুর, শিলিগুড়ি, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা গুরুত্বপূর্ণ একাধিক এলাকায়।

তাঁর ব্লগে কলকাতার শিয়ালদা, হাওড়া, দমদম স্টেশন, গেদে সীমান্ত, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বরানগর মেট্রো স্টেশন, করোনেশন ব্রিজ, কাঁকুড়গাছি ব্রিজ, বালি ব্রিজ, দামোদর ব্রিজ, পার্ক সার্কাসের সেভেন পয়েন্টস ইত্যাদি জায়গার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করা রয়েছে। পুলিশের দাবি, তিনি অন্তত বার তিনেক কলকাতায় এসেছেন। একবার শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ব্যারাকপুরে গিয়েছিলেন। খাওয়াদাওয়াও করেন সেখানকার জনপ্রিয় রেস্তোরাঁতে।

কলকাতায় ঘোরাঘুরির সময় জ্যোতির সঙ্গী ছিলেন স্থানীয় ব্লগার

পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও, চরের কাছে আবদার

সৌমিত ভট্টাচার্য। গত বছর জানুয়ারিতে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়। কলকাতায় পৌঁছে জ্যোতি সৌমিত্রকে ফোন করেন। পরে তাঁরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেন। সৌমিত জানিয়েছেন, 'ও পাকিস্তানের

সঙ্গে যুক্ত তা জানলে আমি কলকাতায় ঢুকতেই দিতাম না।' পুলিশ জানায়, দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে তিনি শিলিগুড়ির এক হোটেলে ছিলেন, দাবি করেছিলেন ভুটান যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই সফর চলাকালীন তিনি চিকেনস নেক (শিলিগুড়ি করিডর) এলাকাতেও গিয়েছিলেন, যা কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর বাগডোগরা ও হাসিমারা ঘাঁটি এবং সুকনায় ৩৩ কোরের সদর দপ্তর। ব্যারাকপুরেও রয়েছে প্রাচীনতম বিমানঘাঁটি ও সেনা-প্রশাসনিক ভবন। কলকাতা হল ইস্টার্ন কমান্ড-এর সদর দপ্তর। সবমিলিয়ে তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, জ্যোতি তাঁর ভ্রমণব্লগার পরিচয়ের আড়ালে ভারত থেকে কোনও গোপন তথ্য পাচার করতেন কি না।

হরিয়ানা পুলিশের তরফে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবস্থানকালে জ্যোতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন তা বিস্তারিতভাবে জানাতে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, অন্য রাজ্যের তদন্তকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে তদন্ত চলছে।

সম্প্রতি জ্যোতি এবং আলি হাসান নামে এক আইএসআই এজেন্টের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের কিছু অংশ সামনে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই আইএসআইয়ের চরকে বিয়ের প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছিলেন জ্যোতি। তিনি হাসানকে বলছেন, 'গেট মি ম্যারিড ইন পাকিস্তান' (অর্থাৎ 'পাকিস্তানে আমার বিয়ে দাও')। এই কথার মাধ্যমে তাঁর পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

দ্বাদশ শ্রেণির পর

উচ্চশিক্ষার রোডম্যাপ

সুতপা সাহা, অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ,
সূর্য সেন কলেজ, শিলিগুড়ি

সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না- এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্যলাভ সম্ভব।

আজকের সময়ে বুঝতে হবে যে, গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে পেশাগত ডিগ্রির চাহিদা প্রচুর। নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়তে আজকের দিনে প্রফেশনাল ডিগ্রির চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সায়েন্সের বিষয়গুলি নিয়ে পড়লে অত্যন্ত দ্রুত সাফল্য পাওয়া যাবে অথবা আর্টসের বিষয় নিয়ে পড়লে পরবর্তীতে কোনওরকম সাফল্য পাওয়া যাবে না - এই সমস্ত ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল। যে কোনও বিষয় নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাফল্য লাভ সম্ভব। আগামীদিনে কোনও বিষয় নিয়ে পড়লে অথবা কোনও কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি সাফল্য পাবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সঙ্গে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করাও সমান জরুরি। মনে রাখা প্রয়োজন যে উন্নত দেশগুলো গতানুগতিক শিক্ষা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়েন পড়ুয়ারা। বেশিরভাগেরই নিজেদের ইচ্ছের থেকেও বেশি পরিবারের চাপ থাকে ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। কেউ আবার ভর্তি হতে চান প্রথাগত বিজ্ঞান বিষয়ে বা কলা বিভাগে কিংবা বাণিজ্য শাখায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে সরকারি চাকরির সুযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। অনেকেই সেই পথে যোগ্যতা অর্জনে আগ্রহী হন।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে কারণ আজকের দ্রুত ডিজিটালাইজড বিশ্বে অসংখ্য পেশা প্রবেশ করেছে। ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যানিমেশন, ই-সেলিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ইভেন্ট প্ল্যানিং, শেফ, কনটেন্ট রাইটার, কনসালট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, ডিজিটাল মার্কেটার এবং আরও অনেক পেশা আজকের তরুণদের আকর্ষণ করছে।

আজকালকার দিনে সবথেকে লাভদায়ক কেরিয়ার হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করা। আজকের দিনে এআইয়ের সাহায্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করে চলা কাজ মাত্র কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI Technology) এসে যাওয়ায় বহু বড় বড় সংস্থা কর্মী নিয়োগের বদলে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আর এমন কর্মীই চাইছে সংস্থাগুলি যারা এই নয়া প্রযুক্তি (Best AI Course) সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ফলে এই সেক্টরে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, ডিগ্রি রয়েছে, তাঁরা প্রাধান্য পাবেন বেশি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত দক্ষতার কারণে বহু সংস্থা তাদের প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল চ্যাটজিপিটি, গুগল জেমিনি ইত্যাদি। এআইয়ের জগতে দারুণ কেরিয়ার তৈরি করতে গেলে কম্পিউটার সায়েন্স এবং গণিতের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

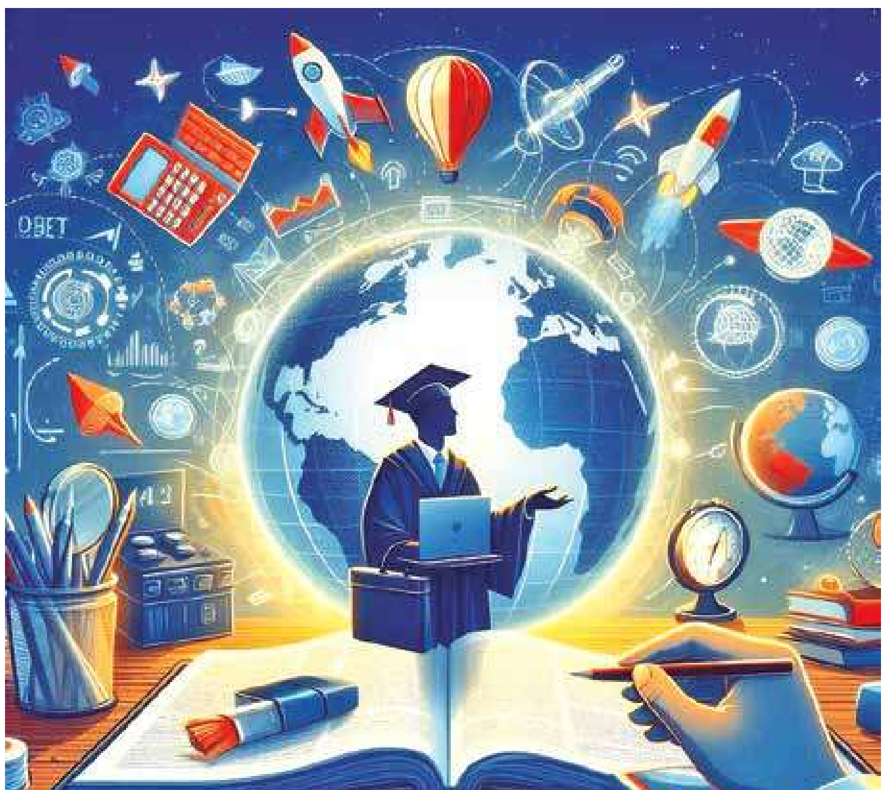

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময়ে চালু হয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি কোর্স। যার পোশাকি নাম 'লোককথা পর্যটন ও সমষ্টি উন্নয়ন'। মাত্র ২০০০ টাকা খরচ করে ছ'মাসের এই সার্টিফিকেট কোর্সটি করতে পারা যায়। অনলাইন ও অফলাইন দু'ভাবেই করা যায় ক্লাস। বিশেষজ্ঞদের দাবি, আগামীদিনে পর্যটন ও লোকশিল্পের গুরুত্ব আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে এই ধরনের কোর্স করা থাকলে নতুন ধরনের কাজের বাজারে পা ফেলতে সুবিধা হবে তরুণ-তরুণীদের। পর্যটনের স্টার্ট আপ শুরু করার ক্ষেত্রেও এই কোর্সটি সহায়ক হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ শিক্ষার্থী NEET-এ বসেন। MBBS, BAMS, BHMS, BDS-এর মতো মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য NEET পাশ করা বাধ্যতামূলক। এটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা এবং এতে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। যদি কেউ NEET-এ অকৃতকার্য হন বা অল্প সময়ে মেডিকেল ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে চান, তাহলে স্বল্পমেয়াদি মেডিকেল কোর্স তাদের জন্য ভালো বিকল্প হতে পারে।

আর্টস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও যদি চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করতে চান, তাহলে তারা নার্সিং, ফিজিওথেরাপিস্ট, প্যারামেডিকেল কোর্স বা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। এছাড়া নার্সিং (GNM), ফার্মাসি, ডিফার্ম প্রভৃতির পাশাপাশি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনলজি (DMLT), ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনিসিয়ান (EMT), ফ্লেবোটমি টেকনিসিয়ান, সার্টিফিকেট ইন জেরিয়াট্রিক কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্স (CGCA), প্রভৃতি কোর্সের খোঁজখবর নিতে পারেন।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা দ্রুত সাফল্য পেতে চান এবং পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন চাকরির কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলি দিতে চান তাঁরা কিন্তু অবশ্যই পাশ কোর্স নির্বাচন করবেন।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দ অনুসারে ভ্রমণ ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা, ফ্যাশন ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন ডিজাইনিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলিতে ভর্তি হয়ে নিজেদের স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পেয়ে যান। তবে এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে ফোটোগ্রাফি, ওয়েব ডিজাইনিং, অ্যানিমেশন, জেমোলজি-র মতো বিষয়গুলি। এছাড়াও UGC এবং AICTE-এর তরফে কার্যকরী নানা ধরনের প্রফেশনাল কোর্স রয়েছে। এই সমস্ত কোর্সের আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে পারবেন।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের আগামীকালের অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত করা। এটি অভিযোজনযোগ্যতা, সৃজনশীলতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার মতো দক্ষতা প্রদান করে যা পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক দৃশ্যপটে সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেনে নাও নতুন বিষয় সম্পর্কে

ডঃ বিপুল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, কালিয়াগঞ্জ কলেজ
উত্তর দিনাজপুর

● ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স :

ডেটা সায়েন্স হল একটি বিশেষ কোর্স, যেখানে বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় থেকে বিভিন্ন ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ এবং তার প্রক্রিয়াকরণ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

উচ্চমাধ্যমিকের পরে করা যেতে পারে বিএসসি ইন ডেটা সায়েন্স। এই কোর্সটি পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক এবং রসায়নবিদ্যা বিষয় তিনটি নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা ১৭ বছর। ভর্তি হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু প্রবেশিকা পরীক্ষাও রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এই সমস্ত পরীক্ষা দিতে পারেন। কলকাতায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ডেটা সায়েন্সে বিএসসি করা যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোর্সটি করতে ১ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত কোর্স ফি হতে পারে।

এই কোর্স করলে ভবিষ্যতে বড় সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে অ্যানালিটিক্স এবং ডেটা সায়েন্স-এর মতো বিষয়গুলি সারা বিশ্বের প্রতিটি সংস্থার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে দেশ-বিদেশে দুর্দান্ত কেরিয়ারের সুযোগ রয়েছে। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, উইপ্রো, ইনফোসিস, রিলায়েন্সের মতো সংস্থায় চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এই কোর্স করে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

● আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং :

কম্পিউটার সায়েন্সের অধীনস্থ দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং। এই দুটি বিষয় ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম তৈরি করার জন্য শ্রেষ্ঠ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং মেশিন লার্নিং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এদের কার্যাবলি আলাদা। মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা এবং আচরণ হল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। অন্যদিকে, মেশিন লার্নিং হল মেশিনগুলিকে এআই-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা এবং মেশিন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা।

কোর্সটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। কোর্সের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা রয়েছে। সেগুলি উত্তীর্ণ হলেও ভর্তি হওয়া যায়। পাশাপাশি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধা অনুযায়ী ভর্তি হওয়া যায়। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের এবং দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বিষয়ে বিটেক করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে সাড়ে তিন লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এই কোর্স ফি হতে পারে।

আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া আমরা অচল। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য- সর্বত্রই উন্নত সফটওয়্যার, টেকনলজি- ইত্যাদির অবদান অনস্বীকার্য। তাই চাহিদার ওপর নির্ভর করে এই কোর্সটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। গুগল, ফেসবুক, অ্যাপল-এর মতো বিভিন্ন স্বনামধন্য সংস্থাগুলিতে এই কোর্স করে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

অভিব্যক্তির খুঁটিনাটি

মৌমিতা বিশ্বাস, শিক্ষক
শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

১. অভিব্যক্তি কথার অর্থ কী?

উঃ- স্পেনসার Evolution বা অভিব্যক্তি শব্দটির জনক। ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে Evolution শব্দটির উৎপত্তি। জীবের সকল ধারাবাহিক ক্রমিক পরিবর্তন যা সরল থেকে উন্নততর জটিল জীবের সৃষ্টি করে একে অভিব্যক্তি বা বিবর্তন বলে।

২. কেমোজেনি বা ' রাসায়নিক বিবর্তনবাদ' কাকে বলে?

উঃ- বিজ্ঞানী হ্যালডেন ও ওপারিন কেমোজেনির পর্যায়গুলিতে লক্ষ করেন প্রাচীন পৃথিবীতে বিভিন্ন অজৈব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলি পারস্পরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জীব গঠনের উপযুক্ত রাসায়নিক সৃষ্টি করে, একে কেমোজেনি বলে।

৩. হট ডাইলিউট সুপ বলতে কী বোঝো?

উঃ- আদিম পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে 1000^0C-এ নেমে আসলে অজৈব যৌগগুলি সরল জৈব যৌগ গঠন করে। বৃষ্টির জলের এই সরল জৈব যৌগগুলি সমুদ্রের জলে মিশে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ গঠন করে তা হট ডাইলিউট সুপ। হ্যালডেন একে প্রিবায়োটিক সুপ যা আদিকোষ সৃষ্টি করে বলে অভিহিত করেন।

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

৪. কোয়াসারভেট কী?

উঃ- আদিম পৃথিবীতে উত্তপ্ত জলে শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন প্রভৃতির বৃহদাকার জৈব অণুগুলি আন্তরাণবিক বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ও মিলিত হয়ে যে বড় কোলয়েড বিন্দু তৈরি করেছিল তাদের কোয়াসারভেট বলে। বিজ্ঞানী ওপারিনের মতে এর থেকেই প্রোটোসেলের আবির্ভাব ঘটে।

৫. কোয়াসারভেট-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ- কোলয়েড বিন্দুগুলি নির্মিত 'পর্দা' বিন্যস্ত হয়ে হট ডাইলিউট সুপ থেকে পৃথক ছিল।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে উপাদানের নির্বাচিত শোষণে এরা সক্ষম হয়।

৬. মাইক্রোস্ফিয়ার কী?

উঃ- বিজ্ঞানী সিডনি ফক্স-এর মতে, হট ডাইলিউট সুপে, লিপিড পর্দাবেষ্টিত ও বিভাজন ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট গোলকের আবির্ভাব হয়, যা নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এবং অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত এগুলিই মাইক্রোস্ফিয়ার। ফক্স-এর মতানুসারে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি মাইক্রোস্ফিয়ার থেকে হয়, কোয়াসারভেট থেকে নয়।

৭. প্রোটোসেল কী?

উঃ- কোয়াসারভেটের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডের অনুপ্রবেশ ঘটলে তা প্রথম আদি কোষ বা প্রোটোসেল গঠন করে। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলি থেকে প্রোটোসেল সৃষ্টি হয়েছিল।

বিষয় পরিচিতি : জন প্রশাসন

সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
ঘোষপুকুর কলেজ, দার্জিলিং

শিক্ষা একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান দশকগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে অনেকদিন আগে থেকেই গতানুগতিক শিক্ষার বদলে পেশাভিত্তিক অর্থাৎ রোজগারের পথ সুগম হয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আমাদের দেশে নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-তে এমনই কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য করা হয়েছে।

যারা সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছ তারা স্নাতক স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি বেছে নিতে পারো। জন প্রশাসন বর্তমান দশকে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের কাঠামো, কার্যাবলি ও আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটায়, যা আজ কর্মসংস্থানের পথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়টি অধ্যয়নের মূল উপযোগিতা হল :

১। নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি।

২। আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ও উন্নয়ন।

৩। বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি।

৫। জনগণকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবা প্রদান।

জন প্রশাসনের সঙ্গে পরবর্তীতে যদি প্রশাসনিক আইন অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় আইনি প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনা করা জন প্রশাসকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে কর্তৃত্বের মান বজায় রাখার জন্য আইনি বিষয়গুলি জানা থাকলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা জরুরি। যে কোনও নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জন প্রশাসন অধ্যয়ন প্রয়োজন।

জন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব :

১। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় প্রশাসকের পদ।

২। সচিব অথবা প্রশাসনিক সহকারী।

৩। মানবসম্পদ প্রশাসন।

৪। গ্রাহক সেবা প্রতিষ্ঠান।

৫। বাজেট বিশ্লেষক এবং তথ্য বিশ্লেষক।

৬। স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা বা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা।

৭। জনজীবন পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয় এবং উল্লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়।

1. Banaras Hindu University (through CUET- UG & PG).
2. Jamia Millia Islamia University (CUET- UG & PG).
3. Tata Institute of Social Science (CUTE- UG & PG).
4. Pondicherry University (CUET- UG & PG).
5. Punjab University (CBSE or equivalent Result).
6. Madras Christian College, Chennai (CBSE or equivalent Result & admission test).
7. Utkal University (CBSE or equivalent Result and admission test).
8. University of Lucknow (CBSE or equivalent Result).

উপরোক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে জন প্রশাসন বিষয়টি পড়ানো হয়। যেমন: Amity University (Noida & Ranchi); Adamas University (Kolkata); Lovely Professional University (New Delhi) etc.

জ্ঞান ও দক্ষতার ভারসাম্য ভবিষ্যতের পথে গুরুত্বপূর্ণ

রমেন্দ্রনাথ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ, আলিপুরদুয়ার

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক তোমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরীক্ষা। বিশেষত উচ্চমাধ্যমিকের পর কোন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে এটা তোমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

গতানুগতিকভাবে না ভেবে একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে হবে বিষয় নির্বাচনে। আমরা শিক্ষক এবং অভিভাবকরা অনেক সময়ই ছাত্রছাত্রীদের পছন্দকে কম গুরুত্ব দিয়ে আমাদের মতকে তাদের উপর চাপিয়ে দিই। এইজন্য অনেক ছাত্রের সফলতা আসে না বা দেরিতে তাদের কর্মসংস্থান হয়। তোমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে বিষয় নির্বাচনে – ১) কোন বিষয় পড়াশোনা করতে তোমার ভালো লাগে, ২) সেই বিষয়টির বর্তমানে কেমন চাহিদা অর্থাৎ সেই বিষয়টিতে চাকরির বাজার কেমন? যদি এমন হয় যে বিষয়টি তোমার পড়তে ভালো লাগে সেই বিষয়টির বর্তমানে চাহিদা নেই তবে তোমার দ্বিতীয় অপশন বেছে নিতে হবে। যদি দ্বিতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে তৃতীয় অপশন নিতে হবে। যদি তৃতীয় অপশনের ক্ষেত্রেও একই হয় তবে সেটিও ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, তোমার একটা সিদ্ধান্তে তোমার জীবনে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুলে যায় না।

উচ্চমাধ্যমিকের পর কোনও ছাত্রছাত্রী ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, দর্শন, শিক্ষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করলে বিভিন্ন পেশার সুযোগ থাকে। ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করবে তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি, জাদুঘর কিউরেটর, মিউজিয়াম কর্মী, জার্নালিস্ট, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক গবেষণাগারে ও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কাজের সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organaisation) বিভিন্ন শাখা অফিসগুলিতে কাজের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদে জানতে গৌহাটি UNESCO সেন্টারে খোঁজ নিতে পারো। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে চাইলে NET (National Eligibility Test) অথবা SET (State Eligibility Test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। NET পরীক্ষায় পাশ করলে ভারতের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। আবার SET পরীক্ষায় পাশ করলে রাজ্যের যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৫৫% (জেনারেল ক্যাটিগোরি) ও ৫০% (তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি) নম্বর থাকতে হবে। কেউ যদি IAS (Indian Administrative Service), IPS (Indian Police Service)-এ যোগ দিতে চায় তারাও বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ মূল পরীক্ষার লিখিত বেশ কয়েকটি পেপার শুধু ইতিহাসের উপর থাকে।

সময় পালটে যাচ্ছে, নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পছন্দমতো পড়তে হবে। সাফল্য আসবেই। শুধু নেগেটিভ চিন্তা না করে পদ্ধতি মেনে পড়তে হবে। সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারো। এখন বেশ কিছু শুল্কমুক্ত অনলাইন সরকারি নির্ভরযোগ্য সাইট রয়েছে যেখান থেকে তোমরা সমস্ত বিষয়ের বই ও স্টাডি মেটিরিয়াল পেতে পারো। মনে রাখতে হবে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আকাশছোঁয়া। তাই শুরু থেকেই পরিশ্রম করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা দক্ষতা বিকাশ কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত জ্ঞান এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

দিনবদলের হাওয়ায় বিয়ের টোপর

বিয়েতে টোপর নিয়ে গুরুজনদের কথাই হল, ‘টোপর শোলার হলেও তা ভারী কিন্তু লোহার মতো।’ বিয়ের অনুষ্ঠানে টোপর শুধু তার সৌন্দর্যের কারণেই পরা হয় না, টোপর পরার বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্যও রয়েছে। সে কারণেই টোপর পরা বরের অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। এই নিয়ে সমাজে নানা সংস্কারও রয়েছে। তাই টোপর খুব সাবধানে ব্যবহার করা হয়। এই টোপরেও এখন দিনবদলের ছোঁয়া লেগেছে, আলোকপাত করলেন তমালিকা দে।

শিলিগুড়ি, ২১ মে : আর বিয়েতে যতই অবাঙালি রীতি যুক্ত হোক না কেন টোপর ছাড়া যে বাঙালি বিয়ে সম্পূর্ণ নয় তা নতুন প্রজন্মের বরকনেরাও জানেন। তবে হ্যাঁ, শোলার টোপর আদ্যিকালের সেই ম্যাড়মেড়ে মার্কা হবে তা কিন্তু নয়। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে শোলার এই বিশেষ অলংকারেও। পোশাক, গয়নার পাশাপাশি টোপরেও চমক আনতে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে জরি, চুমকি, পুঁতি। অনেকে আবার বেছে নিচ্ছেন কাস্টমাইজড টোপরও।

এখন বিয়ের মরশুম চলছে। তাই ব্যস্ততা বেড়েছে টোপর তৈরির কারিগরদেরও। টোপর তৈরি নিয়ে ঘোগোমালির বাসিন্দা কৃষ্ণ সরকার বলেন, ‘বাজারে যে টোপর পাওয়া যায় সেখানে খুব একটা ভ্যারাইটি থাকে না। যাঁরা বিয়ের সাজ নিয়ে সচেতন, তাঁরা সেই টোপর পছন্দ করেন না। বরং তাঁদের বিয়ের শাড়ি, অলংকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টোপর আমার কাছে অর্ডার দেন।’ তিনি জানান, এই টোপরগুলোকে সুন্দর করে তুলতে বিভিন্ন স্টোন, চুমকি, পুঁতি ব্যবহার করা হয়। তাই এগুলোর দাম ছয়শো থেকে শুরু হয়।

টোপর যে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একথা শুনে হাসতে হাসতে বছর ষাটের মনা নন্দী বলেন, ‘আমাদের সময় বিয়ের টোপর নিয়ে বাড়তি কোনও উৎসাহ ছিল না। বাড়ির মা, পিসিরা গিয়েই কিনে আনতেন। অথচ এখন কত ডিজাইন।’ বাংলার শোলার কাজের শিল্পীরা, ‘মালাকার’ হিসেবে পরিচিত। তাঁদের আদি বাসস্থান নাকি উত্তরপ্রদেশের মথুরা। সেখান থেকে বাংলায় এসেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে।

বিয়েতে কমবেশি সকলেই চান নতুনত্বের ছোঁয়া আনতে। বিশেষ করে কনেরা বিয়ের সাজের ব্যাপারে বেশি খুঁতখুঁতে। পরের বছর বিয়ে ভারতনগরের বাসিন্দা দেবস্মিতা দত্তের। তবে এখন থেকেই মেকআপ আর্টিস্ট বুক করা থেকে বিয়ের কোনদিন কী ধরনের সাজ হবে তা ঠিক করে ফেলেছেন।

সরকারি ব্যাংকের অফিসার দেবস্মিতা বলেন, ‘বিয়ের সাজের সঙ্গে যদি টোপর মানানসই না হয় তাহলে বিয়ের সাজ ফোটে না। একথা আমাকে আমার মেকআপ আর্টিস্টই জানিয়েছেন। তাই দিদি ও বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বিয়ের শাড়ি ও গয়নার সঙ্গে মানানসই টোপর ঠিক করেছি।’ দেবস্মিতার মতো সাজের ব্যাপারে সচেতন প্রধাননগরের আয়েশা সরকারও। তিনি জানান, বাজারে যে টোপর পাওয়া যায় তা আমার পছন্দের নয়। তাই অর্ডার দিয়েছি। কাস্টমাইজড টোপরশিল্পীরা জানান, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের বেশিরভাগ মেয়েরাই এই ধরনের ডিজাইনার টোপর অর্ডার বেশি দিচ্ছেন।

মেহেন্দির মতো অবাঙালি কালচার বাঙালি বিয়েতে জায়গা পেলেও টোপর যে বছরের পর বছর ধরে বাঙালি বিয়েতে ঐতিহ্য বহন করে চলবে, তা কিন্তু চাহিদা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর শোলাশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ অনেকটা ফিকে হয়ে গেলেও, পরম্পরাগত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তা অনেকাংশে জুড়ে থাকায়, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও শোলাশিল্প কিন্তু আজও টিকে আছে।

সাজসজ্জার বাহার

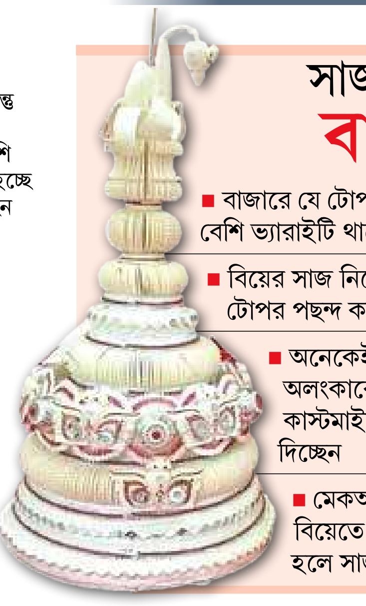

- বাজারে যে টোপর পাওয়া যায় তাতে বেশি ভ্যারাইটি থাকে না
- বিয়ের সাজ নিয়ে সচেতনরা বাজারের টোপর পছন্দ করেন না
- অনেকেই এখন শাড়ি, অলংকারের সঙ্গে মানিয়ে কাস্টমাইজ টোপরের অর্ডার দিচ্ছেন
- মেকআপ আর্টিস্টদের মতে, বিয়েতে টোপর মানানসই না হলে সাজ পরিপূর্ণ হয় না

“আমাদের সময় বিয়ের টোপর নিয়ে বাড়তি কোনও উৎসাহ ছিল না। বাড়ির মা, পিসিরা গিয়েই কিনে আনতেন। অথচ এখন কত ডিজাইন।”
মনা নন্দী

ইস্টার্ন বাইপাসে ঠাকুরনগর রেলগেটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

মহিলাকে মারধরে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২১ মে : মদ্যপের হুজ্জতি। ফাস্ট ফুড দোকানের মালিককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি মেডিকেল ফাঁড়ি এলাকার ঠিকনিকাটার। ৫৬ বছর বয়সি ওই মহিলা বাঁ চোখ, মাথা ও বুকে চোট পেয়েছেন। মঙ্গলবার রাতের ঘটনায় সন্দীপ প্রধান নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্ত কলমজোতের বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ওই মহিলার অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে নিজের ফাস্ট ফুডের দোকানে কাজ করছিলেন তিনি। সেসময় মদ্যপ অবস্থায় তরুণ দোকানের সামনে আসে। বিভিন্নভাবে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। প্রথমে অভিযুক্তের কীর্তিকলাপে পাত্তা না দেওয়ায় সে দোকানের আসবাবপত্র ভাঙচুর শুরু করে। মহিলাটি বাধা দিতে গেলে তাঁর ওপর চড়াও হয় অভিযুক্ত।

নির্যাতিতার ব্যাখ্যায়, ‘ওই ছেলেটি সজোরে আমার বাঁ চোখে ঘুসি মারে। তারপর পড়ে গেলে লাথি-ঘুসি মারতে শুরু করে।’ এমনকি তিন মাসের মধ্যে তাঁর দোকান উঠিয়ে দেওয়া এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ এসে সন্দীপকে পাকড়াও করে। মহিলাকে আনা হয় মেডিকেলে। এরপর নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিতর্কিত বিল্ডিংয়ের তদন্তে নোটিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ মে : অভিযোগপত্র পাঠিয়ে কাজ হয়নি। তবে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের রাজা রামমোহন রায় রোডের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে তদন্ত শুরু করল পুরনিগম। ইতিমধ্যে বিল্ডিংয়ের কাগজপত্র প্রাথমিকভাবে দেখা হয়েছে। তারপর ২২ তারিখ এলাকায় গিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিকরা। সেইমতো নির্মাণকারী সংস্থা, অভিযুক্ত সহ সমস্ত পক্ষকে নোটিশ দিয়েছে পুরনিগম।

২২ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে পুরনিগমের বাস্তুকাররা এলাকায় মাপজোখ করতে যাবেন। এরপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অভিযোগকারী জ্যোতির্ময় দাসের বক্তব্য, ‘অবৈধ নির্মাণ তো হয়েছে। পুরনিগম সঠিকভাবে তদন্ত করলেই সব বেরিয়ে আসবে। প্রভাবশালীর ঘরে সঠিক তদন্ত হওয়া নিয়ে কিছুটা সন্দিহান রয়েছি।’

রাজা রামমোহন রায় রোডের ওই বহুতল নিয়ে ২০২১ সাল থেকেই বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, প্ল্যানের বাইরে গিয়ে বহুতল নির্মাণ করা হয়েছে। বহুতল তৈরির সময় চারপাশে পর্যাপ্ত জায়গা ছাড়া হয়নি। কমার্সিয়াল কাজের জন্যে ওই বহুতল ব্যবহার করা হলেও ঠিকমতো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা করা হয়নি। ২০২১ সালে ওই বিল্ডিংয়ে একটি বিরিয়ানির দোকান খোলা হয়েছিল। কিন্তু জ্যোতির্ময় দাসের অভিযোগের পর পুরনিগম তদন্ত করে খামতি পায়। এরপর ওই বিল্ডিংয়ে থাকা বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। বিল্ডিং এতদিন বহালতবিয়তেই ছিল। সম্প্রতি ফের ওই বহুতলে নতুন রেস্তোরাঁ চালু করার তোড়জোড় শুরু হয়। এরপরেই এলাকার নাগরিক সমাজের নাম করে ফের শিলিগুড়ি পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এপ্রিল মাসের ১২ তারিখ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর দীর্ঘদিন কোনও পদক্ষেপ করছিল না শিলিগুড়ি পুরনিগম। সম্প্রতি বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রচারে আসে। মেয়র গৌতম দেবের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো প্রাথমিক তদন্তের পর ফিজিকাল ভেরিফিকেশনের জন্যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

কী অভিযোগ

- এই বহুতলে প্ল্যানের বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে
- ভবন তৈরির সময় চারপাশে পর্যাপ্ত জায়গা ছাড়া হয়নি
- কমার্সিয়াল কাজের জন্য ভবন ব্যবহার করা হলেও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই
- এই বিল্ডিংয়ে প্রথমে বিরিয়ানির দোকান খোলা হলে আপত্তি ওঠে

প্রফুল্লনগরে রাস্তা ও নালা বেহাল

শিলিগুড়ি, ২১ মে : শহরের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রফুল্লনগর এলাকা একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। একদিকে রাস্তার বেহাল দশা, অন্যদিকে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা নেই। অল্প বৃষ্টিতেই এলাকায় জল জমে যায়। বৃষ্টির দিনে সমস্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। ফলে স্থানীয়দের যাতায়াত করতে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। জল জমায় গাড়ি, বাইক আটকে দুর্ঘটনাও ঘটে। একাধিকবার প্রশাসনের কাছে এলাকার পরিস্থিতির পরিবর্তনের দাবি জানানো সত্ত্বেও লাভ হয়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন দে’র মতো অনেকেই জানিয়েছেন।

বুধবার চম্পাসারি রোড ধরে প্রফুল্লনগরে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দা বিবেক দাস বলছিলেন, ‘এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’ স্থানীয় ব্যবসায়ী নির্মল ঘোষ জানালেন, বৃষ্টি হলে রাস্তার গর্তগুলি জলে ভরে যায়। কিছুদিন আগে এক টোটোচালক এই গর্তটি টের না পেয়ে যাত্রী সহ টোটোটি উলটে যায়। ঘটনায় কয়েকজনের আঘাত পান। স্থানীয় বাসিন্দা প্রিয় কর্মকার বললেন, ‘গোটা বছর ধরে নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করা হয় না। প্রশাসনের এই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কার করা উচিত।’

বর্ধমান রোডে যানজট দূরপাল্লার বাসে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ মে : রাস্তার মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে বিহারগামী বাস। এরই মধ্যে চলছে মাল নামানো-ওঠানোর কাজ। বর্ধমান রোড রেলব্রিজ পেরিয়ে এয়ারভিউ মোড় যাওয়ার পথে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকছে দূরপাল্লার বাসগুলি। সকাল থেকে শুরু করে দিনের ব্যস্ত সময়ে বাসগুলি দাঁড়িয়ে থাকায় রীতিমতো সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এমনিতেই ওই রাস্তায় ফ্লাইওভারের কাজ চলায় রাস্তা আগের তুলনায় অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাসগুলো যেভাবে রাস্তার ওপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছে তীব্র যানজট হচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, ‘ওই এলাকায় বেআইনি পার্কিং রয়েছে। তবে যেহেতু ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজের জন্য মাটি খোঁড়া হয়েছে তাই গাড়িগুলি রাস্তায় চলে আসছে এতে আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে। তবে আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে বলেছি দ্রুত গর্তগুলো ভরাট করতে। তাতে সমস্যা মিটে যাবে।’

বুধবার সকালে ওই রাস্তা দিয়েই এয়ারভিউ মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন মৃন্ময় দাস। এয়ারভিউ মোড়ের

অবৈধ পার্কিং

আগেই ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে যেতেই দেখলেন রাস্তার মাঝে একে একে চারটি দূরপাল্লার বড় বড় বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে তখন সারি সারি গাড়ি, লাইনে বাসও রয়েছে।

ক্ষোভের সুরেই তিনি বললেন, ‘ফ্লাইওভারের কাজ চলার দরুন, এমনিতেই এখন সবসময় বর্ধমান রোডে যানজট লেগেই থাকে। এরমধ্যেই এভাবে যদি রাস্তার একপাশ বরাবর বাস দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সত্যি কথা বলতে কিছু বলার নেই।’ একই কথা বলছিলেন, প্রায়দিনই ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী অর্জুন সরকার।

তিনি বলেন, ‘কখনও রাস্তার ওপরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে মাল ওঠানো-নামানোর কাজ। আবার কখনও যাত্রী তোলার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।’ স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার আর একপাশে বেশ কয়েকটি বাসের কাউন্টার রয়েছে। সেই কাউন্টারগুলোকে কেন্দ্র করেই এভাবে রাস্তার মধ্যে এভাবে বাসগুলি অবাধে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে। এভাবে চললে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাসের কথায়, ‘প্রশাসনের উচিত, অবৈধভাবে থাকা এই বাসগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। যেভাবে এই বাসগুলোকে কেন্দ্র করে যানজট বাড়ছে, তাতে করে পরবর্তীতে আরও সমস্যা বাড়বে।’

ঝামেলা মেটাতে গিয়ে প্রহৃত

শিলিগুড়ি, ২১ মে : কথায় আছে, অন্যের ঝামেলায় নাক গলাতে নেই। আর নাক গলালে কী পরিণতি হয়, সেটা বর্তমানে টের পাচ্ছেন মহম্মদ ফৈজান। দু’পক্ষের ঝামেলা মেটাতে গিয়ে বর্তমানে হাতে প্লেট লাগিয়ে বাড়িতে পড়ে রয়েছেন ওই তরুণ। অভিযোগ, ঝামেলা চলা দুজনের মধ্যে একজন ছিল অনীক দাস। ঝামেলা মেটাতে যাওয়ায় সেই অনীকেরই রোষের মুখে পড়েন ওই তরুণ। হাতে থাকা ব্যাট দিয়ে ফৈজানকে বেধড়ক মারধর করে অনীক। ঘটনার পর কয়েকদিন পালিয়ে থাকার পর বুধবার ভোরে অভিযুক্ত অনীককে সুভাষপল্লি এলাকা থেকে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ২৭ এপ্রিলের। ফৈজানের মা সাকিনা খাতুনের অভিযোগ, ওইদিন রাতে টিকিয়াপাড়ার রেললাইনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল ফৈজান। দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হতে দেখে তিনি এগিয়ে যান। ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করায় অনীকের রোষ গিয়ে পড়ে ফৈজানের ওপর। ফৈজান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গত ১০ মে অনীক ও তার বাবার বিরুদ্ধে সাকিনা অভিযোগ দায়ের করেন।

সংবাদদাতা চাইছে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
ইসলামপুর
এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২৭ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

রাস্তায় গোরু, যাতায়াতে যন্ত্রণা

শিলিগুড়ি, ২১ মে : এমনিতেই ইস্টার্ন বাইপাসে রাস্তা চলাচল করতে হয় প্রাণ হাতে নিয়ে। বড় বড় ট্রাক, বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য তো রয়েইছে, উপরন্তু দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা। দিনের বেশিরভাগ সময়ই রাস্তায় বসে থাকছে প্রচুর গোরু।

বেশ কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে আশিঘর থেকে ঠাকুরনগর রেলগেটের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার ওপরেই শুয়েবসে রয়েছে একাধিক গোরু। সন্ধ্যা নামলে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে গোরুগুলি। পরের দিন সকাল হতে না হতেই ফের একই ছবি। এর জেরে সমস্যায় পড়ছেন গাড়িচালক, পথচলতি মানুষ। বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। এ বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারের মন্তব্য, ‘প্রতিটি পঞ্চায়েতকে বলা হয়েছে তাদের এলাকায় যাঁরা গোরু পুষছেন, তাঁরা যেন নিজেদের এলাকায় গোরু বেঁধে রাখেন।’

এক বছরেই রাস্তা যেন জলাশয়, দুর্ভোগ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২১ মে : সংস্কারের এক বছরের মধ্যেই রাস্তা ফের বেহাল হয়ে পড়ায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। মাটিগাড়া রেলগেট পেরিয়ে শুঁটকি গুদাম থেকে তুম্বাজোত হয়ে শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় পর্যন্ত এই রাস্তাটি গিয়েছে। প্রায় চার কিলোমিটারের এই রাস্তার বেশিরভাগ অংশের দশা শোচনীয়। চতুর্থ মহানন্দ সেতু থেকে মাটিগাড়া রেলগেট পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটি পথশ্রী-১ প্রকল্পে ৯৪ লাখ টাকা ব্যয় করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সংস্কার করেছে। ঝংকার মোড় হয়ে মাটিগাড়া আসার সময়ে রাস্তার ডানদিকের একাংশ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ছে। বাকি অংশ মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত। প্রতিদিন রাস্তাটি দিয়ে যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের ভোগান্তি অনেকটাই বেড়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী অমরেশ গুপ্তা বললেন, ‘মঙ্গলবার রাতে বৃষ্টি হওয়ার ফলে জল জমে রাস্তা ডোবায় পরিণত হয়েছে। কাজের মান খারাপ হওয়ায় সারাইয়ের এক বছরের ভেতর এই হাল।’

প্রতিদিন বহু মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। মাটিগাড়া খাপরাইল মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এজন্য যানজট এড়াতে তুম্বাজোত হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে বহু মানুষ এই রাস্তাটি ব্যবহার করছেন। এছাড়াও রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ির চলাচলও বেড়েছে। দিনের বেলায় রাস্তা ধুলোয় ঢেকে থাকে। বৃষ্টি হলে গর্তগুলিতে জল জমে জায়গায় জায়গায় রাস্তাটি ডোবার আকার নেয়। শচীন কুমার নামে এক ব্যবসায়ী বললেন, ‘২৪ ঘণ্টাই এই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় সবারই দুর্ভোগ বেড়েছে।’ মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হেমরাজ ছেত্রী বললেন, ‘রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। এর আগে রাস্তা সংস্কারের জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছিলাম। তাতে কোনও কাজ হয়নি।’

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সন্তোষ চৌধুরী বলেন, ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির খুবই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। সমস্যা মেটাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে আর্জি জানিয়েছি।’ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ভোলা ঘোষের কথায়, ‘উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর যাতে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করে, সেব্যাপারে চেষ্টা করছি।’

জল জমে ভোগান্তি তুম্বাজোতের রাস্তায়। - সংবাদচিত্র

দুই দশকের ভরসা

PRABIN 20 YEARS OF EMPOWERING INVESTORS
96478 55333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri- 734001
AMFI Registered Mutual Fund Distributor.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

পর্যটক প্রবেশে ‘না’

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম

শিলিগুড়ি, ২১ মে : প্রাক বর্ষাতেই নতুন করে বিপর্যস্ত হল উত্তর সিকিম। টানা বৃষ্টির জেরে ফের ধস নামল একাধিক জায়গায়। যার জেরে লাচেন তো বটেই, লাচুংয়েও পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। তবে মঙ্গলবার আটকে পড়া পর্যটকদের বুধবার সকালে গ্যাংটক পৌঁছে দেওয়ায়, এবারের বিপর্যয়ে তেমন পর্যটক আটকে নেই উত্তর সিকিমে। বেড়াতে এসে যাতে পর্যটকরা দুর্যোগের জেরে সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য পারমিট দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংগন জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক অনন্ত জৈনের উপস্থিতিতে বুধবার উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকেই বর্তমান পরিস্থিতিতে আপাতত পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে নতুন করে মুন্সিথাংয়ে ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় চুংথাং-লাচেনের রাস্তা। ধস নামে মংগন-চুংথাং সড়কের শিবগেলেও। ফলে লাচুং যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়। ফিডং ও সাংকালানের মাঝে একটি জায়গায় জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে রাস্তার অনেকটা অংশ। যার জেরে বিপর্যস্ত এই এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই রাস্তাটি তো বটেই, বন্ধ রয়েছে লাচেন ও লাচুংয়ের রাস্তায় যান চলাচল। মঙ্গলবার রাতে সাংকালান সেতুর কাছে সিডব্লিউসি রোডে আটকে পড়েছিল গ্যাংটকগামী পর্যটকদের ৬০টি গাড়ি। ওই রাতেই পর্যটকদের গাড়িগুলিকে সেখানকার বিডিও অফিসের পার্কিংয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ব্লক প্রশাসন। বুধবার সাতসকালে কাদা ও ধসের মাটির কিছুটা সরিয়ে গাড়িগুলিকে গ্যাংটক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নতুন করে বৃষ্টি শুরুর পাশাপাশি ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় লাচেন ও লাচুং যাওয়ার রাস্তা। পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগাম ইস্যু করা পারমিট বাতিল করা হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য পারমিট ইস্যু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান।

হরি মন্দিরে চুরি

শিলিগুড়ি, ২১ মে : মঙ্গলবার গভীর রাতে শান্তিপাড়ার হরি মন্দিরে চুরি হয়। বুধবার ভোরে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মন্দিরের গেটের তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। এরপর তাঁরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। স্থানীয় বাসিন্দা দীপালি রায় বলেন, ‘মন্দির থেকে সাতটি পিতলের কলস, পিতলের ধূপদানি সহ বেশকিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে।’

অন্যদিকে, কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের চলন্তিকা কালী মন্দির সংলগ্ন একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় পুলিশ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম খুশবু দামি। বুধবার সাউথ কলোনি ওভারব্রিজের সামনে থেকে যাযাবর শ্রেণির ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ওই মহিলাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতে পাঠান।

প্রয়াণ দিবস পালন

চোপড়া, ২১ মে : চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন জানালেন, ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজারে দলীয় কার্যালয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির ৩৫তম প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরেই সান্দাকফু।। নেপালের ইলম জেলার তুমলিংয়ে। বুধবার সুদীপ্ত ভৌমিকের ছবি।

দুই শহরের ভোটার সুকান্তর স্ত্রী

তদন্তের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২১ মে : বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রীর দুই জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। তাঁর নাম রয়েছে জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাটে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ি থেকে বালুরঘাটে ভোটার কার্ড স্থানান্তরিত করেন সুকান্তর স্ত্রী কোয়েল চৌধুরী। কিন্তু তাঁর নাম থেকে গিয়েছে জলপাইগুড়ির ভোটার তালিকাতেও। সুকান্তের দাবি, সপ্তাহখানেক আগে বিষয়টি নজরে আসতেই কোয়েল নিজে জলপাইগুড়িতে থাকা নাম বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসককে তদন্ত করে সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছেন সিইও।

ভূত ভোটার নিয়ে কম শোরগোল হয়নি রাজ্য রাজনীতিতে। ভিনরাজ্যের ভোটারদের এরাজ্যে ঢুকিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জেলায় জেলায় ভূতুড়ে ভোটার ধরতে অভিযানে নেমেছিল তৃণমূল। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্তর স্ত্রীর দুই জায়গায় নাম থাকার বিষয়টি সামনে আসতেই, তা

> আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের।
>
> সুকান্ত মজুমদার

নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবিষয়ে সুকান্তর দাবি, ‘আমার স্ত্রী বিয়ের আগে জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ছিলেন। বিয়ের পর নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে নাম ট্রান্সফার করা হয় বালুরঘাটে। স্ত্রীর নাম যদি আগের জায়গায় কাটা না হয়, তার দায় প্রশাসনের। কারণ, কাজটি প্রশাসন করে থাকে। তবে তৃণমূল প্যাঁচে ফেলতে পারে বুঝতে পেরে আমি নিজেই আমার স্ত্রীকে দিয়ে নির্বাচন কমিশনে আগের জায়গার নাম কাটার জন্য আবেদন করিয়েছি।’

তবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে দাবি করুক, সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির সহকারী সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, ‘সুকান্ত মজুমদার মিথ্যা কথা বলছেন। আজ যখন বিষয়টি সামনে এসেছে, তখন তিনি তড়িঘড়ি বলছেন যে নাম কাটানোর আবেদন করেছেন। এমন তো নয়, বিষয়টি নজরে আসতে তড়িঘড়ি নাম কাটানোর বিষয়টি ফলাও করে বলছেন। তিনি দলের প্রভাব খাটিয়েই বালুরঘাটে স্ত্রীর ভোটার কার্ডে নাম তুলেছেন। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না।’ দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসক ও রিটার্নিং অফিসার বিজিন কৃষ্ণা বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।’

প্রাক্তনের হাত ধরে টানাটানি, শ্রীঘরে ঠাঁই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ মে : ছয় মাসের সম্পর্ক। পরিবার মানা করার পরেই অবশ্য সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রেমিকা। তবে ‘মুভ অন’ করতে পারেননি প্রেমিক তরুণটি। অভিযোগ, রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় বারেবারেই ওই তরুণ বিরক্ত করতেন প্রাক্তন প্রেমিকাকে। শেষমেশ রাস্তার মধ্যে প্রাক্তনের হাত ধরে টানাটানি করে শ্রীঘরে ঠাঁই হল ওই তরুণের। ধৃত তরুণকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধাননগর থানা এলাকার বছর কুড়ির ওই তরুণী বর্তমানে কলেজ ছাত্রী। একই পাড়ায় থাকার সুবাদে ওই তরুণের সঙ্গে পরিচিতি হয় ওই তরুণীর। ধীরে ধীরে সেই পরিচিতি বদলে যায় প্রেমের সম্পর্কে। যদিও একই এলাকায় বাড়ি থাকায় সেই প্রেম ধরা পড়ে যায় তরুণীর পরিবারের নজরে। বকাবকির চোটে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যান বলে দাবি ওই তরুণীর। আর এরপরেই ঘটে বিপত্তি। ওই তরুণীর অভিযোগ, ‘ছয় মাসের সম্পর্ক শেষ হওয়ার পর থেকেই ওই তরুণ যাওয়া-আসার পথে আমার পিছু নিতে শুরু করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় টিউশনে পড়তে যাওয়ার সময় বিরক্ত করতে থাকে।’ পরিবারের লোকজনও বিষয়টা বুঝতে পেরে তরুণীর পেছনে যান। মঙ্গলবার রাতে টি অকশন রোড ধরে পড়তে যাওয়ার সময় যথারীতি ওই তরুণ পিছু নিতে শুরু করেন ওই তরুণীর। এরপর হাত ধরে টানাটানি করতেই ওই তরুণী চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে শুরু করেন। পেছন থেকে ওই তরুণীর পরিবারও চলে আসে। এরপর পুলিশে খবর দিতেই গ্রেপ্তার হন ওই তরুণ।

অন্যদিকে, বোনকে ‘ব্ল্যাকমেল’-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার হল আরেক তরুণ। গত রবিবার ওই তরুণী প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর অভিযোগ, দেড় বছর আগে তাঁকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল তাঁরই খুড়তুতো ভাই। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে পেরে তরুণকে বিহারে পাঠিয়ে দেন। সম্প্রতি তরুণ শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। তারপর শুরু হয় অত্যাচার। তরুণীকে কলেজে যাতায়াতের পথে বিরক্ত করতে শুরু করে। এমনকি ছবি বিকৃত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় বলে অভিযোগ তরুণীর। তবে রবিবার অভিযোগ দায়েরের পর গা-ঢাকা দেয় অভিযুক্ত তরুণ। সোমবার রাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

লাগাতার চাপে ইস্তফা

প্রথম পাতার পর

যদিও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে অপমান বা গালিগালাজ করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রণজিৎ রায়। তাঁর বক্তব্য, ‘রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুসারে আমাদের প্রাপ্য ও বকেয়া ১২ শতাংশ ডিএ, বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে সব মিথ্যা ও সাজানো। উপাচার্য না থাকলেও এবং কর্মসমিতিতে সিদ্ধান্ত না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ শুধু আমাদের দাবি মানার ক্ষেত্রেই উলটো কথা বলা হচ্ছে।’ রেজিস্ট্রার না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বা শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম যে বাস্তবে বন্ধ হয়ে যাবে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন অন্য আধিকারিকরাও। কলা ও বিজ্ঞান দুই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিন মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথা, ‘সত্যিই সংকট তৈরি হবে। শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিবের কাছে দ্রুত সমস্যা মেটানোর অনুরোধ করেছি।’

জল বইছে রাস্তায়

প্রথম পাতার পর

সন্তোষীনগর মোড়ের ওই বড় ড্রেন বিগত চার থেকে পাঁচ মাস ধরে পরিষ্কার হয় না বলে অভিযোগ। ওই নিকাশিনালা দিয়ে পুরনিগমের ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের জল মহানন্দায় গিয়ে পড়ে। কিন্তু জল না যাওয়ায় ওই এলাকাগুলির নিকাশিনালার হালও বেহাল হয়ে রয়েছে। অবিলম্বে ওই নিকাশনালা পরিষ্কার না হলে চলতি বর্ষায় ওই ওয়ার্ডগুলির মানুষকে জল-যন্ত্রণা পোহাতে হবে।

অন্যদিকে, বিবেকানন্দ রোডের বড় ড্রেনে প্রতিনিয়তই স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ। যাবতীয় আবর্জনা বস্তায় ভরে ভরে ড্রেনে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর জেরে ড্রেনের মুখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মূলত ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ পুরনিগমের।

বৈঠক

চোপড়া, ২১ মে : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় বুধবার তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে দলের অঞ্চল কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন।

‘লক্ষ্মণরেখা’ মনে করালেন মমতা

সিকিমের জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের জলে বিপত্তি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ মে : লক্ষ্মণরেখার মধ্যেই থাকুন। সিকিম সরকারকে বুধবার এভাবেই কড়া ভাষায় বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিকিমের জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিকিমকে এইট সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমিই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে অনুরোধ করেছিলাম। আর আজ সিকিম আমাদের কথা ভাবছে না। যে যার নিজের নিয়ে আছে। একটা দুটো নয়, ১৪টা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করেছে। আর সেখান থেকে জল ছাড়লেই আমরা ভেসে যাচ্ছি।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ‘একটা ছোট্ট রাজ্য, একটা সাংসদ নিয়ে যা ইচ্ছে করে যাবে। আর আমরা সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়াব, এটা হতে পারে না। ওই রাজ্যের কে কোথায় রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায় হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করছেন, সেই খবর আমার কাছে রয়েছে। ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় ভরতুকি পায়, আয়কর দিতে হয় না। আমি আর কিছু বলতে চাই না।’ বাংলার ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করলে যে ছেড়ে কথা বলা হবে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সিকিমে বর্তমানে সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার (এসকেএম) সরকার রয়েছে। সেই দলের নেতা প্রেমসিং তামাং মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সখ্য রেখে চলছেন। নাম না করে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই নিশানা করলেন মমতা। বুধবার উত্তরকন্যায় উত্তরের আট জেলা নিয়ে প্রশাসনিক

> সিকিমকে এইট সিস্টার্সের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমিই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে অনুরোধ করেছিলাম। আর আজ সিকিম আমাদের কথা ভাবছে না। একটা দুটো নয়, ১৪টা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করেছে। আর সেখান থেকে জল ছাড়লেই আমরা ভেসে যাচ্ছি।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ে আলোচনায় মমতা সিকিম প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বলেন, ‘সিকিম তিস্তার ওপরে ১৪টা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে ফেলেছে। ফলে জলটা হঠাৎ করে আমাদের রাজ্যে এসে পড়ছে। যে যার নিজেরটা নিয়ে আছে। আমাদের প্রচুর পর্যটক সিকিমে যান। আমরা ওদের ভালোবাসি। আমাদের শিলিগুড়ি, কালিম্পং হয়েই ওরা যাতায়াত করেন। অথচ আমাদের কথা একবারও ভাবে না। সেখানে এতগুলি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র কেন অনুমতি দিলেন? আমরা এখানে দুটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র করতে চেয়েছিলাম, অনুমতি দেওয়া হল না। অথচ একটা ছোট্ট রাজ্য সিকিম, একটাই সাংসদ। যখন যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। আমাদের রুদ্ধ করে দিচ্ছে, বদ্ধ করে দিচ্ছে।’

মমতার মতে, ‘দার্জিলিং পাশে হলেও দার্জিলিং সুবিধা পায় না। সিকিম ৯০ শতাংশ কেন্দ্রীয় ভরতুকি পায়। ওদের সুবিধা আছে। ওরা ভুলে গিয়েছে যে, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় পবনকুমার চামলিংয়ের অনুরোধে আমি আবেদন করে সিকিমকে এইট সিস্টার্সে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। আর আজ যদি কেউ বাংলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাহলে আমরাও পালটা করতে পারি। প্রত্যেকটা রাজ্যেরই সীমাবদ্ধতা আছে, লক্ষ্মণরেখা আছে। তার মধ্যেই থাকা উচিত। আমাদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেললে আমরাও নিঃশ্বাস ফেলতে পারি।’

দুর্ঘটনার কবলে বিমান

অল্পের জন্য রক্ষা তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ মে : কাশ্মীর সফরের শুরুতেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ইন্ডিগো ৬ই-২১৪২ বিমানে ওঠে ডেরেক ও’ব্রায়েনের নেতৃত্বে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদলটি। তবে মাঝ আকাশে প্রবল টার্বুলেন্সের কবলে পড়ে বিমানটি। যার ফলে বিমানের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পাইলট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হওয়ায় সকলেই রক্ষা পান।

সন্ত্রাসবাদী হানার পর কাশ্মীরে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন প্রতিনিধিদলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ব্রায়েনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এই প্রতিনিধিদল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ’টার সময় শ্রীনগরে পৌঁছায়। প্রতিনিধিদলে ডেরেক ছাড়াও ছিলেন সাংসদ নাদিমুল হক, সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর ও বিধায়ক মানসরঞ্জন ভুঁইয়া।

শ্রীনগরে পৌঁছেই তাঁরা সোজা চলে যান ওমর আবদুল্লার বাসভবনে। সেখানেই জাতীয় কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা এবং রাজ্য বিধানসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে বাণিজ্য ও পর্যটনে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুই রাজ্যই সীমান্তবর্তী হওয়ায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে জম্মু-কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তৃণমূলের প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার পুঞ্চ যাবে। যেখানে তাঁরা সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন ও তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনবেন। সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘বাংলার প্রতিনিধিরা সংহতি, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার বার্তা নিয়ে কাশ্মীরে এসেছি।’

গ্রেপ্তার পাঁচ দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ২১ মে : সম্প্রতি ফিল্মি কায়দায় লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সদর থানার পুলিশ ঘটনায় জড়িত পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার বিকেলে পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, তিনটি মোবাইল, বাইক, নগদ ২২ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

গত ১৯ মে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার আম ব্যবসায়ী মহম্মদ রজ্জব আলি স্থানীয় পাইকারি বাজারে আম বিক্রির ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে রিকশায় চেপে বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছিলেন। সেইসময় রুইধাসা ময়দান সংলগ্ন উড়ালপুলের ওপর ৬ জন বাইক আরোহী টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে। ঘটনার তদন্তে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমারের নেতৃত্বে তদন্তকারী দল গঠিত হয়। মহম্মদ রশিদ আনোয়ার নামে এক দুষ্কৃতীকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম মহম্মদ সমির, মহম্মদ নকিম, মহম্মদ আসিফ আনসারি এবং মহম্মদ কাসিফ আনসারি। ধৃতরা শহরের মহিদ্দিনপুর, কাগজিয়া বস্তি, সওদাগরপট্টি এবং সালকির বাসিন্দা। আরেকজন দুষ্কৃতী এখনও পলাতক।

ধৃত বিডিও

কিশনগঞ্জ, ২১ মে : আরারিয়া জেলার রানিগঞ্জের বিডিও ঋতম কুমার ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট আদিত্য প্রিয়দর্শীকে ঘুষ নেওয়ার সময় ভিজিলেন্সের একটি দল হাতেনাতে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ, ১৫ লক্ষ টাকার একটি সরকারি প্রকল্পে ১০ শতাংশ ওই দুজন ঘুষ চেয়েছিলেন। কমিশন না দিলে প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে ভিজিলেন্সের ডিএসপি চন্দ্রভূষণ সিংয়ের নেতৃত্বে ১০ জন অফিসার ওই বিডিও’র বাংলোয় অভিযান চালিয়ে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ছত্তিশগড়ে নিকেশ ৩০ মাওবাদী

প্রথম পাতার পর

কমিশনের প্রধান ছিলেন এবং পরে সাধারণ সম্পাদক হন, যা সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ। তাঁর খোঁজে ছিল জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা পুলিশ। তাঁর মৃত্যু এই অঞ্চলে মাওবাদী আন্দোলনের ওপর বড় ধাক্কা বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

বাহিনীর সাফল্যের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘নকশালবাদকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি আমাদের নিরাপত্তাবাহিনীর সাফল্যে গর্বিত। আমরা দেশের মানুষকে শান্তি ও উন্নত জীবন দিতে বদ্ধপরিকর।’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একে ‘ঐতিহাসিক সাফল্য’ বলেছেন। তিনি বলেন, ‘তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনও সাধারণ সম্পাদক স্তরের মাওবাদী নেতাকে খতম করা সম্ভব হয়েছে। বাসবরাজু ছিলেন নকশাল আন্দোলনের মেরুদণ্ড।’ তিনি আরও জানান, ‘অপারেশন ব্ল্যাক ফরেস্ট’-এর অংশ হিসাবে শুধু ছত্তিশগড় নয়, তেলেঙ্গানা ও মহারাষ্ট্রেও অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে এখন পর্যন্ত ৫৪ জন নকশালকে গ্রেপ্তার এবং ৮৪ জনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালে ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করা হবে। তারপর থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাওবাদী দমন ও হত্যা অভিযান চলছে। সেই অভিযানের অংশ হিসাবেই বুধবার সকালে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের আবুজমাড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। পুলিশের কাছে খবর ছিল, আবুজমাড়ে লুকিয়ে রয়েছেন এক শীর্ষস্থানীয় মাওবাদী কমান্ডার। প্রথমে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পরে জানা যায়, ওই কমান্ডারই হলেন বাসবরাজু।

ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এই অভিযানের সাফল্য ঘোষণা করে জানান, ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে রাজ্যকে সম্পূর্ণ মাওবাদীমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, ‘৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যেও আমাদের বাহিনী যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে, তার জন্য আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় শর্মা ও সব বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। বস্তারের মানুষ এখন শান্তি ও উন্নয়ন চায়।’

গত ২১ এপ্রিল থেকে কারেগুট্টা পাহাড় এলাকায় শুরু হয়েছে মাওবাদী দমন অভিযান। সিআরপিএফের জঙ্গলযুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো বাহিনী ‘কোবরা’র পাশাপাশি ছত্তিশগড়ের সশস্ত্র পুলিশ ও ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড বাহিনী, মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০, তেলেঙ্গানা পুলিশের মাওবাদী দমন বাহিনী রয়েছে ওই দলে। মাঝে একদিনের জন্য অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল। যৌথবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, ধাপে ধাপে প্রায় শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ‘বৃহত্তম’ মাওবাদী নির্মূল অভিযান।

র‌্যাংক জাম্পে আর পরীক্ষার সুযোগ নয়

প্রথম পাতার পর

২০১৬ সালে নিযুক্ত ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি খারিজে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নির্দেশ যথাযথ বলেও বুধবার উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ। দুই বিচারপতির মতে, বেআইনিভাবে মেধাতালিকার স্বাভাবিক ক্রম ভেঙে নিযুক্তরা আইনত ‘অযোগ্য’। চাকরি বাতিলের পর তাঁদের আর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার নেই। আদালতে চিহ্নিত ‘অযোগ্য’দের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমত, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, দ্বিতীয়ত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলে বা প্যানেল বহির্ভূতভাবে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন ও তৃতীয়ত, র‌্যাংক জাম্প করে যাঁরা নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ চললেও যোগ্য শিক্ষকদের দাবির কোনও সুরাহা এখনও হয়নি। সুরাহার তেমন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন বিড়ম্বনা বাড়ছে। সম্প্রতি বিকাশ ভবনের গেট ভাঙা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় একাধিক শিক্ষককে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করেছিল পুলিশ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আলাদাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিনজনকে চিহ্নিত করে তাঁদের শোকজ করেছে।

পুলিশি তলবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেও যোগ্য শিক্ষকরা পুরোপুরি রেহাই পেলেন না। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মৌখিক নির্দেশে জানিয়ে দেন, হাজিরা দিতেই হবে এবং সেটা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে। তবে তাঁদের একমাত্র স্বস্তি যে, পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। শিক্ষকদের আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র আদালতে অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তি ও তাঁর অনুগামীরা হামলা চালায়।

রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালটা বলেন, ‘এঁদের আচরণ দেখুন। দুষ্কৃতীমূলক আচরণ করা হয়েছে। আন্দোলনে বহিরাগতরা জড়িত। এরা শিক্ষক?’ আন্দোলনকারীরা অবশ্য ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁদের একাংশ আবার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি নিয়ে সল্টলেকে বিজেপির কার্যালয়ে যান। দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গেও।

ভূমিকায় রুষ্ট

প্রথম পাতার পর

এই সমস্যা ঠেকাতে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আচমকা হাসপাতাল ও ওষুধের দোকান পরিদর্শন করতে নির্দেশ দেন।

ভারী বৃষ্টি হলেই উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি, নদীভাঙনের বিপদ বাড়ে বলে আগাম পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়ে গেলেন মমতা। বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এবার আগেই বর্ষা শুরু হয়েছে। তাই সব জেলাকে বর্ষা মোকাবিলায় নামতে হবে। ব্লকগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সবসময় জেলা শাসকের নির্দেশের জন্য বসে থাকলে হবে না।’ ভুটান থেকে হঠাৎ জল ছেড়ে দেওয়ায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বন্যায় ভেসে যায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমরা কেন্দ্রকে বলেছি, ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন গড়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিও রাখা হোক। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গঙ্গা ভাঙন- দুটোই কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না।’

মাহিকে হারিয়ে গুরু-প্রণাম বৈভবের

নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুইশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। -মহেন্দ্র সিং ধোনি

নয়াদিল্লি, ২১ মে : শুধু ব্যাটিং নয়, সিনিয়ারদের প্রতি তাঁর আচরণও মন জিতছে সবার।

বাইশ গজের লড়াইয়ে গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির দলকে হারালেন। ১৮৭ রান তাড়া করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়াল (৩৬), বৈভব সূর্যবংশীদের (৫৭) ঝোড়ো শুরু রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। যার হাত ধরে শেষপর্যন্ত শেষ ম্যাচ জেতার সান্ত্বনা পুরস্কার রাজস্থানের। ৩৩ বলে ৫৭ রানের আগ্রাসী ইনিংসে বৈভবও বুঝিয়ে দেন সে হারিয়ে যেতে আসেননি।

চেন্নাই বনাম রাজস্থানের নিয়মরক্ষার ম্যাচকে বলা হচ্ছিল 'প্রজন্মের লড়াই'। পরিষ্কার করে বললে তেতাল্লিশের ধোনি বনাম চোদ্দোর বৈভব। যে যুদ্ধে জেতার খুশি থাকলেও সিনিয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে ভুল করেনি বিহার তথা বর্তমান প্রজন্মের নয়া মুখ। ম্যাচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময়ে নিজের আদর্শ মাহিকে প্রণাম করে বৈভব। শ্রদ্ধা জানিয়ে স্পর্শ করে কিংবদন্তির পা।

'বাচ্চা' বৈভবের যে আচরণে মুগ্ধ ধোনিও। বুকে টেনে নেন প্রতিপক্ষের তরুণ তুর্কিকে। পরে বৈভব সহ ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে সাফল্যের গুরুমন্ত্রও শোনান মাহি। জোর দিলেন চাপের মুহূর্তে মাথা ঠান্ডা রাখা এবং ধারাবাহিকতায়। দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা নিয়েও সাবধান করলেন ক্যাপ্টেন কুল।

তরুণদের সাফল্যের মন্ত্র ধোনির

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশে ধোনি বলেছেন, 'নিজের দক্ষতার ১০০ ভাগ প্রতিফলন ঘটাতে হলে ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল স্ট্রাইক রেটের পিছনে ছোটার প্রবণতা। ম্যাচের যে কোনও সময়ে ছক্কা হাঁকানোর ক্ষমতা রাখে এই তরুণরা। কিন্তু সবসময় লক্ষ্য দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেট থাকলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন।'

মাহির মন্ত্র শেখার ইচ্ছেটাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সতীর্থ থেকে সিনিয়ার, প্রত্যেকের থেকে শিখতে হবে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে যা এগিয়ে দেবে। ভারতীয় ক্রিকেটের সফলতম অধিনায়কের মতে, প্রত্যাশার চাপকে মাথায় চেপে বসতে দিলে হবে না। কোচিং স্টাফ, সিনিয়ার প্লেয়ারদের দেখে শিখতে হবে, কীভাবে তারা সেই চাপ সামলায়। গেম-রিডিং গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ প্রজন্মকে বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে, পরামর্শ মাহির।

দুই দল লিগের মাঝপথেই প্লে-অফ থেকে ছিটকে যায়। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ম্যাচ ছিল দুই দলের জন্য মুখরক্ষার। তরুণ এবং রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার। হতাশ করেনি দুই শিবিরের তরুণ প্রজন্ম। প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৭ করে চেন্নাই। সিনিয়ারদের ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল তরুণ আয়ুষ মাত্রে (৪৩), ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (৪২), শিবম দুবেরা (৩৯)।

ম্যাচের সেরা আকাশ মাধওয়াল ৩ উইকেট নেন। বাকি কাজটা সেরে দেয় রাজস্থানের ব্যাটাররা। পরে অধিনায়ক সঞ্জু বলেছেন, 'বৈভবকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। একশোয় একশো। স্লোয়ার বলকেও কভারের ওপর দিকে ছক্কা হাঁকাল। মাঝের ওভারে দায়িত্বটা দারুণভাবে সামলাল, যা ওর পরিণত ক্রিকেট বোধের পরিচয় রাখে।'

অভিষেক আইপিএলে অন্যতম চমক বৈভব সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন দ্রাবিড় স্যারকে। জানান, সহজাত ক্রিকেট খেলার ছাড় পেয়েছিলেন। যা কাজে লাগিয়েছেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি বুঝে ব্যাটিং স্টাইল বদলে ফেলার কথাও বৈভবের মুখে। নিজের খেলার ওপরই সবসময় ফোকাস রেখেছেন। দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে বদলেছে। সাফল্যের রহস্য সেটাই।

এবার তো অবসর নাও, ধোনিকে বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ২১ মে : অনেক হয়েছে। এবার থামো।

আইপিএলকে আলবিদা জানিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে পরামর্শ ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের। চেন্নাই সুপার কিংসের আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ মরশুম ২০২৫। ১৩ ম্যাচে ১০টিতেই হার। ধোনির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গারের মতে, বাস্তব মেনে নিয়ে ধোনি এবং সিএসকে-র উচিত সামনের দিকে তাকানো।

সেই রাস্তা বাতলে দিয়ে প্রাক্তন টেস্ট অলরাউন্ডার বাঙ্গারের দাবি, '৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ। আমি যদি এমএস হতাম, তাহলে নিজেকে বলতাম অনেক হয়েছে।'

বাঙ্গারের মতে, মাহির নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই। ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বার্থ রক্ষার্থে খেলা চালিয়ে যাওয়া মূল কারণ হলেও সবকিছুর একটা শেষ আছে। ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরেরও উচিত পালাবদলের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা। এটাই সঠিক সময়। আর মাহির প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের চাপ ঝেড়ে আগামীর জন্য অন্য রাস্তা বেছে নেওয়া।

> ৪৩ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে খেলা কঠিন। যদি ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে মহেন্দ্র সিং ধোনি স্থানীয় ক্রিকেট খেলুক। এই বয়সে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। শরীরের পক্ষে যা চ্যালেঞ্জ।
>
> সঞ্জয় বাঙ্গার

তবে আরও এক মরশুম ধোনি টেনে দিতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঙ্গার যদি মনে করেন, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্যাপ্টেন কুল যে জায়গায় রয়েছেন, এটাই উপযুক্ত সময় প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর। ধোনি অবশ্য অবসর নিয়ে পরিষ্কার কিছু বলেননি। উলটে হেয়ালি বাড়িয়েছেন। তবে চেন্নাই ব্রিগেডে পরিবর্তন দরকার, তা স্বীকার করে নিয়েছেন।

'ইচ্ছে হলে স্থানীয় ক্রিকেট খেলো'

হলুদ ব্রিগেডের অন্দরমহলের খবর, প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পালাবদল, ভবিষ্যতের ভাবনায় তরুণ প্রজন্মের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের। ২০২৭ সালের আইপিএলের পর পরবর্তী মেগা নিলামেই হয়তো পুরোদস্তুর সেই উদ্যোগ দেখা যাবে। তার আগে দলের ফাঁকফোকর মেরামত করতে মিনি নিলাম, আইপিএলের উইন্ডোকে কাজে লাগানো ছাড়া রাস্তা নেই। ধোনি-সর্বস্ব মাহি-ব্রিগেডে শেষপর্যন্ত কী ঘটবে, উত্তর সময়ের হাতে।

ফোকাস নষ্টের ভয়ে ফোন বন্ধ বৈভবের

চোদ্দোতেই আইপিএলে ঝড় তুলেছেন বৈভব সূর্যবংশী।

নয়াদিল্লি, ২১ মে : এবারের মতো অভিযান শেষ।

১৪ ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জয়। হতাশা কাটাতে আরও এক বছরের প্রতীক্ষা। চোখ ২০২৬ সালের আইপিএলে। তার আগে দলে বড়সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। আর সেই ইঙ্গিতই কার্যত দিয়ে রাখলেন স্বয়ং হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর কিছুটা অবাক করে রিয়ান পরাগের অধিনায়কত্বকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন।

রাজস্থান রয়্যালসের নিয়মিত অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। চোটের জন্য প্রথম কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারেননি। পরে একাধিক ম্যাচে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে শুধু ব্যাটিং করেছেন। রিয়ান নেতৃত্ব দিলেও প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েন। যদিও উলটো দাবি দ্রাবিড়ের।

অভিযান শেষে রিয়ানকে যেভাবে দ্রাবিড় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, দুয়ে দুয়ে চার দেখছেন অনেকে। মজার কথা, চেন্নাই ম্যাচে গতকাল নেতৃত্ব দেন সঞ্জুই। কিছুটা অবাক করেই ম্যাচের পর দ্রাবিড় বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান যথেষ্ট ভালো করেছে। ব্যাটার সঞ্জুকে আমরা মিস করেছি শুরুর দিকে। তবে নেতৃত্বের গুরুভার পরাগ দারুণভাবে সামলেছে।'

দ্রাবিড়ের মতে, সঞ্জুর চোট তাদের পরিকল্পনা গুলিয়ে দিয়েছে। টপ অর্ডারের কম্বিনেশন তৈরি করতে অনেকগুলি ম্যাচ চলে যায়। প্রভাব পড়েছে পারফরমেন্সে। টানা হারে প্রথম থেকেই ব্যাকফুটে চলে যায় রাজস্থান। তারপরও রিয়ানের নেতৃত্বের কারণেই নাকি বেশ কিছু ম্যাচে জেতার সুযোগ তৈরি হয়েছিল! চাপের মুখে অধিনায়ক হিসেবে খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে দ্রাবিড় কি জেনেবুঝেই অধিনায়ক রিয়ানের প্রশংসা করলেন। আগামীর পরিকল্পনার অধিনায়ক হিসেবে রিয়ানের নাম ভাসিয়ে দিলেন। উত্তর সময়ের হাতে।

দ্রাবিড়ের সহকারী ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরের মুখে আবার বৈভব সূর্যবংশীর বন্দনা। তরুণ বৈভবের দুরন্ত অভিষেক, ব্যর্থ লিগ অভিযানে রাজস্থানের প্রাপ্তি। বৈভবকে ১.৩ কোটি টাকায় নেওয়ার পর অনেকে ভ্রু কুঁচকেছিলেন। কিন্তু হতাশ করেনি বৈভব (৭ ম্যাচে ২৫২ রান)। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শতরানের পর ফোনের বন্যা। মনঃসংযোগ ঠিক রাখতে কারওর ফোন ধরেনি। দিনের পর দিন ফোন বন্ধ পর্যন্ত রেখেছিলেন। ৫০০-র বেশি মিসড কল, ভরে যায় মেসেজ বক্স। কিন্তু ফোনে হাত দেননি!

রিয়ানের নেতৃত্বের প্রশংসায় বদলের ইঙ্গিত দ্রাবিড়ের

বৈভবের যে অনুশাসনে মুগ্ধ ব্যাটিং কোচ রাঠোরও বলছিলেন, 'ওর সঙ্গে বেশ কিছুদিন হল কাজ করছি। প্রায় তিন-চার মাস হবে। ওর মধ্যে সাফল্যের সব রসদ দেখেছি। পাওয়ার প্লে-তে আগ্রাসী ব্যাটিং হোক বা চাপের মুখে নিজেকে মেলে ধরা। প্রভাবিত করেছে আমাদের। এদিনও (চেন্নাই ম্যাচে) অত্যন্ত পরিণত ব্যাটিং করল। আমি নিশ্চিত এবারের অভিজ্ঞতা, সাফল্য এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে বৈভবকে।'

স্ত্রী অনুষ্কার সঙ্গে পিকলবলে মেতে বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে বুধবার।

রোকো ছাড়াও শক্তিশালী ভারতীয় ব্যাটিং : স্টোকস

লন্ডন, ২১ মে : শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে আইপিএল। একইসঙ্গে কাউন্টডাউন শুরু হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের।

তার আগে আগামী শুক্র বা শনিবারের মধ্যে ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে যাবে। হবু অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। সঙ্গে বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স নিয়েও আলোচনার শেষ নেই।

এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসছে আরও একটি দিক। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং শক্তি কতটা কমল, তা নিয়ে প্রবল আগ্রহ রয়েছে দুনিয়ার। ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ শুরুর আগে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নামার আগে বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস ২০ জুন থেকে শুরু হতে চলা ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, কোহলি-রোহিতরা না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটিং যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভার ব্যাপ্তি এতই বিশাল যে, কখনও বিপক্ষ হিসেবে ভারতকে হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্টোকসের কথায়, 'ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতদের বিশাল অবদান রয়েছে। সম্প্রতি ওরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছে। তার জন্য ভারতের ব্যাটিং শক্তি কমে গিয়েছে বলে মনে হয় না আমার।'

নম্র হওয়ার বার্তা বাজের

অতীতে আইপিএলের সুবাদে ভারতে এসেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। কাছ থেকে দেখেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার ভাণ্ডার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'আইপিএলের সুবাদে ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি আমি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ভারতীয় দলকে কখনই হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আর ভারতে ব্যাটিং প্রতিভার কোনও অভাব নেই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভারতকে হালকাভাবে নিলে সমস্যা হবেই।'

একদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক যখন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবনা, পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। তখন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম ইংরেজ ক্রিকেটারদের আরও নম্র হওয়ার পাশে বাইশ গজের লড়াইয়ে পরিণতবোধ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ইংলিশ সামারের আগে সম্প্রতি সমর্থকদের সঙ্গে এক খোলামেলা আড্ডায় দেখা গিয়েছিল স্টোকসদের। সেখানে সমর্থকদের নানা প্রশ্নের জবাবও দিয়েছিলেন ইংরেজ ক্রিকেটাররা। সেই ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাজ (ম্যাককুলামের ডাকনাম) আজ তাঁর দলকে নয়া বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, 'বাইশ গজের লড়াইয়ে দল হিসেবে যেমন আমাদের নম্র হতে হবে, আরও পরিণতবোধ দেখাতে হবে। ঠিক তেমনই আরও স্মার্ট ক্রিকেট খেলতে হবে।' বিলেতের ক্রিকেটে বাজবলের জন্ম দেওয়া স্টোকস-ম্যাককুলামের জুটি 'নয়া' টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে কেমন করেন, সেদিকে ক্রিকেটমহলের নজর থাকবেই।

প্রথম দুইয়ে থাকার ম্যাচ শুভমানদের

ফের ঋষভের দিকে চোখ

আহমেদাবাদ, ২১ মে : প্রথম লক্ষ্যপূরণ।

চলতি লিগে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট প্রাপ্তি। অবশ্য কাজ এখনও শেষ হয়নি। দ্বিতীয় আইপিএল খেতাবের স্বপ্নপূরণের রাস্তাকে মসৃণ করতে টার্গেট আপাতত গ্রুপ লিগে প্রথম দুইয়ে থাকা। অর্থাৎ, ফাইনালে ওঠার জোড়া সুযোগ। যা নিশ্চিত করতে আর একটা জয় দরকার গুজরাট টাইটান্সের।

আইপিএলে আজ
গুজরাট টাইটান্স
বনাম
লখনউ সুপার জায়েন্টস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আগামীকাল যে লক্ষ্যপূরণে চলতি লিগে নিজেদের ১৩ নম্বর ম্যাচ খেলতে নামছে শুভমান গিলের দল (১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট)। প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস (১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট)। শেষ চার ম্যাচ হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে যারা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে।

ব্যাটে-বলে চলতি লিগে সবচেয়ে ধারাবাহিক গুজরাট। হেডকোচ আশিস নেহেরার বিন্দাস মেজাজের প্রতিফলনে চাপমুক্ত ক্রিকেটের নমুনা তুলে ধরছেন বি সাই সুদর্শন, শুভমান গিলরা। বিদেশি শেরফানে রাদারফোর্ড ভরসা জোগাচ্ছেন। তবে মিডল অর্ডারে 'মূল অস্ত্র' জস বাটলার। সুদর্শন-গিলের ভালো শুরুর ওপর দাঁড়িয়ে দারুণ ফিনিশ করছেন।

তবে গ্রুপ লিগের পরই দেশে ফিরবেন বাটলার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ)। একইভাবে কাগিসো রাবাদাকে পাওয়া যাবে না বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য। ফলে প্রথম দুইয়ে থাকার পাশাপাশি বাটলার-রাবাদাদের বিকল্প বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকবে গুজরাট থিংকট্যাংকের ওপর।

মিডল অর্ডারের অন্যতম মুখ শাহরুখ খান আশ্বস্ত করছেন। গুজরাট সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানান, টপঅর্ডার ভালো খেলছে। মিডল অর্ডারও তৈরি বাকি দায়িত্ব পালনে। সুদর্শন-শুভমানরা ১৫-১৬ ওভার পর্যন্ত ইনিংসকে টেনে দিচ্ছেন। দলের জন্য বড় প্রাপ্তি। যা বজায় থাকার প্রার্থনা থাকলেও প্রয়োজনে মিডল অর্ডারও তৈরি যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে।

বৃহস্পতিবার বিশেষ ল্যাভেন্ডার জার্সিতে নামবেন শুভমান গিলরা।

আশিস নেহেরার দলের বড় অ্যাডভান্টেজ দেশীয় ক্রিকেটারদের ধারাবাহিকতা। বোলিং ব্রিগেডে দাপট দেখাচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, আর্শাদ খানরা। রাবাদা দেশে ফিরলে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ব্যাটিংয়ে সেখানে তুরুপের তাস সুদর্শন-শুভমান। অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সেরা দুই ব্যাটার (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে পর্যন্ত)।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে সুদর্শন-গিলের ২০৫ রানের অবিচ্ছিন্ন পার্টনারশিপের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখাচ্ছিল মুস্তাফিজুর রহমান, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, দুষ্মন্ত চামিরার মতো আন্তর্জাতিক বোলারদের। আগামীকাল সেখানে আবেশ খান, রবি বিষ্ণোই, আকাশ দীপদের নিয়ে গড়া লখনউয়ের বোলিংকে সামলানোর ভার। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের নড়বড়ে বোলিং আরও কমজোরি স্পিনার দিগবেশ রাঠির নির্বাসনে (অভিষেক শর্মার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে)।

তুলনায় লখনউ ব্যাটিং চাপে রাখতে পারে গুজরাটকে। আইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শরা পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারেন শুভমানের বোলিং ব্রিগেডকে। প্রসিধ, সিরাজ, সাই কিশোররা কীভাবে তা সামলানো চোখ থাকবে। নজর থাকবে রশিদ খানের স্পিন ঘূর্ণির ওপরও। দলগত টক্করের মধ্যে ফের আতশকাচের নীচে ঋষভ পন্থ।

আবার ব্যর্থ নাকি অবশেষে রানে ফিরবেন? প্রশ্নটাকে ঘিরে পারদ চড়ছে। খরা না কাটলে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সেদিকে চোখ থাকবে। উলটোটা হলেই বা কী? তবে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঋষভের রানে ফেরা জরুরি। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভক্তদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় কিনা, সেটাই দেখার।

মর্যাদা রক্ষার ম্যাচেও ঋষভ পন্থের ভরসা নিকোলাস পুরান।

মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন

প্রণয়-শ্রীকান্তরা দ্বিতীয় রাউন্ডে, হার সিন্ধুর

কুয়ালা লামপুর, ২১ মে : মালয়েশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন ওপেনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে উড়িয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে গেলেন এইচএস প্রণয়, কিদাম্বি শ্রীকান্তরা। অন্যদিকে খারাপ ফর্ম অব্যাহত রইল পিভি সিন্ধুর। হেরে প্রথম রাউন্ডেই তিনি বিদায় নিলেন। প্রথম গেম হেরেও এক ঘণ্টা বাইশ মিনিটের লড়াইয়ে প্রণয় জিতেছেন পঞ্চম বাছাই জাপানের কেনতা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ১৯-২১, ২১-১৭, ২১-১৬ পয়েন্টে। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ জাপানেরই ইয়ুশি তানাকা।

সতীশ করুণাকরণও বুধবার অঘটন ঘটালেন তৃতীয় বাছাই চিনা তাইপেইয়ের চৌউ তিয়েন চেং-কে হারিয়ে। স্ট্রেট সেটে মাত্র ৩৯ মিনিটে সতীশ ম্যাচ পকেটে পোরেন ২১-১৩, ২১-১৪ ব্যবধানে। পরবর্তী রাউন্ডে করুণাকরণ লড়বেন ফ্রান্সের ক্রিস্তো পোপোভের বিরুদ্ধে।

বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শ্রীকান্ত হারিয়েছেন চিনের ষষ্ঠ বাছাই লু গুয়াং জু-কে। দ্বিতীয় গেম হারলেও তৃতীয় গেম জিতে ম্যাচ ৫৭ মিনিটে শেষ করে দেন শ্রীকান্ত। তাঁর পক্ষে ম্যাচের স্কোর ২৩-২১, ১৩-২১, ২১-১১।

সিন্ধু প্রথম রাউন্ডেই ১১-২১, ২১-১৪, ১৫-২১ পয়েন্টে হারলেন ভিয়েতনামের নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে। অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টো পৌঁছে গিয়েছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। তারা ২১-১৮, ১৫-২১, ২১-১৪ পয়েন্টে হারিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার আদনান মৌলানা-ইনদাহ কাহয়া সারি জামিলকে।

একইসঙ্গে পুরুষদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আয়ুষ শেট্টিও। তিনি ২০-২২, ২১-১০, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়েছেন কানাডার ব্রিয়ান ইয়ংকে।

নগুয়েন থুয়ু লিনের কাছে হারের পর পিভি সিন্ধু। বুধবার।

ভারত সফরে ম্যাগুয়েররা

লন্ডন, ২১ মে : ভারত সফরে আসছেন তিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা হ্যারি ম্যাগুয়ের, দিয়েগো ডালোট ও আন্দ্রে ওনানা। ২৯ মে মুম্বইতে 'ইউনাইটেড উই প্লে'-নামক একটা ফুটবল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তারা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রথম দলের খেলোয়াড়রা ভারতে আসছেন। এর আগে ২০২২ সালে ডিসেম্বরে ডেভিড ডে গিয়া, অ্যান্থনি এলাঙ্গা ও ডনি ভ্যান ডি বিক ভারতে এসেছিলেন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

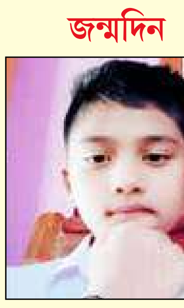

☺ **স্নেহের প্রতীক (রসগোল্লা)** -আজ ২২শে মে, তোমার ১৩তম শুভ জন্মদিন পালন করলে, কেক, পায়েস, মিষ্টি খেয়ে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দীর্ঘায়ু হও এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের নিকট। আশীর্বাদ ও ভালোবাসান্তে-**দাদু, (সুবোধ রায়), দিদা (পপি), ঠাম্মি (গীতা), বাবা (প্রকাশ), মা (তানিয়া), মামা, মামি ও আপনজনেরা।** ময়নাগুড়ি, জটেশ্বর।

প্লে-অফে মুম্বই, রেকর্ড সূর্যের

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-১৮০/৫
দিল্লি ক্যাপিটালস-১২১
(১৮.২ ওভারে)

মুম্বই, ২১ মে : বিরাট কোহলিকে সম্মান জানাতে ১৭ মে তাঁর ১৮ নম্বর টেস্টের জার্সিতে সমর্থকরা মাঠ ভরিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারা বৃষ্টিতে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। হতাশা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন ভক্তরা।

৭ মে লাল বলের ক্রিকেটকে অলবিদা জানিয়েছিলেন রোহিত শর্মা। অবসর-গ্রহের বাসিন্দা হওয়ার পর বুধবার প্রথমবার মাঠে নামলেন হিটম্যান। প্রিয় তারকাকে সম্মান জানাতে এদিন রোহিতের ৪৫ নম্বর জার্সিতে সেজেছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দর্শকরা। জার্সির সামনে লেখা ছিল, 'মুম্বই চা রাজা।' রোহিত ৫ রানে ফিরলেও তাঁদের নিরাশ করেননি 'মুম্বই চা ভাউ' সূর্যকুমার যাদব। ৫৯ রানে জিতে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলল মুম্বইও।

অক্ষর প্যাটেলের জ্বর থাকায় এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়কত্ব সামলান ফাফ ডুপ্লেসি। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শুরুটা ভালো হয়নি। মুস্তাফিজুর রহমানের (৩০/১) বাইরের বল অহেতুক তাড়া করতে গিয়ে জঘন্য শটে উইকেট দিয়ে এসেছেন রোহিত। রায়ান রিকেলটন (২৫), উইল জ্যাকস (২১) সেট হয়েও ইনিংস লম্বা করতে না পারায় মুম্বই ৫৮/৩ হয়ে যায়। রিকেলটনকে ফিরিয়ে আইপিএলে একশো উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখেন কুলদীপ যাদব (২২/১)।

এখান থেকেই শুরু হয় 'স্কাই শো।' তিলক ভার্মাকে (২৭) নিয়ে ইনিংস গড়ায় মন দেন সূর্য (৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩)। সেইসঙ্গে টি২০-তে সর্বাধিক টানা ১৩টি ২৫ প্লাস স্কোর করে টেম্বা বাভুমার সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ড গড়ে ফেলেন তিনি। সাতটি চার ও চারটি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে চেনা শটের সঙ্গে খুচরো রানেও জোর দেন সূর্য। সূর্যের তেজের সঙ্গে শেষবেলায় মুকেশ কুমারের (৪৮/২) থেকে ২৭ রান নিয়ে আসর জমিয়ে দেন নমন ধীরও (৮ বলে অপরাজিত ২৪)। মুম্বই থামে ১৮০/৫ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই প্রধান ভরসা লোকেশ রাহুলকে (১১) হারিয়ে দিল্লি চাপে পড়ে যায়। ব্যর্থ অভিষেক পোড়েল (৬) ও ডুপ্লেসি (৬)। সমীর রিজভি ৩৯ রান করলেও সেখান থেকে দলকে টেনে তুলতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ১৮.২ ওভারে দিল্লি অল আউট হয় ১২১ রানে। জসপ্রীত বুমরাহ (১২/৩), মিচেল স্যান্টনারদের (১১/৩) নিখুঁত বোলিংয়ের সামনে তাদের এর বেশি কিছু করার সুযোগও ছিল না।

অর্ধশতরানের পথে সূর্যকুমার যাদব। বুধবার মুম্বইয়ে।

নিয়ম বদল নিয়ে প্রশ্ন

'ক্ষিপ্ত' কেকেআরের চিঠি বিসিসিআই-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারিভাবে প্রতিযোগিতার ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণা যেমন হয়েছে, তেমনি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে 'কাটঅফ' টাইম এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে আইপিএলের ম্যাচে বৃষ্টি হলে রাত ১০.৫৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হত। গতকাল আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সময় আরও এক ঘণ্টা বাড়িয়ে রাত ১১.৫৬ করার।

প্রতিযোগিতার একেবারে শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়ার পর কেন এমন সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন তুলে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খানের দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে 'ক্ষোভপ্রকাশ' করে চিঠি দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, একই প্রতিযোগিতার মাঝে কেন এমন নিয়ম বদল হল? এই নিয়ম পরিবর্তন আগে করা হলে কেকেআর হয়তো এখনও প্লে-অফের দৌড়ে থাকত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে যখন স্থগিত হয়েছিল আইপিএল, তখন বাকি থাকা দুই ম্যাচে জিততেই হত নাইটদের। গত ১৭ মে ফের আইপিএল শুরুর দিনই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল নাইটদের। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। খেলা হয়নি এক বলও। ফলে আজিঙ্কা রাহানেদের প্লে-অফ স্বপ্নও বৃষ্টিতে ভেসে যায়। সম্প্রতি বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে অপেক্ষার সময় বোর্ডের তরফে এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর আজ কেকেআরের তরফে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'মরশুমের মাঝপথে অনেক সময় নিয়ম বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝলাম। তবে এমন নিয়ম পরিবর্তনের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা থাকলে ভালো হত।'

> ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারের ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।
>
> **ভেঙ্কি মাইসোর**
> কলকাতা নাইট রাইডার্সের সিইও

কেন এমন কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন নাইট সিইও। তাঁর যুক্তি হল, 'ফের আইপিএল শুরুর সময় আমরা সবাই জানতাম বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা। সেদিন যদি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, তাহলে হয়তো পাঁচ ওভারে ম্যাচ সম্ভব ছিল। অথচ, সেটা হয়নি। এখন যখন নিয়ম বদল হল, আমরা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছি খেলার সুযোগ না পেয়েই।' বাজিগরের দলের ক্ষোভ নিয়ে বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। উল্লেখ্য, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলার জন্য গতরাতেই নয়াদিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন রাহানেরা।

অভিষেককে নিতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : অভিষেক সিংয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

মেহতাব সিংকে দলে নেওয়ার জন্য সবদিক থেকে চেষ্টা করলেও শেষপর্যন্ত হাত গুটিয়ে নিতে হচ্ছে তাদের। কারণ, তাঁর জন্য বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি চেয়ে বসে মুম্বই সিটি এফসি। তাছাড়া যা খবর তাতে শুরুতে আগ্রহী হলেও এখন মেহতাব নিজে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে আসতে বেশি আগ্রহী। ফলে তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা চলছে এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারের। যদিও মোহনবাগানের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি এখনও। এই সব কারণেই অভিষেককে পেতে

বাগানে আগ্রহী মেহতাব

আগ্রহী ইস্টবেঙ্গল। সুযোগ বুঝে অবশ্য পাঞ্জাব এফসি-ও ট্রান্সফার ফি বাড়াচ্ছে অভিষেকের। ট্রান্সফার ফি দিতে না পারলে হয়তো তৃতীয় পছন্দের রাহুল ভেকের দিকে হাত বাড়াবে ইস্টবেঙ্গল। তবে হরমিপাম রুইভাকে ছাড়লে বেঙ্গালুরু এফসি রাহুলকে ছাড়বে কিনা প্রশ্ন সেখানেও। তবু ডিফেন্সে একজন ভারতীয় সেন্টার ব্যাক চাইছেন অস্কার ব্রুজোঁ। ইস্টবেঙ্গল সম্ভবত ছেড়ে দিচ্ছে নীশু কুমার ও নন্দকুমার শেখরকে। এখনও বিদেশি হিসাবে মিগুয়েল ফিগুয়েরো ও মহম্মদ রশিদকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

আইরিশদের কাছে হারলেন হোপরা

ডাবলিন, ২১ মে : আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১২৪ রানে হেরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমে আইরিশরা ৬ উইকেটে ৩০৩ রান করে। অ্যান্ডি বালবির্নি করেন ১১২ রান। এছাড়াও হ্যারি টেক্টর ৫৬ ও পল স্টার্লিং ৫৪ রান রেখে এসেছেন। জবাবে লোয়ার মিডল অর্ডারে রোস্টন চেজ (৫৫), ম্যাথু ফোর্ড (৩৮) ও জাস্টিন গ্রিভসের (৩৫) প্রতিরোধের পরও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৪.১ ওভারে ১৭৯ রানে অল আউট হয়। অধিনায়ক শাই হোপ আউট হন ২ রানে।

কোচ ছাড়াই ফরাসি ওপেনে জকোভিচ

জেনেভা, ২১ মে : ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম আর শততম খেতাবের অপেক্ষা বেড়েই চলেছে নোভাক জকোভিচের।

২০২৩ ইউএস ওপেনের পর আর কোনও গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেননি জোকার। চেনা ছন্দেও নেই সার্বিয়ান তারকা। ২৫ মে ফরাসি ওপেন শুরু। তারই প্রস্তুতি হিসাবে এই মুহূর্তে জেনেভা ওপেনে খেলছেন জকোভিচ। সেখানেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, কোচ ছাড়াই রোলা গারোঁয় নামবেন তিনি।

২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের প্রস্তুতিতে নোভাক জকোভিচ। জেনেভায় বুধবার।

সদ্য অ্যান্ডি মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এবার নতুন কোচ নির্বাচনের বিষয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করতে নারাজ সার্বিয়ান টেনিস তারকা। বলেছেন, 'এখনই আমার কোনও কোচ প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাইছি না। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আগামী কয়েকটা প্রতিযোগিতায় দেখি কী হয়।' অর্থাৎ কোচকে ছাড়াই যে তিনি ফরাসি ওপেনে নামবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। গত ছয় মাস মারের অধীনে খেলেছেন জকোভিচ। কেন এত তাড়াতাড়ি একসঙ্গে পথচলা শেষ হয়ে গেল? নোভাকের স্পষ্ট জবাব, 'কোর্ট থেকে ওর সঙ্গে তেমন কিছু অর্জন করতে পারব বলে মনে হচ্ছিল না। তবে মারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই থাকবে।'

এদিকে রোম ওপেন জিতে রোলা গারোঁয় পা রাখছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। জানিক সিনারের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আরও আত্মবিশ্বাসী স্প্যানিশ তারকা। বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা প্লেয়ার এই মুহূর্তে সিনার। ও কোর্টে নামা মানেই জেতা। আমি আমার সেরা খেলাটা খেলতে না পারলে ওকে হারানো সম্ভব ছিল না।' তাঁর সংযোজন, 'সিনারের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বাড়তি মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মেজাজটাই আলাদা। বলব না সেটা রাফায়েল নাদাল বা রজার ফেডেরারের মতো। তবে ওর বিরুদ্ধে খেললে আমি বাড়তি শক্তি পাই।'

আন্তর্জাতিক চা দিবসে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে শচীন ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, 'চা মানেই আরও এক কাপ হয়ে যাক।'

ফের বাদ বাবর, রিজওয়ানরা

লাহোর, ২১ মে : চলতি মাসে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। সেই জন্য বুধবার ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দল থেকে বাদ পড়েছেন তিন তারকা বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শা আফ্রিদি।

গত নিউজিল্যান্ড সিরিজেও পাক দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানকে। তবে শাহিন কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। যদিও সেই সিরিজে পাকিস্তান হেরেছিল। পিসিবি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পিএসএলের পারফরমেন্সের ওপর ভিত্তি করেই দল ঘোষণা করা হয়েছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কোচ হিসেবে মাইক হেসনের এটাই প্রথম সিরিজ হতে চলেছে। কয়েকদিন আগেই তিনি আকিব জাভেদের জায়গায় পাক দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বাংলাদেশ সিরিজে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন সলমন আলি আঘা। দীর্ঘদিন পরে প্রত্যাবর্তন করেছেন পেস বোলার হাসান আলি। এছাড়াও চোট সারিয়ে ফখর জামান ও সাইম আয়ুব দলে ফিরেছেন। পাক বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ সিরিজের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হবে। তবে সিরিজের তিনটি ম্যাচই লাহোরে হবে বলে পিসিবি জানিয়েছে।

টি২০ স্কোয়াড : সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান, আবরার আহমেদ, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, হ্যারিস রউফ, হাসান আলি, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, খুশদিল শা, মহম্মদ হ্যারিস, মহম্মদ ওয়াসিম, মহম্মদ ইরফান খান, নাসিম শা, সাহিবজাদা খান ও সাইম আয়ুব।

জাতীয় শিবিরে ফিট আশিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন আশিক কুরুনিয়ান।

দিন তিনেক কেটে যাওয়ায় হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বাকিরা আগে শিবিরে যোগ দিলেও আশিক ও রাহুল ভেকে অসুস্থতা ও পারিবারিক কারণে যোগ দেননি শুরু থেকে। তবে গত রাতে কলকাতায় এসে এদিন থেকে প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন আশিকও। আপাতত তিনি সুস্থ বলেই শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন দলের সঙ্গে বল নিয়ে অনুশীলন না করলেও জিম এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং করেছেন। রাহুল অবশ্য আসবেন আগামী শুক্রবার। ২৯ মে প্রীতি ম্যাচ খেলতে ব্যাংকক উড়ে যাওয়ার আগে অবশ্য এখানে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে দলকে দেখে নিতে চান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের বিপক্ষে খেলবে ভারতীয় দল। আসলে বাংলাদেশের বিপক্ষে দলের পারফরমেন্সে খুশি নন তিনি। তাই বলেছেন, 'প্রতিটি ফিফা উইন্ডোতেই দল উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ম্যাচ ছাড়া। তবে এটাও ঘটনা ওই ম্যাচে আমরা বেশ কয়েকজন প্রথম একাদশের ফুটবলারকে পাইনি। তবে সেটা কোনও অজুহাত হতে পারে না খারাপ খেলার জন্য। হংকং ম্যাচটা কঠিন হবে। তাই তার আগে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার।' বাংলাদেশ কোচ জাভি কাব্রেরার সঙ্গে হওয়া কথার ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছেন, 'কাব্রেরার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনিও বলছিলেন, এই গ্রুপে শেষপর্যন্ত কী হবে তা বলা মুশকিল। সব দলই জিততে পারে। এখন বাকি পাঁচ ম্যাচই আমাদের কাছে ফাইনাল।'

শূন্যে তুলে কেভিন ডি ব্রুয়েনকে নিয়ে উচ্ছ্বাস ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সতীর্থদের।

উষ্ণ অভ্যর্থনায় বিদায় ব্রুয়েনকে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ মে : মঙ্গলবার রাতে এতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সবটা ঘিরে শুধুই কেভিন ডি ব্রুয়েন।

গত এক দশকে নীল ম্যাঞ্চেস্টারকে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার কারিগর যদি হন পেপ গুয়ার্দিওলা, তবে সেই দলের প্রাণভোমরা নিঃসন্দেহে ডি ব্রুয়েন। উলফসবার্গ ছেড়ে ২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেন বেলজিয়ান ফুটবলার। এই জার্সিই তাঁর নামের সঙ্গে তারকার তকমাটা জুড়ে দিয়েছে। ম্যান সিটির হয়ে ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব সাফল্যই ছুঁয়েছেন। মঙ্গল রাতেই 'প্রিয় জার্সিতে' শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি। ডি ব্রুয়েনের বিদায়ি অনুষ্ঠানের আয়োজনে কোনও খামতি রাখেনি তাঁর ক্লাবও।

এতিহাদের গ্যালারির অনেকটা জায়গাজুড়ে বিশাল টিফোয় ব্রুয়েনের ছবি। পাশে লেখা, 'কিং কেভ'। জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল সিটি জার্সিতে তাঁর স্মরণীয় মুহূর্তগুলি। এর মাঝেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে ঢুকলেন বেলজিয়ান তারকা। ডি ব্রুয়েনকে অভিবাদন জানালেন তাঁর সতীর্থ ও ক্লাব কর্তারা। সেই সঙ্গে বিশেষ সংবর্ধনা। সিটি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা, স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হবে ব্রুয়েনের মূর্তি।

জিতে তিনে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

বিদায়বেলায় অনুভূতি জানানোর সময় ব্রুইনের আবেগের বিস্ফোরণ। বলেছেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারই আমার ঘর। আমার সন্তানরা এখানেই বড় হয়েছে। অনেকটা সময় কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এখানে এসেছিলাম। সেটা যে দশ বছর হয়ে যাবে কখনও ভাবিনি। সবসময় চেষ্টা করেছি ফুটবল উপভোগ করতে। তবে এই জার্সিই আমার সেরাটা বের করে এনেছে। ক্লাব হিসাবে আমরা প্রায় সবকিছু জিতেছি। তার চেয়েও বড়, অনেক বন্ধু পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আবারও এখানে ফিরে আসব।' প্রিয় শিষ্যের বিদায়ে চোখে জল গুয়ার্দিওলার। বলেছেন, 'দশ বছর খেলার পর এমন বিদায়, এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। তবে আমাদের জন্য দিনটা কষ্টের।'

এদিকে মঙ্গলবার এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ওমর মারমৌশ, বার্নার্ডো সিলভা ও নিকো গঞ্জালেজ সিটির হয়ে গোলগুলি করেন। এই জয়ের সুবাদে পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বর থেকে সরাসরি তিনে উঠে আসে গুয়ার্দিওলার দল।

সিরিজ হার বাংলাদেশের

শারজা, ২১ মে : চূড়ান্ত লজ্জায় বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজ তারা হেরে বসল ১-২-এ। বুধবার তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ হেরে গেল ৭ উইকেটে। প্রথমে হায়দার আলির (৭/৩) দাপটে বাংলাদেশ ১৬২/৯ স্কোরে থামে। জবাবে আমিরশাহি ১৯.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৬ রান তুলে নেয়। ৬৮ রানে অপরাজিত থাকেন আলিশান শরাফু।

জয়ের হ্যাটট্রিক শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ মহকুমা ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে শিলিগুড়ি। বুধবার তারা ৯ উইকেটে কার্সিয়াংকে হারিয়ে প্রতিযোগিতায় জয়ের হ্যাটট্রিক করল। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে টসে জিতে কার্সিয়াং ১৯ ওভারে ২৬ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের কেউ দুই অঙ্কের রান করতে পারেনি। তুফান রায় ৫ ও ম্যাচের সেরা মৈনাক দে ১ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে নিরুপম বর্মনও (২/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ২.৩ ওভারে ১ উইকেটে ২৮ রান তুলে নেয়। তানিশ সরকার ও সৈকত দাস ৬ রানে অপরাজিত থাকে।

ম্যাচের সেরা মৈনাক দে।

মনোনয়নপত্র তোলার সম্ভাব্য দিন ঘোষণা নির্বাচনী কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ মে : মোহনবাগান নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যে দুই শিবিরই নিজেদের মতো প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এরই মাঝে বুধবার মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়ার সম্ভাব্য দিনক্ষণ ঘোষণা করল মোহনবাগানের নির্বাচনি কমিটি।

এদিন নির্বাচনি কমিটির কাছে ক্লাবের পক্ষ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তুলে দেওয়া হয়। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা একই রয়েছে। নির্বাচনি কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় জানিয়েছেন, সম্ভবত আগামী সোমবার থেকে মনোনয়নপত্র তোলা ও ভোটার তালিকা বিক্রি শুরু হয়ে যাবে। চলবে ২ জুন পর্যন্ত।

মোহনবাগান নির্বাচন

প্রাথমিকভাবে ৩ জুন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হিসেবে ঠিক করেছে মোহনবাগানের নির্বাচনি কমিটি। ওইদিন থেকেই মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে নির্বাচনি কমিটির। স্ক্রুটিনি শেষ হওয়ার পর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য দুইদিন সময় দেওয়া হবে। তবে এগুলি সবই সম্ভাব্য দিনক্ষণ। শনিবার চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক করবে নির্বাচনি কমিটি। আপাতত যা পরিস্থিতি, মোহনবাগান নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হতে জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

17.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42L 49202 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবন উন্নত করার জন্য আমাকে একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং এখন থেকে আমি নিশ্চিত করব আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম করার। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা বাপন কোলে - কে

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শিলিগুড়ির প্রতিনিধি কমে এবার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ মে : দুইদিন আগে ধুমধাম করে কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের ক্রিকেটারদের ড্রাফটিং হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে শিলিগুড়ি ক্রিকেটের জন্য নতুন কোনও আলোর সন্ধান মেলেনি। আট দলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে পুরুষ ও মহিলা বিভাগ মিলিয়ে শিলিগুড়ি থেকে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র পাঁচজন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্সে সুযোগ পেয়েছেন মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন। এছাড়াও স্ম্যাশার্স মালদায় অরুণা বর্মন এবং কলকাতা টাইগার্সে অঙ্কিতা মহন্ত সুযোগ পেয়েছেন।

অথচ এই প্রতিযোগিতায় গতবছর দল পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির সাতজন। একজনকে রাখা হয় স্ট্যান্ড বাই তালিকায়। মাঝের সময়টাতে পুরুষদের টি২০ টুর্নামেন্টে শিলিগুড়ি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছে মহিলা বিভাগে। তারপরও কেন এই উপেক্ষা শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের?

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

অঙ্কিতা মহন্ত	মিথিলেশ দাস, পূজা অধিকারী ও রত্না বর্মন	অরুণা বর্মন

> হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।
>
> **কুন্তল গোস্বামী, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব**

কুন্তল বলেছেন, 'হয়তো গতবার ওদের পারফরমেন্সে ফ্র্যাঞ্চাইজি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তবে এখনই সম্পূর্ণ হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আকাশ দীপ সহ প্রথমসারির অনেককেই হয়তো ওদের ফ্র্যাঞ্চাইজি পাবে না। তখন শিলিগুড়ি থেকে কেউ সেই জায়গায় সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। মহিলা বিভাগে একজন ও পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ির আরও এক-দুইজনের বেশি সম্ভাবনা দেখছি না।'

মার্চ মাসে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের শিলিগুড়ি সফরের সময় মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তৎকালীন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা আবেদন রেখেছিলেন প্রো টি২০ লিগে শিলিগুড়ির প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর। কিন্তু সেই সংখ্যা তো বাড়েনি, বরং কমে গিয়েছে। যা দেখে হতাশা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'সব জেলা সিএবি সংযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। শিলিগুড়ির সিএবি প্রতিনিধি কী করছেন? শিলিগুড়ির ক্রিকেটাররা সুযোগ না পেলে এই শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি রেখে কী লাভ?' কুন্তল অবশ্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'সিএবি শুধু টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। দলগঠন ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেদের চাহিদামতো করে থাকে।'